	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
আকনা গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা কালীন বক্তৃতা	৩৩৭	৯১
আত্ম নিবেদন	৩৪০	১৪২
আবিয়াঁরের উপদেশ	৩৩৬	৭৬
ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ	৩৩৯	১২৫
উপদেশ	৩৩২	৬
উপদেশ	৩৩৩	২৭
উপদেশ	৩৩৪	৩৩
উপদেশ	৩৩৫	৪৯
উপদেশ	৩৩৬	৬৫
উপদেশ	৩৩৭	৮১
উপদেশ	৩৩৯	১১৩
ঋগ্বেদ সংহিতা	৩৩২	১
ঋগ্বেদ সংহিতা	৩৩৩	১৭
কোরাণের উপদেশ সং গ্রহ	৩৪৩	১৮৭
জগতে ঈশ্বর দর্শন	৩৪০	১৩০
জীব ও উদ্ভিদাদির স্বত-উৎপত্তি বিষয়ক মত	৩৩৭	৮৯
স্ত্রীলোকের কুলনাম	৩৩৪	৪১
দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৩৪২	১৬১
ধর্ম্ম প্রচার	৩৩৩	২২
ধর্ম্মশিক্ষক	৩৩৬	৭১
ধর্ম্মশিক্ষা	৩৩৫	৫১
ধর্ম্ম ও পদার্থ-বিদ্যা	৩৩৭	৮৩
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর	৩৩৭	৮৭
ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব	৩৪০	১৩৩
ধর্ম্মই সুখের মূল	৩৪৩	১৮১
ধর্ম্মোন্নতি	৩৪০	১৩১
ধর্ম্মের উন্নতি সাধন	৩৩৮	৯৯
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	৩৩৪	৩৫
নূতন পুস্তক	৩৩৫	১৬
নূতন পুস্তক	৩৩৬	৭৭
নূতন পুস্তক	৩৩৭	৯৪
নূতন পুস্তক	৩৪০	১৪৩
নূতন পুস্তক	৩৪১	১৬০
পাপ ও পুণ্য	৩৪১	১৪৫
পর লোকের সম্বল	৩৩৯	১১৫
পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান	৩৩৯	১২৭
প্রথম সৃষ্ট মনুষ্যের প্রথম দৈহিক-গতি, প্রথম ইন্দ্রিয়-বোধ ও প্রথম বুদ্ধি-ক্রিয়া সম্বন্ধে আত্ম-বৃত্তান্ত	৩৩৮	১০৯
পৃথিবী ও মনুষ্য	৩৩৪	৩৭
পৃথিবী ও মনুষ্য	৩৩৫	৫৪
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	৩৪৩	১৮০
ব্রাহ্ম পরিবার	৩৩৭	৮৫
ভবানীপুর ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৩৩৬	৬৭
ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুলমান জাতির সম্মিলন	৩৩২	২
বর্ষশেষ দিবসের ব্রাহ্মসমাজ	৩৩৩	১৯
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির প্রশ্নাবলির উত্তর	৩৩২	৮
বৈদান্তিক মত	৩৪০	১৩৫
বৈদান্তিক মত	৩৪১	১৫০
বৈদান্তিক মত	৩৪৩	১৮৬
সহজ ভাব	৩৩৮	৯৭
সাকার-উপাসকদিগের প্রশ্ন	৩৩৮	১০৬
সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি	৩৪০	১৪১
সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি	৩৪৩	১৮৮
স্বয়ং দোষী গুরু	৩৩৩	২৫
স্বাস্থ্যসাধন	৩৪০	১৩৮
সৃষ্টির অন্তর্গত নিয়ম	৩৪১	১৫৩
হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস	৩৩৫	৫৭
হিন্দুজাতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম	৩৩৯	১১৭
হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দু-জাতি	৩৩৮	১০২
A Lecture in reply to the Query "What is Brahmoism"	৩৩২	১১
A Lecture in reply to the Query "What is Brahmoism"	৩৩৩	২৯
A Lecture in reply to the Query "What is Brahmoism	৩৩৪	৪২
Prayer	৩৩৫	৬৩
Prayer	৩৩৭	৭৯
Letters from and to the Vada Somajam, Madras	৩৩৭	৯৫
Theistic toleration and diffusion of Theism	৩৪১	১৫৭
Professor Max Muller's Opinion	৩৪২	১৮০

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প

প্রথম ভাগ

৩৩২ সংখ্যা। বৈশাখ ১৭৯৩ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ষোড়শেঽনুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ ইন্দ্রাগ্নী দেবতে।

১২৩৬

১। য ইন্দ্রাগ্নী চিত্রতমো রথো বামভি বিশ্বানি ভুবনানি চষ্টে। তেনা যাতং সরথং তস্থিবাংসাথা সোমস্য পিবতং সুতস্য।

১। হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'চিত্রতমঃ' অতিশয়েন চায়নীয়ঃ 'বাং' যুবয়োঃ সম্বন্ধী 'যঃ রথঃ' 'বিশ্বানি ভুবনানি' ভূতজাতানি 'অভিচষ্টে' আভিমুখ্যেন পশ্যতি সুবর্ণময়ত্বাৎ রত্নখচিতত্বাচ্চ স্বপ্রভাভিঃ কৃৎস্নং জগদ্ভাসয়তীত্যর্থঃ। 'তেন' রথেন 'আযাতং' অস্মদ্যজ্ঞমাগচ্ছতং তৎ কিং পর্য্যায়েণ নেত্যাহ 'সরথং' সমানমেকং রথং 'তস্থিবাংসা' যুগপদেবাস্থিতবন্তৌ যুবামাগচ্ছতং ন পর্য্যায়েণেত্যর্থঃ। 'অথ' আগমনানন্তরং 'সুতস্য' ঋত্বিগ্ভিরভিষুতং 'সোমস্য' সোমং স্বাংশলক্ষণং তদেকদেশং বা 'পিবতং'।

… অগ্নি! তোমারদিগের … বনকে প্রকাশ করে, … মাত্র রথে অবস্থান … আসিয়া অভিষুত

১২৩৭

২। যাবদিদং ভুবনং বিশ্বমস্ত্যুরুব্যচা বরিমতা গভীরং। তাবাঁ অয়ং পাতবে সোমো অস্ত্বরমিন্দ্রাগ্নী মনসে যুবভ্যাং।

২। 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'ইদং ভুবনং' জগৎ 'যাবৎ অস্তি' যাবৎ প্রমাণং ভবতি, কীদৃশং 'উরুব্যচাঃ' বিস্তীর্ণব্যাপনং সর্ব্বব্যাপকমিত্যর্থঃ, তথা 'বরিমতা' বরিম্নোরুত্বেনাত্মীয়েন গৌরবেন 'গভীরং' গাম্ভীর্য্যোপেতং হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'পাতবে' 'যুবভ্যাং' পাতুং 'অয়ং' 'সোমঃ' 'তাবান্ অস্তু' তাবৎপ্রমাণোভবতু, তথা 'মনসে' যুবয়োরন্তঃকরণায় 'অরং' স সোমঃ পর্য্যাপ্তো ভবতু।

২। এই সর্ব্বব্যাপক ও স্বীয় গৌরবে গম্ভীর জগতের যে রূপ পরিমাণ আছে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমারদিগের পানের নিমিত্তে এই সোমের তদ্রূপ পরিমাণ হউক এবং তাহা তোমাদের মনে পর্য্যাপ্ত হউক।

১২৩৮

৩। চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা বৃত্রহণা উত স্থঃ। তাবিন্দ্রাগ্নী সধ্র্যঞ্চা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাং।

৩। হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'ভদ্রং' কল্যাণং 'নাম' স্বকীয়ং নাম-ধেয়ং 'সধ্র্যঞ্চ' সহগতং ইন্দ্রাগ্নীইত্যেবং সংযুক্তং 'চক্রাথে' যুবাং কৃতবন্তৌ 'উত' অপিচ হে 'বৃত্রহণা' বৃত্রস্যাসুরস্য হন্তারৌ ইন্দ্রাগ্নী 'সধ্রীচীনা' সহাঞ্চন্তৌ বৃত্রবধার্থং সঙ্গ-চ্ছন্তৌ 'স্থঃ' ভবথঃ, 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ হে 'বৃষণা' কামানাং বর্ষিতারাবিন্দ্রাগ্নী 'তৌ' যুবাং 'সধ্র্যঞ্চৌ' সহি-তাবেব সন্তৌ 'নিষদ্য' বেদ্যামুপবিশ্য 'বৃষ্ণঃ' সেক্তঃ 'সোমস্য' আত্মীয়ং ভাগং 'আবৃষেথাং' স্বকীয়উদরে আসিঞ্চেথাং।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমারদিগের কল্যাণতম নামদ্বয় তোমরা একত্রিত করিয়াছ। হে বৃত্র হন্তা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা উভয়ে সংযুক্ত হইয়াছ। অতএব তোমরা একত্রিত হইয়া বেদীতে উপবেশন পূর্ব্বক সোমের স্বীয় স্বীয় ভাগ গ্রহণ কর।

১২৩৯

৪। সমিদ্ধেষ্বগ্নিষ্বানজানা যতস্রুচা বর্হিরু তিস্তিরাণা। তীব্রৈঃ সোমৈঃ পরিষিক্তেভিরর্ব্বাগেন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতং।

৪। 'অগ্নিষু' গার্হপত্যাদিষু অন্বাধানাদিনা 'সমিদ্ধেষু' সম্যগিদ্ধেষু দীপ্তেষু সৎসু 'আনজানা' হবীংষ্যাজ্যেনা-ক্তবন্তৌ 'যতস্রুচা' তদনন্তরং যাগার্থং গৃহীতস্রুচৌ 'বর্হিরু' বেদ্যাং বর্হিরপি 'তিস্তিরাণা' আস্তীর্ণং কৃতবন্তৌ অধ্বর্য্যু-প্রতিপ্রস্থাতারৌ এবম্ভূতৌ অভূতাং। তথা সতি হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'তীব্রৈঃ' ক্ষিপ্রংমদকরৈঃ 'পরিষিক্তেভিঃ' পরিতঃ সর্ব্বেষু গ্রহচমসাদিষ্বাসিক্তৈঃ সোমৈঃ হেতুভূতৈঃ 'অর্ব্বাক্' অস্মদভিমুখং 'আযাতং' আগচ্ছতং কিমর্থং 'সৌমনসায়' সৌমনস্যায় অস্মাকমনুগ্রহায়েত্যর্থঃ।

৪। অগ্নি সম্যক্ রূপে প্রদীপ্ত হইলে অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতারা হবির্দ্দান ও স্রুক্ গ্রহণ এবং বেদীতে কুশা আস্তরণ করেন। অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! গ্রহচমসাদিতে পরিষিক্ত শীঘ্র উন্মত্তকারী সোমের নিমিত্তে আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অভিমুখে আগমন কর।

১২৪০

৫। যানীন্দ্রাগ্নী চক্রথুর্ব্বীর্য্যাণি যানি রূপাণ্যুত বৃষ্ণ্যানি। যা বাং প্রত্নানি সখ্যা শিবানি তেভিঃ সোমস্য পিবতং সুতস্য। ১।৭।২৬।

৫। হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'যানি' 'বীর্য্যাণি' বৃত্রবধাদিরূপাণি 'চক্রথুঃ' কৃতবন্তৌ যুবাং 'যানি' চ 'রূপাণি' নিরূপ্যমাণানি গবাশ্বাদীনি ভূতজাতানি কৃতবন্তৌ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং হি সর্ব্বং জগৎ সৃজ্যতে, ইন্দ্রঃ সূর্য্যাত্মনা বৃষ্টিং সৃজতি বৃষ্টেঃ সকা-শাৎ সর্ব্বে প্রাণিনঃ উৎপদ্যন্তে। 'উত' অপিচ যানি 'বৃষ্ণ্যানি' বৃষ্ণিভবানি বৃষ্টিপ্রদানাদিরূপাণি কর্ম্মাণি কৃত-বন্তৌ যুবাং. তথা 'বাং' যুবয়োঃ সম্বন্ধীনি 'প্রত্নানি' চিরন্তনানি 'শিবানি' শোভনানি 'যা' যানি 'সখ্যা' সখি-ত্বানি সন্তি, 'তেভিঃ' তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৌ যুবাং 'সুতস্য সোমস্য' অভিষুতং সোমং 'পিবতং' ১।৭।২৬।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বৃত্র বধে যে সকল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলে এবং যে সকল রূপ সৃষ্টি করিয়াছিলে, ও যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলে, আর তোমারদিগের উভয়ের যে চিরন্তন শোভন সখিত্ব আছে, সেই সমুদায়ের সহিত তোমরা আসিয়া অভিষুত সোম পান কর। ১। ৭। ২৬।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্মিলন।

ইতিহাস রচনাটী হিন্দু-মানসক্ষেত্রের স্বাভাবিক ফল নহে, সুতরাং হিন্দুদিগের যাহা কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাও তাহাদিগের বিজেতা মুসলমানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

মুসলমানদিগের আসিবার অগ্রে ভারতবর্ষে কিরূপ সামাজিক অবস্থা... মীমাংসা করিতে গে... ভিন্ন আর কোন ... যায় না। তাঁহারা ... অধীনে বাস করিতেন অপেক্ষাকৃত আরও ক...

পুরাতন কালে সমস্ত ভারতবর্ষে কি এক রাজার শাসন ছিল? না সেই একাধিরাজ্য কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়? কোন কোন অসাধারণ বীর পুরুষ সমুদিত হইয়া কি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া পরে এক একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন ও সেই মহাবাহুগণ যত দিন ঐ সকল রাজ্য ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তত দিনই ঐ সকল রাজ্য সমগ্র ছিল ও পরে তাঁহারা পৃথিবী হইতে অপসৃত হইলেই পুনরায় সেই সকল রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গেল?—এই সকল প্রশ্ন আমরা কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারি না। যাঁহাদিগকে আমরা হিন্দু বলি, ইতিহাস হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমস্ত উপদ্বীপটীকে যাহাঁদিগের অভিনয়-স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাঁহারা প্রথম কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহাও আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না।

এই উপদ্বীপটী বোধ হয় হিন্দুদিগের আদিম জন্মস্থান নহে। সাধারণ মত এই ও ইতিহাসবেত্তাগণ এই রূপ অনুমান করেন যে হিন্দুগণ উত্তর পশ্চিম কিম্বা একেবারে উত্তর হইতে এই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন(১) হিন্দুগণের আগমন কাল তাঁহারা খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দি পূর্ব্বে বলিয়া নিরূপণ করেন(২)। এই কালাবধি তাঁহারা গুজরাটের পশ্চিমান্ত হইতে বঙ্গ ও বেহার প্রদেশের পূর্ব্ব-সীমা জলদাগ্নর পর্ব্বত শ্রেণী, পর্য্যন্ত শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, মনুর কতকগুলি বচন দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা তৎকালেও বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করেন নাই, কিয়ৎকাল পরে এই সীমা উল্লঙ্ঘন করত ক্রমশঃ দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া অবশেষে সমস্ত উপদ্বীপময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন।

উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা কালীন, নিজ সভ্যতাও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহারা রাজত্বের সহিত সভ্যতাও বিস্তার করিতে লাগিলেন, এই হেতু পরে সমস্ত উপদ্বীপটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেলেও এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে প্রায় একই ব্যবস্থা প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ব্যবস্থা-গুলি প্রকৃত হিন্দুদিগের বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে, প্রায় দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তরস্থ প্রদেশ সমূহে তাহাদিগের পরস্পর অধিক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

ইউরোপীয় প্রথম পর্য্যটকদিগের নিকট মধ্য ভারতের ইতর লোকেরা উত্তরীয় জাতিদিগের হইতে বিশেষ বলিয়া যে রূপ প্রথমে বোধ হইয়াছিল, তাহা এখনও তাহারা আমাদিগের নিকট সেই রূপ বোধ হয়। আকার প্রকারেই হউক বা মুখ বর্ণেই হউক, তাহাদিগকে যে রূপ উত্তরীয় জাতি সমূহ হইতে, সেই রূপ তাহাদিগের আপনাদিগের মধ্যে যাহারা উচ্চ শ্রেণী তাহাদিগের হইতেও ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সকলেই অবগত আছেন যে হিন্দুসমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত, যে এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যেও নানা বিভাগ, যে এই চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত পাহাড়িয়া নামক আর একটী স্বতন্ত্র জাতি আছে, তাহারাও এই রূপ অসংখ্য অংশে বিভক্ত। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুর ব্যবস্থায় বারম্বার যাহাদিগের উল্লেখ আছে, এবং অধিকাংশ নীচ শ্রেণীর লোকেরা

(১) টিবেটীয়দিগের অক্ষর দেবনাগরীয়ের সহিত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। Briggs

(২) বেন্টলি, টড, উইলসন সাহেব, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গণনা দ্বারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। Brigg's laud-tax in India.

যাহাদের অন্তর্গত, যাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা শুদ্ধ উৎসাহ দেওয়া নহে, এমন কি শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে, সেই পারিয়া জাতির সংখ্যা উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণে অধিক দৃষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশে তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি-সংখ্যার তুলনায় এই জাতির সংখ্যা প্রায় তিন অংশের দুই অংশ।

এই রূপে বিজয়ী আগন্তুকগণ কর্ত্তৃক সম্বাড়িত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই দুর্ভাগ্য জাতি একেবারে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে—তাহাদিগের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। আমরাও তাহাদিগের বিষয় যে যৎকিঞ্চিৎ জানি, তাহা অনুমান মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের প্রারম্ভ কালে এই উপদ্বীপটীর সুবৃহৎ অভিনয় স্থলে এক মাত্র হিন্দুদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তদবধিই উত্তর পশ্চিম সীমার পার্শ্ববর্ত্তী জাতিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ইহার একাংশ ডেরায়স হিষ্টাসপসের রাজ্যের পঞ্চবিংশতি বিভাগের মধ্যে একটী বিভাগ বলিয়া গণ্য ছিল। কাবুল কান্দাহার পঞ্জাব প্রভৃতি হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত ও সিন্ধুনদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত তাবৎ প্রদেশটী সেই অংশের অন্তর্ভূত।

আলেকজাণ্ডারের ভগ্নাবশিষ্ট রাজ্য মধ্যে বক্রিয়ানা প্রদেশে যে সকল নৃপতি সমুত্থিত হয়েন, তাঁহারা অনেকবার ভারতবর্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কত দূর এই দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। সাসিপ্পাডিসের রাজ বংশও এক সময়ে এই উপদ্বীপের এক অংশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে যে মুসলমান ধর্ম্ম সমুদায় পারস্য দেশকে অধিকার করিল, দেশ বিজয়ই যে ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্মই এই প্রবল আক্রমণ-স্রোতে আর একটী নূতন বল প্রয়োগ করিল। মামুদ গিজনি, যিনি প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে পারস্য ও অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী দেশের রাজা ছিলেন, তিনি অবশেষে (পারস্য ইতিহাসবেত্তা ফেরেস্তার বচনানুসারে) "ভারতবর্ষ পানে মুখ ফিরাইলেন" তিনি দ্বাদশ বার এই দেশের উত্তর ভাগ উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই উপরোক্ত ইতিহাসবেত্তার যতই অত্যুক্তি হউক না, মামুদ যে অসংখ্য ধন রত্ন এখান হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যান, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ আবার তাঁহার দেখা দেখি এই নবোদ্ঘাটিত পথটী ব্যগ্রতা সহকারে অবলম্বন করিলেন, পরে খোরাসান ও বক্রিয়ানার অন্তর্ব্বর্ত্তী পার্ব্বতীয় প্রদেশ নিবাসী আফগানদিগের অধিপতিরা জয় সাধন কার্য্যে এই শেষোক্তদিগের স্থল অধিকার করিল। একবার বীরবাহু জঙ্গিস খাঁর মোগল সেনাগণ এই উপদ্বীপে মহা বন্যার ন্যায় প্রবল বেগে আসিয়া পড়িবে এই রূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রবল স্রোত ভাগ্যবশতঃ অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। পরে টাইমুর আসিয়া এই দেশ ছারখার করত "ধ্বংশ রাজা" এই অলক্ষণযুত উপাধিটী পশ্চাতে রাখিয়া যান। আফগানেরা পুনরায় ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, কিন্তু বাবর নামক আর এক জন মোগলদিগের প্রধান, তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া নিজ পুত্র হুমায়ুনকে তাহাদিগের স্থানে বসাইলেন। ইনি প্রথমে সিংহাসনচ্যুত হইয়া, পরে তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করত অবশেষে তাহার নিজ বংশকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। মোগল রাজ্য শীঘ্রই তাঁহার পুত্র আকবরের শাসনাধীনে প্রভুত্ব ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। মোগল রাজবংশীয়েরা এক

বার উত্তর ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইবা মাত্র দক্ষিণ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য তাঁহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। ইতি পূর্ব্বে আফগানদিগের রাজত্ব কালে তথায় যে কতকগুলি মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে এক একটী করিয়া অধিকৃত হওত দিল্লী-সম্রাটের পদানত হইল. এই ঘটনাটী আরঙ্গীবের শাসনকালে সমাহিত হইয়া অবশেষে সমস্ত ভারত বর্ষ মোগলদিগের অধীন হইল। মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীরাও সমস্ত দাক্ষিণাত্যময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মুসলমানেরা জয় লালসায় পরিচালিত হইয়া দলবদ্ধ হওত হিন্দুদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতে লাগিল। হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্য একবার অধিকৃত হইল, আবার আফগান, মোগল, পারসিক প্রভৃতি নানা জাতি দ্রুতবেগে আসিতে লাগিল। ধনলালসা ও কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আশায় উত্তেজিত হইয়া সেনা বণিক প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষে মিলিত হইল। এই রূপে অবিলম্বেই শুদ্ধ মুসলমানদিগের সংখ্যা প্রায় এক ক্রোর দেড় ক্রোর এমন কি দুই ক্রোর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল। এই মুসলমানগণ জয় তরঙ্গে পরিচালিত হইয়া এই অভিনব উপকূলে উপনীত হওত হিন্দুদিগকে একেবারে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তথাপি হিন্দুগণ আপনাদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, বিশ্বাস ব্যবস্থা, সকলই অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিছুমাত্র বিকৃত হইতে দেন নাই। এই রূপে এমন যে দুইটী স্বতন্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ লোকসমাজ, যাহা কোন কালে একীভূত বা মিশ্রিত হইবার নহে, এক্ষণে তাহারা একত্র আসিয়া মিলিল, উভয়েই একই স্থানে সহবাস করিতে লাগিল, ইহার মধ্যে এই মুসলমান সমাজ অপরাপর তাবৎ মুসলমান রাজ্যের ন্যায় একই পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং সমুত্থিত, মোগল বাদসাহ এই সমাজের প্রধান, কোরাণই ইহার মূল ব্যবস্থা। অন্যান্য যে যে স্থানে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানে যুদ্ধ, বিচার ও রাজনীতির যে রূপ প্রণালী, এখানেও সেই রূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার পার্শ্বেই হিন্দুদিগের সমাজ। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগের ধর্ম্ম ও রাজনীতির ব্যবস্থার প্রতি এরূপ দৃঢ়রূপে আসক্ত ছিলেন, যে অবশেষে বিজয়ীদিগকে তাহা মান্য করিয়া চলিতে হইল। অধিকন্তু মুসলমানেরা রাজ্যযন্ত্র সুন্দর রূপে পরিচালন ও নিজ স্বার্থ সংসাধনার্থ হিন্দুদিগকে রাজ-কার্য্যেও নিয়োগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই উভয় সমাজই কোন কোন অংশে পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইতে লাগিল ও এই রূপ সংস্পর্শ আবশ্যক হইয়া উঠিল, কিন্তু এই উভয় সমাজই যে স্ব স্ব ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মোগল সম্রাট এই সমস্ত রাজ্য-যন্ত্রের মূলে থাকিয়া, ইহাতে গতি ও বল নিয়োগ করিতেছিলেন। এই রূপে অন্যান্য অংশে পরস্পর বিরুদ্ধ ও স্বতন্ত্র হইলেও এই উভয় সমাজ কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে সম্মিলিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান-রাজ্য-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরাজদিগের পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষ এই শাসনপ্রণালীর অধীনেই অবস্থিতি করিতেছিল ও এই বৃহদায়তন রাজ্য এই শাসনাধীনে মোগল সম্রাটের পদানত হইয়াছিল, কিন্তু এই উভয় সমাজের পরস্পরকে বুঝিতে গেলে, প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হয়। এই উভয়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আলোচনা করিয়া দে-

থিলে, তবে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় আমাদিগের বোধগম্য হইবে।

উপদেশ।

১০ মাঘ ১৭৯২ শক।

যএকোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ-সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একই অধিপতি, তিনি সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম। সেই একেরই এই বিচিত্র রচনা, সেই নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের এই সকল বিশেষ বিশেষ বিচিত্র বর্ণের আবির্ভাব। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অনন্ত রচনা তাঁহার এই সৃষ্টি, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকৃতি,—প্রত্যেক জড়-পরমাণু স্বতন্ত্র, প্রত্যেক তরু লতা স্বতন্ত্র, প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্র, প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র; সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার মহান্ অপরিসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এত বিচিত্র এই যে ব্রহ্মাণ্ড—দূরবীক্ষণ যাহার অন্ত পায় না, অনুবীক্ষণ যাহার অন্ত পায় না, মনুষ্য মনের সমুদায় কৌশল যাহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে,—এই অশেষ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড যাহা আমরা দেখিতেছি, অচেতন জড়সমূহ, মূঢ় জীব জন্তু, ভ্রূপ্রমাণ বিশিষ্ট অদূরদর্শী মনুষ্য, এতাবতের সমষ্টি এই যে এক প্রকাণ্ড অস্বাধীন এবং অনবস্থিত ব্যাপার, ইহার মধ্যে কোন্ দিক্ দিয়া নিয়ম প্রবেশ করিল? ভূতগণ, যাহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাদের সকলেরই বিশেষ বিশেষ গুণ, এক ভাবে সকলেই স্ব স্ব প্রধান; তাহাদের মধ্যে কোন একটি প্রবল হইয়া কেন না স্বীয় শক্তির প্রভাবে সমুদায় জগৎকে একাকারে পরিণত করিতে পারিল? কে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন? সমুদ্র কেন না পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিতে পারিল? বায়ু কেননা সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারিল? তেজ কেননা উত্তাপ প্রভাবে সমুদায় জগৎকে প্রদীপ্ত হুতাশনে পরিণত করিতে পারিল? হুতাশন কেননা মহাকাশে বিলীন হইয়া জগতীয় কার্য্যভার হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল? ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্বতন কাল হইতে ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে "এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" লোক সকল যাহাতে না সংভিন্ন হইয়া যায়, এজন্য পরমাত্মা সেতু স্বরূপ হইয়া তাহারদিগকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভূত তেজোময় বিশ্ব রূপ অশ্ব এই যে এক পরমোৎকৃষ্ট শোভা ও সুশৃঙ্খলার ধামে উপনীত হইয়াছে, কে ইহাকে স্ফূর্ত্তিতে সমুন্নত করিয়া এবং নিয়মে সুবিনীত করিয়া আমারদের চক্ষুর সমক্ষে এখানে আনয়ন করিলেন? উত্তাপের স্ফূর্ত্তি হইতে গতির স্ফূর্ত্তিতে, গতির স্ফূর্ত্তি হইতে প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে, প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইতে মনের স্ফূর্ত্তিতে, মনের স্ফূর্ত্তি হইতে আত্মার স্ফূর্ত্তিতে এইরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান দিয়া কোন্ সুদক্ষ মন্তা—কোন্ অভ্রান্ত নেতা—নিখিল বিশ্বকে সত্য, শোভা এবং মঙ্গলের পথে লইয়া চলিতেছেন? "যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন"—তিনিই সেই সুদক্ষ মন্তা, তিনিই সেই অভ্রান্ত নেতা! সকলের প্রয়োজন এক রূপ নহে, সকলের প্রয়োজন এক রূপেও সাধিত হয় না। ধাতু প্রস্তরের বর্দ্ধন এক রূপ, উদ্ভিদের বর্দ্ধন অন্য রূপ, জীব জন্তুর পোষণ এক রূপ, মনুষ্যের পোষণ অন্য রূপ, একের যাহা বিকৃতি অন্যের হয়ত তাহাই প্রকৃতি—একের যাহাতে জীবন বিনষ্ট হয়, অন্যের তাহাতেই জীবনের সঞ্চার হয়। যাহা উদ্ভিদ্‌গণ পরিত্যাগ করে, তাহা জীবগণ উপভোগার্থে গ্রহণ করে, যাহা জীবগণ পরিত্যাগ করে, তাহাতে উদ্ভিদ্‌গণের প্রাণ পোষণ হয়। প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া চলিলে পশুদিগের সকল কামনা পূর্ণ হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিপরীত পথে চলিলে অর্থাৎ জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতির পথে চলিলে মনুষ্যের সকল কামনা পূর্ণ হয়। সংসার চক্র এই রূপে চক্রিত হইতেছে। এই রূপে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তে—ঋতুর পর্য্যায়ে যথা কালে যথা নিয়মে সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সকলের কামনার বিষয় সকল মুক্ত হস্তে পরিবেশন করিতেছেন, "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" বৎসর বৎসর নিরবধি যেখানে যে কোন অর্থের প্রয়োজন, তাহাই তিনি বিধান করিতেছেন। এই পৃথিবী এককালে বাষ্পময় কুজ্ঝটিকায় মেঘাবৃত লোক ছিল, এক্ষণে ধনধান্য পূর্ণ শোভাময় রাজ্য হইয়াছে, কতকাল অতিক্রান্ত হইয়াগিয়াছে তথাপি তাঁহার সেই অতন্দ্রিত জ্ঞান এবং অপ্রতিহত মঙ্গল ইচ্ছা এক নিমেষের জন্যও বিচলিত অথবা সংকুচিত হয় নাই, কি আদিতে, কি অন্তে, কি মধ্যে, কুত্রাপি তাহা রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত হয় নাই, "স এবাদ্য স উ শঃ" তিনি অদ্যও আছেন, কল্যও আছেন। এখানে তিনি বর্ত্তমান, অতি দূর-তম নক্ষত্রে তিনিই বর্ত্তমান, সকল স্থানে সকল কালে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি প্রজাদিগের নানা অর্থ বিধান করিতেছেন। বিশেষতঃ মনুষ্যকে তিনি যেরূপে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। মনুষ্য নিজে যেরূপ মহৎ তাহার প্রয়োজনও সেই রূপ। মনুষ্যের প্রয়োজন সাধনের জন্য পৃথিবীর শ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, অরণ্য সকল মনুষ্যের আয়ত্তের বশবর্ত্তী হইয়া শোভাময় ভদ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে, বিজন প্রদেশ সকল নগরী ও পল্লীতে সুশোভিত হইয়া সুরম্য আবাস স্থান হইতেছে, নদ নদী সমুদ্রকে মনুষ্য আপন অভীষ্ট সাধনে নিয়োগ করিতেছে। এই রূপে মনুষ্যের নানা চেষ্টা নানা দিকে সিদ্ধিতে পরিণত হইয়া আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। কিন্তু ইহাতেও মনুষ্য নিরুদ্বেগে ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছে না। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ন্যায় আহার পানীয় প্রভৃতি জড় বিষয় মাত্রই মনুষ্যের উপজীবিকা নহে, মনুষ্যের শরীর-মন রূপ যে বাহন তাহাই কেবল বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া সংসার ভার বহনে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং বিষয়-ক্ষেত্র হইতে তদুপযুক্ত জীবিকা সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছে। পরন্তু মনুষ্যের আত্মা সে সকলের কিছুতেই তৃষ্ণা নিবারণ করিতে না পারিয়া, আত্মার আত্মা প্রাণের প্রাণ রসস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহাকেই ডাকিতেছে, তাঁহার নিকট হইতে সায় পাইতেছে—অমৃত লাভ করিতেছে—কৃতার্থ হইতেছে।

মনুষ্যের জীবন পথ কখন উচ্চ কখন নিম্ন, কখন প্রশস্ত ক্ষেত্র মধ্য দিয়া কখন কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্য দিয়া নিপতিত হয়, ইহার সকল অবস্থাতেই তাহার আত্মার পোষণ হইতে থাকে। দিবা

লোকে তাহার যেমন কল্যাণ সাধন হয়, রজনীর অন্ধকারেও সেই রূপ হইয়া থাকে, সম্পদেও যে রূপ সাধন হয় বিপদেও সেই রূপ। যেমন জীবনে তেমনি মৃত্যুতে, যেমন সুখে তেমনি দুঃখে, সকল অবস্থাতেই তাহার কল্যাণ সঞ্চিত হয়। এই রূপ অজস্র কল্যাণের আকর কোথায় অবস্থিতি করেন? আমরা যখন অসৎ পথে প্রবৃত্ত হই, তখন কোথা হইতে শুভ বুদ্ধি আসিয়া আমাদিগকে সৎপথে ফিরাইয়া আনে? আমরা যখন ভ্রম প্রমাদ মোহের অন্ধকারে আক্রান্ত হই, তখন কে আমাদিগকে আলোক প্রদান করেন? সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা যিনি বহু প্রকার শক্তি যোগে সকল লোকের সকল প্রকার কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তিনিই আমাদিগকে তাঁহার সৎপথে রক্ষা করিবার জন্য সকল অবস্থাতেই আত্মাতে শুভ বুদ্ধি বিধান করিতেছেন। তিনি আমাদের আত্মাতে দীপ্যমান আছেন, যখন তাঁহাকে আমরা দেখি, তখন সংসারের কোন অবস্থাই আমাদিগকে ভয় দিতে পারে না। শরীর রূপ ভেলার মহোচ্চ আসন যে আত্মা তাহাতে যখন পরমাত্মা কাণ্ডারী হইয়া উপবিষ্ট আছেন, তখন সংসার সাগরের তরঙ্গ সকল আমাদের চক্ষে কেন আর ভয়ানক বলিয়া বোধ হইবে? তাঁহাকে যখন আমরা ডাকি তখনই তিনি বর্ত্তমান। বন্ধুর করস্পর্শে যেমন শরীরের গ্লানি নিবারণ হয়, সেই রূপ তাঁহার অমৃতময় সংস্পর্শে আমাদের আত্মা প্রাণ পাইয়া, প্রকৃতিস্থ হয়, আত্মার তাহাতে নূতন চেতন হয়, সেই স্পর্শ-মণির সংযোগে আত্মাতে অনুরাগের উদ্দীপন হইয়া আত্মা তেজোময় হয়। যে পথ পূর্ব্বে রজনীর অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহা দিবালোকে উৎফুল্ল হয়। [illegible] আত্মাতে উদিত হইলে পাপ তাপ ভয় শোক সকলই তথা হইতে পলায়ন করে। সেই দীপ্যমান পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সহবাস রূপ শুভ ঘটনার জন্য তৃষিতচিত্ত হইয়া আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিয়া তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইতেছি, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির প্রশ্নাবলির উত্তর [1]।

১ম প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারেন কি না?

উত্তর। সর্ব্বশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। ভ্রমর যেমন ঈশ্বর প্রদত্ত অভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কুসুম হইতেই মধুর অংশ গ্রহণ করে, ব্রাহ্মগণও সেই রূপ ঈশ্বর প্রসাদ লব্ধ সহজ জ্ঞানের দৈব আলোককে আপনার পথ প্রদর্শক করিয়া সকল শাস্ত্র হইতেই সত্যের ভাগ সঙ্কলন করেন। ব্রাহ্মদিগের উদার চক্ষুতে কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, বাইবল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদায়ই ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের অস্তিত্বই এই সত্যের প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তবে এই মাত্র প্রভেদ, যে ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অধুনাতন ব্রাহ্মগণ যেমন পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক সত্য সঙ্কলনের নিমিত্ত বাইবলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মগণও সেই রূপ এ দেশের পুরাতন ঋষিদিগের হৃদয় কন্দর-নিঃসৃত সত্য সুধার স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত সমধিক তৃষিত হন। পিতৃ পিতামহাদির প্রতি বিশেষ অনুরাগ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ।

২য় প্রশ্ন। ঈশ্বরের সত্য দেশ ভেদে কাল ভেদে অপবিত্র হয় কি না?

উত্তর। আমরা এই প্রশ্নটীর মর্ম্মার্থ সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের সত্য কখনও কোন কারণে অপবিত্র হইতে পারে, এমন আমাদিগের বিশ্বাস নহে। ঈশ্বরের সূর্য্য-কিরণ যেমন পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই বিকীর্ণ হইতেছে, অথচ কোথাও পৃথিবীর মলিনতা উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরের স্বর্গীয় সত্য সেই রূপ দেশ নির্ব্বিশেষে, কাল নির্ব্বিশেষে, জাতি নির্ব্বিশেষে এবং ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে জগৎ ব্যাপিয়া প্রচারিত রহিয়াছে, অথচ কোথাও মনুষ্যের অপবিত্রতা উহাকে অপবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।

৩য় প্রশ্ন। হিন্দু,মুসলমান,খৃষ্টীয়ানদিগের শাস্ত্র মধ্যে যদি কোন সত্য পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সত্য কি না?

উত্তর। এই প্রশ্নটী প্রথম প্রশ্নেরই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং ইহার পৃথক উত্তর অনাবশ্যক প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা সত্য তাহাই ঈশ্বরের সত্য। সত্য মনুষ্যের কপোল কল্পিত বস্তু নহে। সেই স্বয়ম্ভূ ভূমা পুরুষ স্বয়ংই সত্য স্বরূপ। তিনিই জগতের সমুদয় সত্যের প্রাণ। তাঁহা হইতেই সকল সত্য নিঃসৃত হইতেছে।

৪র্থ প্রশ্ন। গুরুর উপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কি না?

উত্তর। স্তনন্ধয় শিশুর শব্দোচ্চারণ এবং পদচারণা অবধি মনুষ্য জীবনের সমুদায় শিক্ষাই অংশতঃ উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ। সুতরাং মনুষ্যের ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষাও যে অংশতঃ পরের পরের দৃষ্টান্তের উপর নি[illegible] জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক।

৫ম প্রশ্ন। বিদ্বান্, মূ[illegible] ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান যে [illegible]ীয় যে কোন ব্যক্তি হইতে উপদেশ পাইয়া ঈশ্বর পথ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে গুরু বলা যায় কি না?

উত্তর। যদি ব্যক্তি বিশেষের নিকট কোন মনুষ্য বিষয়-বিশেষে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে। যদি কাহারও কোন বাক্যে, কিম্বা দৃষ্টান্তে আত্মা সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়, অথবা ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হয়, তবে তাঁহাকে গুরুজন দেয় কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতে কোন সহৃদয় ব্যক্তিই নিষেধ করিবেন না। অথচ তিনি জগৎ-গুরু বলিয়া সকলের পূজা আহরণ করিতে গেলে প্রকৃত ব্রাহ্মের নিকট হইতে কখনই পোষকতা পাইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের নিত্য গুরু সেই অবিনাশী পরমেশ্বর [illegible] নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। সূর্য্য, চন্দ্র, নদ[illegible] বায়ু প্রভৃতিকে কত শত শত [illegible] বলিয়া পূজা করে, ঐ সকল [illegible] ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া ঈশ্ব[illegible] করা উচিত কি না?

উত্তর। সূর্য্য চন্দ্রের ম[illegible] মহিমা দেখিয়া তাঁহাকে ধ[illegible] বিহিত, কিন্তু সূর্য্য চন্দ্রকে ঈশ্ব[illegible] করা ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধ।

৭ম প্রশ্ন। মনুষ্য ভ্রম ক্রমে [illegible] দিগকে অবতার বলিয়া পূজা [illegible] সাধুদিগের অপরাধ কি? ঐ [illegible] জীবনের দৃষ্টান্তে যদি ম[illegible]

---

[1] ইনি শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট কএকটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের নিকট [illegible] পত্র খানি পাঠাইয়া সাধারণের উপকারের নিমিত্ত তাহার উত্তর দিয়া পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible]হতে সে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা

[illegible] প্রশ্নটীর উত্তর প্রদানে আমাদিগের অন্ত[illegible]রণে দুঃখ এবং কষ্ট যুগপৎ উভয়ই উপস্থিত হইতেছে। যাঁহারা জগতে সাধু এবং অ[illegible]তার বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষের শ্রদ্ধা এবং পূজা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা করাও দুঃখ জনক; অথচ যে সমস্ত ভ্রম এবং অসত্য ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হয়, তৎসমুদায়ের নিরাকরণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকাও কষ্ট[illegible]মক। কেহ সাধু রূপেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা বিশেষ কোন গূঢ় অর্থে সাধু হন, আমরা আদৌ এ কথাতেই সরল চিত্তে সায় দিতে পারি না। মনুষ্য চেষ্টা এবং সাধনার বলে উন্নতির পথে যত কেন অগ্রসর হউক না, তথাপি সে মনুষ্যই, তাহাতে আর সংশয় নাই। অপরাপর মনুষ্যেরও যে প্রকৃতি, যে প্রবৃত্তি, যে আত্মা, যে হৃদয়; তাহারও সেই প্রকৃতি, সেই প্রবৃত্তি, সেই আত্মা, সেই হৃদয়। কেবল এই মাত্র [illegible]পরাপর অনেকের হয়ত হৃদয় [illegible]চয় উপদেশ এবং যত্নের [illegible] রহিয়াছে; যাঁহাকে আমরা [illegible]নব পূজা করিতে ইচ্ছা করি, [illegible]সই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অন্যস্থার অধিকতর বিকসিত হইয়াছে; [illegible]তর জাজ্বল্যমান রূপে লোক[illegible]গোচর হইতে পারিয়াছে। সাধু [illegible] কি 'আপেক্ষিক', না উপমা [illegible]ক হইতে অন্য অধিকতর [illegible]র অর্থ সকলেই বুঝিবে এবং [illegible]হইতে কার্য্য কর্ম্মে অধিকতর [illegible] করে, সকলেই তাহাকে অধি[illegible]করিবে। পুরা কালে যে সকল [illegible] সংবরণ করিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিত, তাহারাও সাধু শব্দের বাচ্য হইত; এবং এখনও শত সহস্র ব্যক্তি ছলনা, বঞ্চনা, ধূর্ত্ততা এবং শঠতা হইতে বিরত থাকিয়া সাধুরূপে জগতে পরিগৃহীত এবং সম্মানিত হইতেছে। সাধুদিগকে রীতিমত সম্মান করিতে, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে, সংসার কি বাক্যে, কি কার্য্যে, কখনও নিষেধ করে নাই, এবং কখনও নিষেধ করিবে না। কিন্তু যদি সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যকে অসাধু শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়া, সম্প্রদায় পূজ্য কতিপয় ব্যক্তিবিশেষকে সাধু নাম প্রদানের জন্য যত্ন হয়, তবে ন্যায় ও ধর্ম্ম এবং বুদ্ধি ও উদারতার ভাব ইহায়া সকলেই বিরোধী হইবে। পাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরতিই যদি সাধুতার অর্থান্তর হয়, তবে সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পূর্ণব্রহ্ম বিনা জগতে সাধু আর নাই, এবং যদি তাহা না হইয়া সাধুতার অর্থ আপেক্ষিক হয়, তবে জগতে সকলেই অংশতঃ সাধু এবং সকলেই অংশতঃ অসাধু। কারণ, কোথায় মনুষ্য "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি" বলিয়া গর্ব্বিত উক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে? এবং কোথায় এই রূপ মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে, যাহার হৃদয়ে সাধু ভাবের লেশ মাত্রও নাই? যাঁহারা অতি সাধু বলিয়া সংসারের শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে অনুতাপবিষে জর্জ্জরিত হইয়াছেন, এবং যাহারা অস্পৃশ্য অসাধু বলিয়া মনুষ্য সমাজে ঘৃণাস্পদ হইয়াছে, তাহারাও সময়ে সময়ে ন্যায় বুদ্ধি দয়া কিম্বা ধর্ম্ম বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সাধুতার সম্মান এবং অসাধুতার অসম্মান আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি; কিন্তু মনুষ্য জাতিকে আবার সাধু এবং অসাধু এই দুইটী অবান্তর জাতিতে বিভক্ত করা কিছুতেই

অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায় ইহা উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত। ইহা মনুষ্যের উন্নতি এবং আশার অন্তর্মূলে খড়্গাঘাত করে এবং মনুষ্যের নিজস্ব ঈশ্বরকে পরপ্রসাদলভ্য দুর্লভ বস্তু করিয়া তুলে।

যাঁহারা পৃথিবীতে অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছেন, এবং মনুষ্যের হৃদয়জাত ঈশ্বর প্রাপ্য ভক্তি-কুসুমকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন, নিজ নিজ অবতারত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত তাঁহারা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা চেষ্টা করিয়াছেন কি না, তৎসম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করা আবশ্যক মনে করি না। জগতের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী, মোজেস্, খৃষ্ট এবং মহম্মদ প্রভৃতির জীবন বৃত্তান্তই তাহার প্রমাণস্থল। আমরা তাঁহাদিগকে লোকবঞ্চকও বলিতেছি না, অথচ তাঁহাদিগকে ভ্রান্তির স্বয়মিচ্ছু বন্দী না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। নিজ নিজ অবতারত্ব শাব্যস্ত না করিলে, তাঁহাদিগের নিজ নিজ প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে না, বোধ হয় এই ভ্রান্তির অধীন হইয়াই তাঁহারা মনুষ্যের অন্ধ ভক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উপদেশ এবং দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা যতটুকু ভাল পাই, আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু অপরাপর মনুষ্যের সহিত তাঁহাদিগকে আমরা কোন অংশেও স্বতন্ত্র এবং সাধু শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, এবং ঈশ্বরের নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও নাম প্রচার করা, ঈশ্বর পূজার আবশ্যকতা প্রতিপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সাধু পূজারও আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা, আমরা কখনই ধর্ম্ম সম্মত বলিয়াও স্বীকার করি না।

৮ম প্রশ্ন। উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র ধর্ম্ম কি না?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ, কিম্বা ক্রোধ দ্বেষ ধর্ম্মাভিমান প্রভৃতি মানষিক ভাবে আবৃত না হইয়া "ধর্ম্ম" এই ত্রিভুবন পূজনীয় শব্দটীর সহিত একার্থ বোধক রূপে জগতে প্রচারিত হইবে, তখনই উহা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু যাবৎ তাহা না হয়, যাবৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের কপোল কল্পিত ভাব রূপ আচ্ছাদন হইতে মুক্তি লাভ না করে, যাবৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাভাবিকতা লোক হৃদয়ে সুন্দর রূপে অনুভূত না হয়, যাবৎ উহা সম্প্রদায়ের দাসত্ব নিগড় ভগ্ন করিতে না পারে, উহা তাবৎ কখনই সমুদায় মানব জাতির ধর্ম্ম হইবে না। ঈশ্বর করুণ ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন অচিরেই সাম্প্রদায়িক ভাবের উর্দ্ধে উত্থান করিয়া ধর্ম্মের নামান্তর রূপে জগতে প্রচারিত হয়।

A LECTURE IN REPLY TO THE QUERY "WHAT IS BRAHMOISM"

(Continued from No 329 Page 164.)

I have described, gentlemen, both the theory and the practice of Brahmoism as far as it lay in my humble power to do so. Brahmoism is the best exponent of the fundamental truths of religion, which are the common property of the whole human race. Morell concludes his treatise named the Philosophic Tendencies of the Age with the remark;—"The final appeal for the truth which philosophy embodies must be to the universal reason or the common conciousness of mankind." The tendency of religion also is in the same direction. Its tendency is now to reveal itself in its true chracter as based on the universal consciousness

of mankind. The Brahmos have been charged with making self as the standard of religious truth, but how can this charge be properly brought against them when the universal belief of mankind is the basis of their religion? Brahmoism is the highest developed and the truest form of religion. Each form of religion played its part of interpreting the fundamental truths of religion to mankind. Each form of religion succeeded in some degree in serving as such interpreter, and failed also in a certain degree. Brahmoism has proved to be the best interpreter of those truths. Brahmoism, as such interpreter, embodies in itself the truth of all other religions, not that it has purposely sat down to construct an eclectic religion out of the old religions, but that, in conscientiously fulfilling its task of being the correctest interpreter of the fundamental truths of religion, the correct interpretations given by other religions cannot but reappear in its own. As Brahmoism contains the truths of all other religions, as it is the only true religion unmixed with errors and absurdities and is therefore worthy of acceptance by all mankind and as it admits whole humanity to a participation of its benefits, it is called the Universal Religion.

According to the plan which I have laid down for my lecture, I should now treat of the essential characteristics of Brahmoism. They are:

1st.—Its truthfulness:
2nd.—Its simplicity.
[illegible]Its catholicity.
3rd.—[illegible]rituality.
4th.—Its sp[illegible]
5th.—Its harmonious character.
6th.—Its sublimity.
7th.—Its sweetness.
8th.—Its utility.
9th.—Its humility.
10th.—Its progressive nature.
11th.—Its friendly [illegible]eanour towards other religions.
12th.—Its benign bu[illegible]fective mode of propagation.

The first essential [illegible]acteristi[illegible] of Brahmoism is its t[illegible]fulness. It does not stand on the [illegible]thority of a single individual, but [illegible]e firm rock of the common consciou[illegible]s or universal reason of all mank[illegible], the only medium through which [illegible]od reveals religious truth to man. [illegible]ts scripture is the creation; its tea[illegible]r, God. It is pure truth not mix[illegible] with errors and absurdities as o[illegible]er religions of the earth are. In [illegible]his respect, it is the express image of Him who ha[illegible] been called our V[illegible]as the truth [illegible] truth—the great abod[illegible]of truth.

The next essential [illegible]hracteristic [illegible] Brahmoism is its simpli[illegible]ty. Its tru[illegible] are what fall in with [illegible]he univers[illegible] belief of man, and are [illegible]o simple th[illegible] they can be understood by men [illegible] superior as well as inferio[illegible] intellects.

The next essential c[illegible]racteristic [illegible] Brahmoism is its catholicity. It does not believe that truth is confined within the narrow circle of a party or sect. It believes that religious tr[illegible] is to be found more or [illegible]ess in th[illegible] scriptures of all nations an[illegible] the writings of the pious men of all ages an[illegible] countries. Brahmoism does not tell us to love only our ow[illegible] nation but all mankind—only our own nation the more. It does not ma[illegible]ke any such distinctions as the Gree[illegible]s of old did between the Gr[illegible]eek and the Barbarian, or as the Hindu does between the Hindu and the Mlechchha but admits whole humanity to a participation of its benefits, which as the air of heaven it imparts to all mankind. It does not believe that God loves one particular nation or the followers of a particular religion in exclusion of other

nations or the followers of other reli-
gions, but that, in every nation or
religious denomination, he who loves
Him and does the works He loves is ac-
cepted with Him. It however be-
lieves that one path to God is straight-
er than another.

The next essential feature of Brah-
moism is its extremely spiritual charac-
ter. It does not believe that a parti-
cular time or particular place is necess-
ary for the worship of God. It be-
lieves, whenever the mind becomes
concentrated upon God, in that time
and at that place should He be wor-
shiped. It believes that there is no
particular place of pilgrimage upon
the earth. The company of the right-
eous is its only place of pilgrimage.
It does not believe that the offering
of flowers and fruits is necessary for
the worship of God. The flowers of
[illegible]ove and veneration and the fruits of
[illegible]ood works are its only offerings to
[illegible]im. It does not believe in the es-
[illegible]pecial efficacy of rites and ceremonies.
[illegible]ts rites and ceremonies are actions
[illegible]promoting the good of mankind. Al-
[illegible]ough it does not believe in the es-
[illegible]cial efficacy of rites and ceremonies,
[illegible] does not at once dispense with
[illegible]em. It does not believe that law-
[illegible]ssness is religion. It does not be-
[illegible]lieve that austerities and severe morti-
[illegible]fication of the flesh are necessary for
[illegible]ining the favour of God. The res-
traint of the passions is its only au-
[illegible]sterity. It does not believe that hard
penances are necessary for the expia-
[illegible]tion of sin, Sincere repentance is its
only expiation. It acknowledges no
sacrifices. Its only sacrifice is that
of selfishness at the altar of divine
love.

The next characteristic feature of
Brahmoism is the harmonious nature
of its doctrines. Anent this sub-
ject, I repeat what I have said else-
where:

"Brahmoism is the religion of har-
mony. It is neither a religion of frenzy
on the one hand nor a religion of dull
quietism on the other. It is neither a
religion of faith at the expense of works
on the one hand nor a religion of works
at the expense of faith on the other.
It is neither a religion of meditation
at the expense of action on the one
hand nor a religion of action at the ex-
pense of meditation on the other. It
is neither a religion of asceticism on
the one hand nor a religion of world-
liness on the other. It is neither a
religion of hard penance and bodily
mortification on the one hand nor a
religion of voluptuous ease on the
other. It is neither a religion of
pure knowledge or reason on the one
hand nor a religion of blind unregu-
lated faith on the other. It is neither
a religion of forms and ceremonies on
the one hand nor a religion of un-
fettered license without any forms at
all on the other. It is neither a re-
ligion teaching men to depend only
upon divine grace on the one hand
nor a religion instructing them to rely
upon self exertion only on the other
for the attainment of eternal bliss.
It is neither a religion inculcating
undue reverence to religious teachers
on the one hand nor a religion teach-
ing total want of the same on the
other. It considers religious blessed-
ness to consist in a harmonious oper-
ation of all our faculties and the har-
monious discharge of all our duties.
It does not consider any quality,
faculty, feeling, passion, or appetite
given by God to us as unnecessary;
but maintains that it requires only
proper regulation to subserve the tem-
poral and eternal interests of man.
From divine communion down to the

DAMAGED.

practice of common prudence and the enjoyment of innocent recreation, it considers the exercise of every human faculty under proper regulation and a harmonious discharge of all our duties, duly subordinated for the sake of harmony itself, to be true religion. This law of harmony is the test by which we should examine whether any religious doctrine really agrees with Brahmoism. Any doctrine or practice that cannot stand this test should be rejected as un-Brahmic."*

The next essential characteristic of Brahmoism is the sublimity of its doctrines. What can be more sublime, more lofty, more transcendental than the ideas of God entertained by Brahmoism! In nothing does this so appear as in the idea entertained by it of God's omnipresence. Christianity and Mahomedanism believe God though omnipresent to be particularly manifest in a certain place called heaven, but Brahmoism says that God is as much present in an atom of earth as in the heaven of heavens. I regret to observe, that some Brahmos have, in imitation of the Christians, begun to call God Heavenly Father. This is inconsistent with true Theism.

The next essential characteristic of Brahmoism is its sweetness. Its peculiar sweetness arises, firstly from its making the love of God the be-all and the end-all of religion, secondly, its connecting spirit and, thirdly, its ideas of God's mercy and justice. It makes the love of God the be-all and the end-all of religion. Christ, or rather the Hebrew prophets before him, said; "Love thy God with all thy mind and with all thy heart and with all thy strength." And "Love thy neighbour as thyself." Here the Bible makes self the standard of our loving others. But Brahmoism makes our love of God the principle from which should flow our love to others. It says that the love of God and doing the works he loves, constitute His worship. In this respect, as in all others, it is superior to Christianity and other religions. It is this complete pervasion of Brahmoism by the spirit of divine love, which makes it so peculiarly sweet. Its connecting spirit also communicates such sweetness to it. It makes God near to man and man near to man. It believes that God loves man as a father his child and is easily accessible to the latter. It considers all mankind as brethren—as sons of the same common Father. With its progress, national ill-feelling will disappear though of course nationalities will remain. Man will become brother to man all over the world. The following lines of Tennyson very well express the connecting spirit of Brahmoism.

"For so the whole round earth is, every way,
"Bound by gold chains about the foot of God."

The next cause of the peculiar sweetness of Brahmoism arrises from its reconciliation of divine mercy with divine justice. The Christian and Mahomedan religions say that sinners will be eternally roasted in Hell. But Brahmoism tells us that sinners, being punished for their sins, are again put in the way of progress. It is this realization of the Father's all-mercifulness which, in addition to other causes, makes Brahmoism so particularly sweet in its nature.

The next essential feature of Brahmoism is its utility taking the word even in its strict Benthamite sense. If Brahmoism prevail in the earth, evil customs and institutions will disappear from it. Brahmoism requires the

* See Brahmic Advice, Caution and Help.

harmonious development of the whole man, and this would necessitate the adoption of an effective system of education, causing such development, and what blessings can we not expect from the universal adoption of such a system of education? The prevalence of Brahmoism will diffuse true love among the different nations of the earth and abolish war from the world.

The next essential characteristic of Brahmoism is its humility. With regard to its humility towards man, it is worthy of remark that it does not pretend to know more than what all men know. Its mode of illustration and explanation of the truths of religion known by all men is of course superior to that of all other religions prevailing in the earth, but *substantially* it does not pretend to know more than what is revealed to all mankind by God. In this point of humility, it is superior to all other religions of the earth. With regard to its humility towards God, it is to be observed that it does not pretend to penetrate into his mysteries. He has thrown a screen before our spiritual vison. What is outside the screen, we can know. What is behind the screen we can not know. It is sacrilegeous on our part to try to lift up the screen and to know what is behind it. We think we succeed in lifting up the screen but in reality we cannot do so. The consequences of such presumption are error, self-contradiction and confusion. What is necessary for our salvation, God has given us to know. What is unnecessary for our salvation, He has not given us to know. Perhaps it is good for us that we should not know more. Had we seen the ineffable majesty and the glory of God in all its fulness, we would have been, like Semele in the Grecian fable, reduced to ashes. Perhaps if we had seen more vividly the happiness to be enjoyed in a future state of existence, we would have been at once disgusted with the present life and become completely unfit for worldly business.

The next essential characteristic of Brahmoism is its progressive character. Of course there can be no progress in such doctrines as that God is infinite or that the best worship of him is to love Him and do the works He loves. But what I mean to say is that there will be progress in the scientific and the poetical exposition of its doctrines and their application to the manifold concerns of life. Newman says:—

"When religion will become a science, differences of opinion will become less." Now there is great difference of opinion prevailing among mankind about the proper interpretation of the fundamental truths of religion which are the common property of the whole human race. But when these truths will be scientifically and systematically explained, such difference will become less. I have shown in this lecture how there are axioms in religion as in other branches of knowledge and how a system of truths can be deduced from those axioms. But the actual construction of a science of religion—of this Organon of Organons must be left to a future religious genius, for whom we are but humbly paving the way. We can reasonably expect the rise of a Newton of religion in some future period. The especial recommendation of Brahmoism will be that it will satisfy the intelligent and the learned portion of mankind by its scientific character and the mass of the people by the simplicity and the sweetness of its doctrines. This scientific exposition of its doctrines will highly conduce to its advantage. There will also be progress in the poetical exposition of them. Poets and preach-

POOR CONDITION.

করিয়াছি ? আমরা কি নিজ বাহুবলেই সকল শত্রু নিপাত করিয়াছি ? আমরা কি নিজ নিজ পরিণাম দর্শিতার প্রভাবেই সতর্কতা-সহকারে নির্ব্বিঘ্নে এই দূর পথ পরিভ্রমণ করিয়া অদ্য এই বর্ষ-শেষ-সীমায় উপস্থিত হইয়াছি ? না কোন মহান্ পুরুষের অভয় হস্ত আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে ? না কোন সর্ব্বদর্শী বিশ্বতশ্চক্ষু মহান্ পুরুষ মাতার ন্যায় আমারদিগকে পরিপালন করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই, আমরা সুখ স্বচ্ছন্দতায় জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিপুষ্ট হইয়া, এই উৎসব-রজনীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি। কে না বলিবে যে এই ভয়াবহ দুর্গম সংসার পথে, আমরা আমারদিগের ক্ষুদ্র বলের প্রতি নির্ভর করিয়া এক পদও গমন করিতে পারি না। কে না জানে যে আমারদিগের ক্ষুদ্র দৃষ্টি এখানকার আকস্মিক দুঃখ দুর্দ্দৈব কিছুই নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। কোন্ আত্মা না স্বীকার করিবে, যে এই প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ না হইলে, দেব প্রসাদ প্রাপ্ত না হইলে, পাপের প্রতি স্রোতে সংসারের প্রতিকূলে আমরা এক মুহূর্ত্ত কালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না—এক হস্তও ঈশ্বরের প্রতি অগ্রসর হইতে সক্ষম হই না। এক ঘণ্টা নয়, এক দিন নয়, আজ্ পূর্ণ এক বৎসর কাল, যাঁর করুণায় লালিত পালিত ও রক্ষিত হইয়াছি, যিনি অন্ন পান পরিবেশন করিয়া—শত সহস্র প্রকার অযাচিত সুখ শান্তি বিধান করিয়া আমারদের মস্যাখুর্ষা মনকে পোষণ করিয়াছেন, যিনি দূরে ইস্র ধারে সত্য জ্ঞান অমৃত বর্ষণ করিয়া, অতঃ নত্ত আমারদের আত্মার ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ করিতেছেন। আজ্ তাঁরই মহিমা ঘোষণা করিতে, তাঁরই স্নেহ করুণা কীর্ত্তন করিতে, অগ্নি ! তোম[illegible] এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। তাঁর নামে কি আজ্ হৃদয়ের প্রীতি কুসুম স্বতই প্রস্ফুটিত হইবে না ? উদ্যান পাল বৃক্ষ-মূলে জল সেচন করে, বৃক্ষ-রাজীকে বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করে বলিয়া, জড় তরু লতা সকল যখন সেই স্বামির সম্মুখে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ নয়ন-রঞ্জন, চিত্ত বিমোহন সুরভি কুসুম গুচ্ছ লইয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন আমরা মনুষ্য হইয়া—বিশ্বপতির পৃথ্বী রাজ্যের জ্ঞান ধর্ম্ম সমন্বিত স্বাধীন প্রজা হইয়া—স্নেহাস্পদ পুত্র হইয়াও কি সেই "রাজগণ রাজা" প্রীতি-পূর্ণ পিতার সন্নিধানে এই বসন্ত ঋতুর শেষ রজনীতে প্রীতি কুসুম ভার লইয়া উপস্থিত হইব না ? জীবন প্রাণ যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেও যাঁর এক নিমেষের করুণা ঋণ পরিশোধ করা যায় না, সংবৎসর কালের বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁর পূর্ণ এক বৎসরের স্নেহ প্রীতি স্মরণ করিয়া যদি কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁর দ্বারে উপস্থিত হইতে না পারি, তবে আর মনুষ্য নামের মহত্ত্ব কোথায় রহিল ? ধর্ম্মের মর্য্যাদা কৈ আর রক্ষা পাইল।

ঈশ্বর নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন, তাঁর অসংখ্য লোকের, অগণ্য জীবের তুলনায়, যে ভূলোক ও মনুষ্য জাতি গণনাতেই আইসে না, তাহারদিগের সুখ-সাধন ও কল্যাণ বর্দ্ধনের জন্য তিনি কতই অভাবনীয় কৌশল বিস্তার করিয়াছেন। জ্যোতির উৎস সূর্য্যকে এই ক্ষুদ্র ভূলোকের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত—এই মনুষ্য জাতির কল্যাণ সমুৎপাদনের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এই বসন্তের সুমন্দ-দক্ষিণ সমীরণকে মনুষ্যের পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিয়াছেন, এই সসাগরা অশেষ রত্ন-খনি পৃথিবীকে মনুষ্যের উপভোগের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা-

তেও তাঁহার দান-ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয় নাই, ইহাতেও তাঁহার অটল মাতৃ-স্নেহ পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি পৃথিবীতে রাখিয়া মনুষ্য জাতিকে স্বর্গের আনন্দ বিধান করিতেছেন, তিনি এই সকল মর্ত্ত্য জীবকে দেব-ভোগ্য ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই হৃদয়-কুটীরে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া প্রতি আত্মাকেই পরিপালন করিতেছেন, প্রতিজনেরই মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছেন। তিনি ভয়াবহ সংসার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া, নিরুদ্বেগে সেই শান্তি নিকেতনে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ধর্ম্মকে—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকেই প্রেরণ করিয়াছেন। বল দেখি, আমারদিগের এমন কি গুণ, কি পুণ্য আছে, যাহার প্রভাবে আমরা তাঁহার এই সকল স্নেহ প্রীতির কণা-মাত্র আকর্ষণ করিতে পারি ? যেমন নিগুর্ণ অসহায় শিশুর এমন কোন শক্তি-সামর্থ্য নাই যে, সে মাতাকে বল পূর্ব্বক স্বীয় রক্ষণ ও পরিপোষণে নিযোগ করিতে পারে, আমারদেরও তেমনি কোন মহত্ত্বই নাই, যাহাতে সেই "মহতো মহীয়ান্‌কে" আমারদিগের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সংসাধনে বাধ্য করিতে পারি। আমরা তাঁহার দ্বারের চির-ভিখারী, আমরা তাঁহার অনন্ত কালের স্নেহাশ্রিত জীব, তিনি স্বকীয় পূর্ণ-প্রীতির গুণেই আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আপনার অক্ষয়-মঙ্গল-ভাবেরই প্রভাবে চির-দিন আমারদিগের মঙ্গল-সাধন করিতেছেন, নতুবা আমারদিগের দোষাদোষ গণনা করিয়া সুখ শান্তি বিধান করিলে, আমরা তাঁহার বিন্দুমাত্রও স্নেহ ভাগী হইতে পারিতাম না। যে জননী সংসারের স্নেহের প্রতিমা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন, যে পিতাকে ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের প্রতিরূপ বলিলেই হয়, তাঁহারদিগের নিকটে অবাধ্য বা অত্যাচারী হইলে, পুনঃ পুনঃ তাঁহারদের আদেশ অবহেলা করিলে, সন্তানের প্রতি তাঁহারদিগেরও অকৃত্রিম স্নেহ স্রোত মন্দীভূত হইয়া থাকে। সময় বিশেষে তাঁহারাও পুত্র কন্যাগণের চরিত্র কলঙ্ক পরিমার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া, স্বীয় হৃদয়-ধনকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। একবার সেই বিশ্ব-জননীর, করুণা-পূর্ণ পিতার, অনুপম-স্নেহের অসদৃশ করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখ দেখি. আমরা প্রতিদিনই তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেছি, প্রতি কার্য্যেই তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতেছি, কতবারই তাঁহার সস্নেহ মধুর আহ্বানে বধীর হইতেছি, অথচ তাঁহার প্রীতির স্রোতঃ আমারদিগের উপরে সমভাবেই প্রবাহিত হইতেছে। তিনি চিরকালই প্রসন্ন নয়নে আমারদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। বে-বল তাঁরই প্রসাদ-গুণে এই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব শরীর লইয়া এতকাল জীবিত রহিয়াছি, কেবল তাঁর করুণার বলেই আমরা সহস্র দোষে দোষী হইয়া—সহস্র পাপে মলিন হইয়াও তাঁর দর্শন লাভ করত কৃতার্থ হইতেছি, তাঁর পূজা করিয়া মনুষ্যত্ব সম্পাদনে সমর্থ হইতেছি। তিনি রোগের যন্ত্রণা পাপের দণ্ড যাহাই বিধান করেন, আমারদিগকে শিক্ষিত ও শোধিত করাই সে সকলেরই একমাত্র তাৎপর্য্য। তিনি সকল কার্য্যে, সকল বিষয়ে—অধিক কি জীবন মৃত্যুতেও তিনি তাঁহার করুণা সমভাবেই বর্ষণ করিতেছেন। এমন পিতা, এমন মাতাকে, এমন চির বন্ধু—প্রাণ সখাকে কোন্ প্রাণে প্রীতি উপহার না দিয়া উপস্থিত বর্ষকে চিরকালের জন্য বিদায় দিব ? তাঁর সংবৎসরের স্নেহ করুণা স্মরণ করিয়া,

POOR CONDITION.
PAGES MISSING.

তাঁহাকে প্রযত্ন প্রস্ফুটিত কৃতজ্ঞতা কুসুম সমর্পণ না করিয়া কি রূপেই বা বর্ষ শেষ রজনী অতিবাহিত করিব।

প্রাণ-সখা! তোমার প্রসাদে সকলই লাভ করিয়াছি, তুমি নিত্য নূতন সুখ, নূতন আনন্দ বর্ষণ করিয়া শরীর মনকে পরিপোষণ করিতেছ। তুমি স্বহস্তে নিত্য নূতন সত্য পরিবেশন করিয়া আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত করত পরলোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি আকর্ষণ করিতেছ। তুমি সংসার সাগরের পোত কাণ্ডারী হইয়া এই দীন-হীন অভাজন পুত্রগণকে প্রতিক্ষণেই পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তি উপকূলে লইয়া যাইতেছ। সংবৎসর কাল যে সুখ স্বচ্ছন্দে রক্ষিত হইয়া আজ সুস্থ শরীরে, প্রসন্ন চিত্তে এই বর্ষ-শেষ দিবসের উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, হে করুণা পূর্ণ পরমেশ্বর! এ কেবল তোমারই করুণা! তোমারই করুণা!

তোমার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ণ এক বৎসর কাল যদি কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর; হৃদয় থাল প্রীতি কুসুমে পূর্ণ করিয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, হে পতিত পাবন, অকিঞ্চন ধন! তুমি কৃপা করিয়া আমারদের প্রেম উপহার গ্রহণ কর, যোড় করে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

ধর্ম্ম-প্রচার।

ধর্ম্মপ্রচার কাহাকে বলে, ইহা অন্যকে বুঝান যত সহজ, আপনাকে বুঝান ঠিক তত সহজ নহে। ধর্ম্মপ্রচার কি? ধর্ম্ম আপনা হইতেই জগতে প্রচারিত রহিয়াছে, না উহার প্রচার মনুষ্যের যত্ন সাপেক্ষ? মনুষ্যের জিহ্বা ধর্ম্মকে লোক-হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতে সংসারে কত দুর সমর্থ হইয়াছে এবং যদি ধর্ম্ম বস্তুতই প্রচারের বিষয় হয়, তবে এ প্রচার কার্য্য কি রূপে সম্পাদন করিতে হইবে, ইত্যাদি চিন্তা সূত্র অবলম্বন করিয়া কতক দুর গমন করিলে অতি ওজস্বিনী বুদ্ধিও অবসন্ন হইয়া পড়ে। উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন আপনাকে ব্যতীত জগতের আর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উন্মাদ বলিয়া মনে মনে হাস্য করে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বুদ্ধি বিদ্যার নানা রূপ অনুশীলন সত্ত্বেও— ধর্ম্ম জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সেই রূপ নিজ সম্প্রদায়টী ব্যতীত আর সমুদায় সম্প্রদায়কেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম রূপ ভ্রান্তির সেবক বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে। সুতরাং এই হইয়াছে, খৃষ্টীয়ানের নিকট ধর্ম্মপ্রচার শব্দের যে অর্থ, মুসলমানের নিকট তাহা নহে; এবং ধর্ম্মপ্রচারের নাম গ্রহণ করিলে মুসলমানের অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয়, খৃষ্টীয়ানের হৃদয়-ভূমির ত্রিসীমাতেও সে ভাব পাদবিক্ষেপ করিতে পারে না। যদি কোন দেশে সাধুতা, সুশীলতা, সৎসাহস, ঈশ্বর-প্রীতি এবং পরহিতৈষণা প্রভৃতি জগজ্জন পূজনীয় গুণ নিচয়ের আশানুরূপ সদ্ভাব সত্ত্বেও খৃষ্ট যিশুর নাম তথায় অপ্রচারিত থাকে, খৃষ্টীয়ানের চক্ষুতে ঐ দেশ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন; এবং যদি সেই দেশ উন্নতির পথে আরও অগ্রগামী হইয়াও পেগম্বীর মহম্মদের নামে বঞ্চিত থাকে, বিশ্বাসী মুসলমানের নিকট তথাকার অধিবাসীরা তথাপি "কাফের" অর্থাৎ অবিশ্বাসী বলিয়া গৃহীত হইবে। আমরা উদাহরণ স্থলে কেবল খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান এই দুইটী সম্প্রদায়কেই এক্ষণ উপস্থিত করিলাম। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ জগতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিবে।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচার কাহাকে বলে, এ কথা লইয়া যে রূপ মতভেদ, কি রূপে ধর্ম্মের প্রচার করিতে হইবে, তদ্বিষয়েও জগতে সেই রূপ কার্য্য ভেদ। কোন সম্প্রদায় মুমুক্ষুর মস্তকোপরি মন্ত্রপূত বারিসিঞ্চন রূপ ক্রিয়াকেই ধর্ম্মপ্রচারের অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করে। কোন সম্প্রদায়ের নিকট আবার মস্তকের সম্পূর্ণ মুণ্ডন রূপ ব্যাপারই ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম কার্য্য বলিয়া গৃহীত হয়। দেশ দেশান্তরের কথা চিন্তার বাহিরে রাখ। এই ভারতবর্ষে অদ্যাপি কতগুলি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কত রূপ অনুষ্ঠান কল্পিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার আলোচনাই আমাদিগকে প্রস্তাবিত বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করিবে। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, পূর্ব্বোক্ত রূপ ধর্ম্মপ্রচার কেবল কতক গুলি অনুষ্ঠান প্রচারেই আবদ্ধ থাকে। অনুষ্ঠান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাপ পুণ্য, সাধুতা অসাধুতা, স্বর্গ মোক্ষ, সাধনা সিদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়েও নানাবিধ মত প্রচারিত হয় বটে কিন্তু তৎসমুদায়ও যে [illegible]কতাতে লাঞ্ছিত থাকে না, তাহা [illegible] পূর্ব্বক বলিতে সমর্থ হইবে? যদি [illegible] মনুষ্যসমাজে ভদ্র, বিনীত ও [illegible] বলিয়া পূজিত থাকিয়াও সম্প- [illegible]ধের আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হন, [illegible]কে যেমন ঐ সম্প্রদায়ের ললাটতিলক রূপ কতক গুলি বিশেষ অনুষ্ঠান অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত বিশেষ অর্থানুসারে ভদ্র, বিশেষ অর্থানুসারে বিনীত ও বিশেষ অর্থানুসারে পবিত্র হইতে হইবে। সিসিরো ও সক্রেটিশের হৃদয়ালুতা পৃথিবীর অধুনাতন অনেক সম্প্রদায়ের নিকটই আজ প্রকৃত হৃদয়ালুতা বলিয়া স্বীকৃত হইবে না এবং বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি ও শঙ্করাচার্য্যের তপোনিষ্ঠাও অদ্য কল্যকার অনেক সম্প্রদায়ের নয়নেই প্রকৃত কোমলতা এবং প্রকৃত তপঃপরায়ণতা রূপে পরিলক্ষিত হইবে না।

পৃথিবীর এই সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া অনেকেই একেবারে হতাশ্বাস হন এবং এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টার কিছুই প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম যদি বস্তুতই প্রচারিত হইবার হয়, উহার আপনার লোকোত্তর শক্তিই প্রচারকের কার্য্য করিবে। তাঁহারা বলেন, "আমরা মনুষ্যের প্রচার কার্য্যের উপর আর বিশ্বাস করিতে পারি না। যখন দেখিতেছি, মনুষ্য আপনার দল বল বর্দ্ধনের জন্য যে রূপ ব্যস্ত, ঈশ্বরের সেবক সংখ্যা পরিবর্দ্ধনের জন্য সে রূপ ব্যস্ত নহে; যখন দেখিতেছি, যাঁহার নাম প্রচার করিতে হইবে, পৃথিবীতে কি এক অনির্ব্বচনীয় কারণে প্রচারকের নাম তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রচারিত হয়, অথবা সেই প্রাণপ্রদ নামকে একেবারে পৃষ্ঠ ভূমিতেই ফেলিয়া দেয়। যখন দেখিতেছি মুক্তিলিপ্সু মনুষ্য ধর্ম্ম বিষয়ে এক টুকু স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে প্রচারকের অভিসম্পাত রূপ বজ্রাগ্নি তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকে নিপতিত হয়, [illegible] শান্তির অনল উদ্দীপন করে, ভ্রাতৃভাবের নাম লইয়া লোক হৃদয় দাহন করে এবং প্রীতির অমৃতস্বাদ প্রদানের ছলে কণ্ঠে দুর্ব্বহ দাসত্ব রজ্জু অর্পণ করে; তখন এইরূপ অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত থাকা আর কখনই সম্ভব পর হয় না।"

ধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উল্লিখিত হইল, তাহা আমাদিগের কপোল কল্পিত নহে। আমরা অনেকের মুখে বস্তুতই এই রূপ কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিয়াছি। আমাদিগের বুদ্ধি এবং হৃদয় যদিও এই কথাগুলিতে বিশ্বাস করিতে এবং ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু বৃত্তান্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহার অনেক কথাই আপাততঃ অকাট্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। পৃথিবীর লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে, তুর্কস্থানকে গণনার বাহিরে রাখিলে, সমুদায় ইয়োরোপই খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে আলোকিত রহিয়াছে। যদি বাইবলের বাহ্যপূজা এবং জলস্নেক রূপ বিশেষ একটী অনুষ্ঠান পালন খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ হয়, তবে একথা অবিসংবাদিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া, হৃদয়ে ও জীবনে খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে পোষণ করাই যদি খৃষ্টধর্ম্ম হয়; তবে ইহা অকুণ্ঠিত মনে বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন দেশ অদ্যাপি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য থাকে, তবে সেই দেশই ইয়োরোপ। খৃষ্টধর্ম্মের এক প্রধান উপদেশ এই, পৃথিবীর মান ও বৈভবের জন্য ক্ষণকালও চিন্তা করিও না কিন্তু খৃষ্টীয়ান ইয়োরোপ মান ও বৈভবের মন্ত্রশিষ্য। মান ও বৈভবের পূজা করিয়াই ইয়োরোপ সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং যত দিন ইয়োরোপের প্রাণ থাকিবে, ইয়োরোপ [illegible] ও মান ও বৈভবের পূজা ততদিন হইবেই হইবে। খৃষ্ট বলিয়াছেন, শত্রু এক গণ্ডে আঘাত করিলে তাহার নিকট আর এক গণ্ড অর্পণ কর। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইয়োরোপ, পদনখে আঘাত পাইলে, প্রতি পক্ষের বক্ষস্থল বিদারণ না করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। ইয়োরোপে যে সমরানল আজও প্রধূমিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা কি ইহা নিঃসংশয় প্রমাণ হয় না, যে যদিও সমুদয় ইয়োরোপ খৃষ্টধর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম তথায় অদ্যাপি প্রকৃত রূপে প্রচারিত হয় নাই। ভজনালয়ে [illegible] রসনার অগ্রভাগে খৃষ্টের পূজা করা এবং হৃদয়ের সিংহাসনে ভুবনাধিপতি পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করা এক পদার্থ নহে।

কি রূপে জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে তাহার পথ প্রদর্শন করিতে যদিও আমরা আমাদিগকে অযোগ্য এবং অক্ষম মনে করি, কিন্তু তথাপি আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটী নিঃসংশয় বোধ হয় যে, কতিপয় সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান প্রচার এবং কতকগুলি বিশেষ-সম্প্রদায়-গৃহীত মত ও ভাব প্রচার প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম প্রচার নহে। জাতি সাধারণের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য ধর্ম্ম এক অদ্বিতীয় সহায়। ধর্ম্মের যে রূপ প্রচার সেই উচ্চ লক্ষ্য সংসাধন করিতে সমর্থ হইবে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচার। কালের শাসনে অথবা কালের প্রাণরূপ পরম দেবতা সেই অচিন্ত্য প্রকৃতি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ এক নূতন ধর্ম্ম বিপ্লবের সীমা স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। কি রূপে ভারতবর্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে, কি রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিয়া এইক্ষণ অনেক মস্তিষ্ক নিপীড়িত হইতেছে। যদি এ বিষয়ে কেহ আমাদিগের মত জিজ্ঞাসা করে, আমরা বলিব, ভারতবর্ষের বক্ষস্থলকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নূতন ভারে আর নিপীড়িত করিও না। ধর্ম্মকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অথবা আর্য্য ধর্ম্ম অথবা সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, ইহার যে নামেই পূজা করা হউক, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদিগের নিকটে কেহই যেন, উহাকে ধর্ম্ম এই শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থের সহিত বিচ্ছিন্ন রূপে প্রদর্শন না করেন। ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ এ দেশকে প্রাণ দান করিতে পারিবে না। মরণ শয্যাগত রোগীর হিম শীতল কলেবরে কতকগুলি স্বর্ণাভরণ প্রদান করিলে, তাহা যেমন তৃপ্তিকর হয় না, মৃত কল্প ভারতবর্ষকেও সেই রূপ কতকগুলি নূতন সাম্প্রদায়িক আভরণ প্রদান করিলে আমাদিগের আশার চরিতার্থতা হইবে না। যে রূপ ধর্ম্ম প্রচার ভারতবর্ষের অদ্য কার নিস্তেজ হৃদয়ে তেজঃ সঞ্চার করিতে— নিদ্রিত ভারতবর্ষকে জাগরিত করিতে— শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষকে প্রণয় ও দেশহিতৈষণার নামে এক করিতে সমর্থ হইবে, যে রূপ ধর্ম্ম প্রচারে ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে দেবব্রতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, যুধিষ্ঠিরের সত্যানুরাগ, লক্ষ্মণের জিতেন্দ্রিয়তা এবং পুরাতন তাপসগণের ব্রহ্মচর্য্যার ভাব পুনরানয়ন করিতে পারিবে "যে রূপ ধর্ম্ম প্রচারে ভারতবর্ষ ঊর্দ্ধে ঈশ্বর ভক্তি এবং লৌকিক জগতে লোকস্থিতি এই দুই স্থির তারকের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বতোমুখ উন্নতি সহকারে ক্রমে পৃথিবীর জাতি সমাজে আসন পরিগ্রহ করিতে অধিকারী হইবে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম প্রচার। এই উচ্চ আদর্শের প্রতি চক্ষু না রাখিয়া [illegible] সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার [illegible] আমাদিগের ব্রত হয়, তবে খৃষ্টীয়ান [illegible] যেমন খৃষ্টধর্ম্মের নামে পর নগর [illegible] পরদেশ লুণ্ঠন করে, আমরাও [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে পর চিত্ত বিলু- [illegible] র হৃদয় পীড়ন করিব।" কিন্তু আমাদিগের জাতি সাধারণ প্রকৃতি এখন যেমন অধোগত অবস্থায় আছে, তেমনই থাকিয়া যাইবে।

স্বয়ং দোষী গুরু।

সাধু-হৃদয় গুরুর ইহাই কামনা যে, ঈশ্বর পূজিত হউন, এবং মনুষ্য তাঁহার পূজা করিয়া বল ও মহত্ত্ব লাভ করুক। তিনি আপনি সম্মানও চান না এবং ইহাও অভিলাষ করেন না যে, অন্যে তাঁহার নিকট প্রণত হউক। কেবল ইহাই নহে, যদি কেহ তাঁহাকে অনুচিত নম্রতার সহিত প্রণিপাত করে, তাহাতেও তিনি অন্তরে ব্যথিত হন। তাঁহার এই ভয় হয় যে পাছে ঐ মনুষ্য ঈশ্বরের জন্য স্বয়ং অনুসন্ধান ও ঈশ্বরকে নিজ বিবেক মধ্যে স্বয়ং দর্শন না করিয়া সেই অপাপবিদ্ধ পরম দেবের পবিত্র সংস্পর্শ হইতে আপনাকে অন্তরিত করিবার নিমিত্ত গুরুদেবকেই অন্তরায় মধ্যবর্ত্তী ও ধর্ম্ম-সাধনের প্রতিনিধি করিয়া তুলে এবং পরিণামে মনুষ্যত্বেই বঞ্চিত হইয়া বালকবৎ কিংবা পৌত্তলিক হইয়া পড়ে। যে জ্ঞানবান্ গুরু মানব প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, পৌত্তলিকতা ও বালকবৎ আচরণ মারাত্মক গরল। যত প্রকার ভ্রান্তি ধর্ম্মের প্রাণ হরণ করে, উহা তৎসমুদায়ের প্রধান এবং মারীভয় ও ভীষণমূর্ত্তি অমঙ্গলের ন্যায় সর্ব্বথা পরিহরণীয়। অতীত বিষয়ে অভিজ্ঞ সাধু-হৃদয় গুরু এই নিমিত্তই নিজ প্রাধান্য স্থাপনকে দশ গুণ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন এবং ঈশ্বরে দেয় সম্মান যদি তাঁহাতে প্রদত্ত হয়, তবে বার্ণাবাদ ও পলের ন্যায় ভয় বিহ্বল হইয়া নিজ পরিধেয় পরিচ্ছদাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। কার্ণেলিয়স্ পিটরের নিকট যে রূপ প্রণত হইয়া ছিল, যদি তাঁহার নিকট কেহ সেইরূপ প্রণত হয়, তিনি তাহাকে ক্রোধ সহকারে তিরস্কার করেন এবং উত্থিত হইতে আদেশ দেন। ভক্তি প্রকাশের জন্য সাষ্টাঙ্গ

প্রণিপাত প্রভৃতি যে সমস্ত বাহ্য ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, শুদ্ধ সেই গুলিই যে তাঁহাকে মর্ম্মবেদনা দেয় এ রূপ নহে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোন মনুষ্যের হৃদয়ে ক্ষুদ্র জনোচিত অতিমাত্র নির্ভরের ভাব সন্দর্শন করিলে তাহাতেও তিনি সাতিশয় খিদ্যমান হন, কারণ মনুষ্যের হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে প্রেরণ করাই তাঁহার কার্য্য, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ ও মনুষ্যের হৃদয় বিনিঃসৃত ভক্তি এই উভয়ের মধ্যস্থলে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিমুখ চৌর্য্য দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয়কে এক সময়ে বঞ্চনা করা তাঁহার কার্য্য নহে। যদি তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক ও সম্ভবমত উন্নত চেতা হন, তাহা হইলে মনুষ্যাত্মার পরিত্রাণ দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইহাই তিনি চান; কে সেই পরিত্রাণের পথ, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি আপনাকে উদ্বিগ্ন করেন না। ঈশ্বরের করুণা যে একমাত্র তাঁহারই দ্বারা জগতে প্রবাহিত হয় এ কথা মুখে আনিতেও তাঁহার সাহস হইবে না। তিনি না লোক মুখে আপনার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হন, না জগতে ঈশ্বরের নামের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের নাম প্রচারকের নাম ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুখী হন। এমন কি, সেই নিত্য সত্য পুরুষের নামের সহিত তাঁহার আপনার নাম গ্রথিত হইলে, মহা পাপের অনুষ্ঠানে যে রূপ হয়, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে সেই রূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়া উচিত।

পাপ যদি পাপ রূপেই লোক চক্ষুর সম্মুখীন হয়, তবে উহা অতীব ভয়ানক ও অতীব বিকট-মূর্ত্তি হইলেও জগতের তাদৃশ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না; কারণ মনুষ্যের হৃদয় ভূমিতে উহা বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই মনুষ্যের স্বাভাবিক শুভ বুদ্ধি উহাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পাপ যদি এক বার পুণ্যের সহিত মৈত্রী বন্ধন করিতে সমর্থ হয়, তবে পুণ্য আপনিই অনুমতি পত্র স্বরূপ হইয়া জগতে পাপের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পাপ পুণ্যের সহিত মিশ্রিত হইলে আর পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না, ঐ পুণ্যই উহার পবিত্রতার অভ্রান্ত প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হইয়া লোক-হৃদয়ে উহার আসন সংস্থাপিত করে। এবংবিধ প্রমাণ যে সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ ভক্তেরা, তাহা শীঘ্রই বিস্মৃত হইয়া যান এবং ঐ পাপ মিশ্রিত পুণ্য রূপ পুরাতন ভিত্তির সীমাবদ্ধ সামর্থ্যকে অসীম বোধ করিয়া উহার উপর ভ্রমের এমন সকল নূতন নূতন ভার অর্পণ করিতে থাকেন, যাহা প্রথমে অর্পিত হইলে সমুদায় বিশ্বাসকে এক বারেই নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিত। পরিণামে এই হয় যে কতকগুলি লোকে ঐ অসত্যের জন্য সত্যকেও পরিত্যাগ করেন, কতকগুলি লোকে সত্যের অনুরোধে অসত্যের দৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ হন এবং আর কতকগুলি লোকে সত্যকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া, যে অসত্য ঐ সত্যেরই দোহাই দিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহারই সম্পূর্ণ দাস হইয়া পড়েন। এক জন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, সত্যের সহিত অসত্য মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা সত্যের যে রূপ অপকার হয়, অমিশ্র অসত্য দ্বারা সে রূপ অপকার সম্ভাবিত নহে, তাঁহার এই উক্তি বস্তুতঃই ঠিক।

ধর্ম্ম বিষয়ে কোন্ সকল স্পর্দ্ধান্বিত উক্তি এক বারে অগ্রাহ্য, যদি ইহার বিচার করিতে চাও, তাহা হইলে মনে করিয়া লও যেন ঐ সমস্ত উক্তি তোমার নিকট এই প্রথম প্রচারিত হইল, কারণ পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া পড়িলে যেমন পাপের অর্দ্ধেক কুৎসিততাও অনুভূত হয় না, সেই রূপ যদি কেহ কোন মিথ্যা ধর্ম্মে এক বার আপনার বিশ্বাস সংস্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার অন্ধীভূত

চক্ষুতে উহার বিকটতার অর্দ্ধাংশও পরিলক্ষিত হইবে না; কিন্তু নূতন চক্ষুর নিকটে তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। মনুষ্য জাতি এই রূপেই, যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই সহজে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে এবং এই প্রকারে প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব দেশে প্রচলিত অসত্য কাহিনী গুলিকে, কৌমার অবস্থার স্বপ্ন গুলিকে প্রৌঢ়াবস্থায় বিশ্বাস করার ন্যায়, সত্য বলিয়া সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি এখন—এই বর্ত্তমান সময়ে আপাত দর্শনে সাধু ও শুদ্ধ চরিত্র এক জন গুরু ধর্ম্ম সাধনের এক অঙ্গীভূত বস্তু বলিয়া আপনাকে লোক লোচনের সন্নিধানে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্রতা পাপ বুদ্ধির আচ্ছাদন বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে এবং তিনি স্বপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত যে কোন যুক্তিই প্রদর্শন করুন, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এই [illegible] স্পর্দ্ধা অদ্যকার দিনে যে আর প্র[illegible] হইতে পারে না, [illegible] জগতের প্র[illegible] বিশ্বাস। যে গুরু আপনাকে আপনি লোক সন্নিধানে এই [illegible]য় করেন, তিনি সুতরাং আপনার [illegible] আপনি অপরাধী বলিয়া সপ্রমাণ [illegible] প্রত্যাখ্যাত হন।

ইংরাজী হইতে অনুবাদ।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৭৯২ শক।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেযং শৌচমিন্দ্রিযনিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২ খণ্ড ১১ অধ্যায়।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন, ও অক্রোধ ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ ধৈর্য্য। স্বভাবত অন্তঃকরণে ক্ষণে ক্ষণে নানা বৃত্তির উদয় হয়; কখন দুঃখ বৃত্তি কখন সুখ বৃত্তি, কখন শোক বৃত্তি কখন হর্ষ বৃত্তি, কখন পাপ বৃত্তি কখন পুণ্য বৃত্তি; অতএব প্রতিকুল বিষয়ে মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহা হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অনুকুল বিষয়ে অন্তঃকরণের যে ধারণা তাহার নাম ধৈর্য্য।

এই ধৈর্য্য তিন প্রকার; সাত্ত্বিক ধৈর্য্য, রাজসিক ধৈর্য্য ও তামাসিক ধৈর্য্য।

যাহার দ্বারা অবিহিত বিষয়ক প্রবৃত্তি হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া বিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত করা যায়, তাহার নাম সাত্ত্বিক ধৈর্য্য। এই সাত্ত্বিক ধৈর্য্যই ঈশ্বর লাভের সাক্ষাৎ সাধন।

যদ্দ্বারা ফল কামনার বশীভুত হইয়া অন্তঃকরণকে ধর্ম্ম কামার্থে নিযুক্ত করে, তাহাকে রাজসিক ধৈর্য্য কহে। এই রাজসিক ধৈর্য্য পরম্পরায় ঈশ্বর প্রাপ্তির হেতু।

আর যাহার দ্বারা অন্তঃকরণ লোভে আকৃষ্ট হইয়া বিষয় সেবা সহকারে নিদ্রা ভয় প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে তামসিক ধৈর্য্য কহা যায়। এই তামসিক ধৈর্য্য সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় না হইলেও অবিহিত বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ইহাও ধর্ম্মের লক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ ক্ষমা। [illegible] অপমান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে চিত্তের অবিকৃত অবস্থার নাম ক্ষমা। ক্ষমা পরম ধন, ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভুত হয়, অপকারী ব্যক্তিকে সমুচিত শাস্তি দিবার ক্ষমতা থাকিতে যদি ক্ষমা করা হয়, তবে সে ক্ষমা পুরুষের ভুষণ, আর ক্ষমতা অসত্ত্বে সুতরাং

DAMAGED.

retained consistently with the dictates of reason and conscience, and the requirements of progressing civilization. What is deficient in the national spiritual store it of course supplies by borrowing from other nations. but it takes care to give a national shape to what it borrows as far as practicable. Although it expresses sympathy with the theists of other nations and encourages them to exert their utmost to propagate theism among their respective nations, it exhorts them to maintain strictly the national aspect of their propagandistic policy and not jumble up the mode of propagation suited to one nation with that suited to another.

I have described, Gentlemen, the doctrines and the essential chracteristics of Brahmoism as far as the limits I have assigned to my lecture allow me to do. I now address myself to the Brahmo portion of my audience and ask my fellow-religionists how far they are acting up to the dictates of such a noble and exalted religion—noble in its regard to the sacred interests of truth, noble in its anxiety to maintain catholicity of feeling, noble in its solicitude to meet the requirements of nationality—"a name" to quote the words of Professor Newman "as ....ed and sacred as the name of wife and mother to every sound-hearted man." An enquiry of this sort is at times necessary for purposes of self-correction. I shall conduct this enquiry in the present instance in a critical and searching but brotherly spirit. As an elder of the church, it has been my duty to remark at times upon opinions and practices prevailing in it not consistent with true Theism. I am glad to observe that my brother Brahmos took my remarks in a proper spirit and have acted to my advice in certain respects. I hope my strictures on the present occasion also wil not be without effect.

An erroneous opinion now prevails in the Brahmo church that spiritual excitement is true religion. A principal member of our church has declared the highest religious state to be a state of "passion or frenzy." As long as we remain in a state of spiritual excitement, we think we are acting like true religious beings; when that excitement leaves us, we consider ourselves as spiritually miserable and complain of *shushkata* or spiritual dryness. Excitement is no true test of spiritual progress. True spiritual progress consists in the cultivation of steady and sustained divine love. The God-animated man is superior to the God-intoxicated man. A state of intoxication is transient. The love of God should be natural to us as breath. An attempt to keep the soul in a continual state of spiritual excitement is not only ineffectual in the nature of things but is also a bar to spiritual progress. It is true that the first sight of the Altogether-Lovely intoxicates a man but as his love becomes gradually mature, it attains a steady and sober character. Constant silent communion with God is the best means of promoting spiritual growth; we should constantly drink life from the Life of life and thereby grow in spiritual strength. If life do not come from Him, let us always secretly pray to Him in our hearts for it and freely shall it flow from Him. If spiritual excitement lead to this self-nurture, it is good, else it is not only of no avail but is positively detrimental to spiritual growth. We should not allow our love of God to remain always immature by nourishing its excitable character but should

অ... বাহি... অনুভব করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া... তাহাতে বঞ্চিত হওয়াও সামান্য দুর্ভাগ্যের ...য় নহে।

পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে যে, লোকে যে সকল শাস্ত্রকে প্রমাণ করিয়া ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া অবধারণ করিতেছে, সেই সকল শাস্ত্রেই ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর চিন্ময় অদ্বিতীয় নিরাকার ও নির্বিকার; কেবল অল্প বুদ্ধি লোকদিগের জন্য তাঁহার হস্ত পদাদি কল্পিত হইয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এ সকল নিষ্প্রয়োজন হয়।

প্রথম সৃষ্ট মনুষ্যের প্রথম দৈহিক-গতি, প্রথম ইন্দ্রিয়-বোধ ও প্রথম বুদ্ধি-ক্রিয়া সম্বন্ধে আত্ম-বৃত্তান্ত।

সেই প্রথম মুহূর্ত্ত—যৎকালে আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্ব সর্ব্ব প্রথমে আমি অনুভব করিলাম—সেই মুহূর্ত্ত কি আনন্দ ও বিষাদপূর্ণ তাহা এক্ষণেও আমার স্মরণ হয়। আমি জানিতাম না আমি কি, কোথায় আছি বা কোথা হইতে আসিয়াছি। আমি নেত্র উন্মীলন করিলাম, আর কত কত বিচিত্র বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের গোচর হইল! রজত কান্তি সূর্য্যালোক, নীলাম্বর গগন মণ্ডল, হরিদ্বর্ণ ধরাতল, দর্পণ-সদৃশ স্বচ্ছ জলরাশি, সকলই আমাকে অধিকার করিল—উত্তেজিত করিল ও আমার মন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে প্লাবিত হইল। এই সদ্যো-জাত বিশ্বাসটী আমার মনে বদ্ধমূল হইতে না হইতে আমি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তাহার তীক্ষ্ণ প্রভায় আমার নেত্র আহত হইল। অমনি আমি অজ্ঞাতসারে নেত্র পত্র নিমীলিত করিলাম ও এক প্রকার ঈষৎ কষ্টের ভাব মনোমধ্যে অনুভূত হইতে লাগিল। এই প্রকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। প্রপীড়িত ও চমৎকৃত হইয়া আমার এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন মনোমধ্যে চিন্তা করিতেছি; এমত সময়ে বিহঙ্গগণের কল কল ধ্বনি ও বায়ুর স্বন স্বন শব্দে এরূপ একটী মনোহর সঙ্গীত-লহরী উত্থিত হইল, যে তাহাতে আমার অন্তরের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল; আমি তাহা অনেকক্ষণ শ্রবণ করিলাম ও শীঘ্রই আমার প্রতীতি হইল যেন আমিই ঐ মধুর সঙ্গীত।

এই নূতন প্রকার অস্তিত্বের চিন্তায় আমার মন এরূপ অধিকৃত হইল যে, আমি আলোককে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলাম;, যে আলোক ইতি পূর্ব্বে আমার অস্তিত্বের অপরাংশ বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। কিয়ৎ কালপরে আমি পুনর্ব্বার চক্ষু উন্মীলন করিলাম, ঐ সমস্ত উজ্জ্বল পদার্থ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমার কি অপার আনন্দ হইল! প্রথমে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা হইতে এই আনন্দ শত গুণ অধিক হইল; ও কিছু কালের নিমিত্ত শব্দের মোহিনী শক্তি মন হইতে বিদায় লইল।

শত শত বিচিত্র পদার্থ আমার এক্ষণে নয়ন পথে পতিত হইল, ও শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে ঐ সকল পদার্থ আমি ইচ্ছা করিলে হারাইতে পারি ও ইচ্ছা করিলে প্রাপ্ত হইতে পারি—আমার সুন্দর অংশকে চাই আমি বিনাশ করিতে পারি, চাই প্রকাশ করিতে পারি। যদিও ঐ সমস্ত পদার্থ আমার নিকট অতি বৃহৎ ও অসীম বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তথাপি আমার

PAGES MISSING. DAMAGED.

এটী বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঐ সমস্ত পদার্থ আমার অস্তিত্বের অংশ মাত্র।

এই রূপে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমি বিবিধ বস্তু দৃষ্টি করিতেছি ও নানা প্রকার মনোহর স্বর শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে মন্দ মন্দ সুগন্ধ সমীরণ আমার গাত্র স্পর্শ-করত আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত করিল ও স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি আপনা হইতেই এক প্রকার প্রীতি জন্মিল। এই সকল বিচিত্র ভাব দ্বারা উত্তেজিত ও আমার এই সুন্দর ও মহৎ অস্তিত্বের বিবিধ সুখে মুগ্ধ হইয়া আমি অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইলাম, ও যেন এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি আমার শরীরকে চালিত করিল;—আমি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলাম; আমার এই নূতন অবস্থা মনোমধ্যে অনুভব করিয়া এরূপ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইলাম যে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলাম না; আমার মনে হইল যেন আমার অস্তিত্ব আমা হইতে পলায়ন করিতেছে। আমার শরীরের গতি নিবন্ধন সকল পদার্থের মধ্যে এক প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল; আমার মনে হইয়াছিল যেন সকলই স্থানচ্যুত ও বিচলিত হইতেছে। আমার মস্তকে হাত দিলাম, আমার ললাটদেশ ও নেত্রদ্বয় হস্ত দ্বারা অনুভব করিলাম—সমস্ত শরীর স্পর্শ করিয়া দেখিলাম; তৎকালে আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে হস্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বোধ হইল। শব্দ ও আলোক দ্বারা পূর্ব্বে যেরূপ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম তাহার তুলনায় এই অঙ্গটীর যে রূপ স্পষ্টতা ও সম্পূর্ণতা আমার অনুভব হইল, তাহাতে আমার অস্তিত্বের এই সার অংশটীর প্রতি আমার অপেক্ষাকৃত অধিক আসক্তি হইল ও এক্ষণে আমার মনের ভাব সকল ও পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অধিক সারত্ব ও গভীরতা লাভ করিল।

আমার শরীরের যে কোন অংশ স্পর্শ করিতে লাগিলাম—সেই অংশটী ও হস্ত—এই উভয়ের মধ্যে যেন স্পর্শ বোধের বিনিময় হইতে লাগিল ও প্রতিবার স্পর্শ করিবা মাত্র আমার আত্মাতে যেন একটী যুগল ভাবের অনুভব হইতে লাগিল।

অনতিবিলম্বেই জানিতে পারিলাম, যে এই স্পর্শ বোধ আমার অস্তিত্বের সমস্ত অংশেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং আমার যে অস্তিত্ব পূর্ব্বে বিস্তৃতিতে অসীম বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহার সীমা এক্ষণে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম।

এই রূপ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—অতীব আহ্লাদের সহিত আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার হস্ত চক্ষু হইতে যত দূরে লইয়া যাইতে লাগিলাম, ততই আমার মনোমধ্যে অদ্ভুত ভাবের উদয় হইতে লাগিল; এই রূপ হস্তের গতি নিবন্ধন বোধ হইল যেন এক প্রকার নূতন অস্তিত্ব আমা হইতে পলায়ন করিতেছে—যেন কতকগুলি সমান পদার্থ একাদিক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। তৎপরে আমার হস্তকে চক্ষুর নিকটে আনয়ন করিলাম, তখন বোধ হইল যেন হস্ত আমার সমস্ত শরীর অপেক্ষা বৃহৎ ও হস্তের ব্যবধানে অসংখ্য পদার্থ আমার দৃষ্টি হইতে তিরোহিত হইয়া গেল।

আমার এক্ষণে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এই সকল ভাব যাহা আমি চক্ষুর দ্বারা অর্জ্জন করিতেছি, তাহা বোধ হয় ভ্রমাত্মক। আমি পূর্ব্বে স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম যে, হস্ত আমার শরীরের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কিন্তু কি রূপে হস্ত এক্ষণে এরূপ বৃহৎ বলিয়া বোধ হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমার এই প্রতিজ্ঞা হইল যে, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আর কোন ইন্দ্রিয়কে

বিশ্বাস করিব না, যেহেতু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা এ পর্য্যন্ত একবারও প্রবঞ্চিত হই নাই।

এই রূপ সাবধানতার ফল শীঘ্রই ফলিল। আকাশের দিকে মস্তক উন্নত করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—একটা তাল-বৃক্ষের উপরে গিয়া পড়িলাম। ঈষৎ আহত হইবা মাত্র ত্রস্ত হইয়া, ঐ অপরিচিত পদার্থটীকে স্পর্শ করিয়া দেখিলাম; অপরিচিত বলিয়া আমার এই জন্য বোধ হইল যে ঐ বৃক্ষ এবং আমার হস্ত এই উভয়ের মধ্যে স্পর্শ বোধের সঞ্চার না হইয়া কেবল আমার হস্তেতেই স্পর্শ অনুভূত হইল। পরন্তু যৎকালে আপন শরীর স্পর্শ করিয়াছিলাম, তখন স্পৃষ্ট-অংশ এবং হস্ত উভয়েই স্পর্শ অনুভূত হইয়াছিল, আমি ভীত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম ও এই বার প্রথম জানিলাম যে, আমার বাহিরেও পদার্থ আছে।

এই নূতন আবিষ্ক্রিয়াটী মনে মনে অত্যন্ত আন্দোলন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই নিশ্চয় হইল না; তৎপরে এই ঘটনাটীর বিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, যে প্রকারে আমার শরীরের ভিন্ন অংশ সমুদায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম, বাহিরের বস্তুও সেই রূপ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। স্পর্শ না করিলে কোন অস্তিত্বই নিশ্চিত রূপে জানা যাইবে না।

এক্ষণে আমার এই চেষ্টা হইল যে, যাহা কিছু দেখিব তাহাই স্পর্শ করিব; সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে আমার ইচ্ছা হইল, আমি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সূর্য্যকে ধরিতে গেলাম—কিন্তু আমার সে চেষ্টা শূন্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। এই রূপে যতই পরীক্ষা করিয়া দেখি, ততই আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্যে উপনীত হই। সকল পদার্থই তখন আমার নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুভব হইল। হস্তকে যথার্থ পথে চালনা করিবার নিমিত্ত চক্ষুকে কি রূপ নিয়োগ করিতে হয়, তাহা অনেক পরীক্ষার পর শিক্ষা করিলাম।

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা এক প্রকার ভাব ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আর এক প্রকার ভাব গ্রহণ করিতাম—এই উভয়গত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য না হওয়া প্রযুক্ত, আমি দূরাদূর বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে সমর্থ হইতাম না।

চক্ষু দ্বারা যে বস্তুই দেখিতাম তাহাই আমার নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হইত—ও হস্ত দ্বারা তাহা স্পর্শ করিতে গিয়াই নিরাশ হইতাম, আমার সমস্ত অস্তিত্বই তখন শৃঙ্খলা রহিত বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইত।

আমি কি পদার্থ এই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াও পূর্ব্ব পরীক্ষিত পরস্পর বিরোধী ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া আমি দীন ভাবাপন্ন হইলাম। যতই আমি চিন্তা করি, ততই আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপ, নানা সন্দেহ ও চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া আমার জানুদ্বয় আপনা হইতেই অবনত হইল—শরীর বিশ্রামের অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

এই রূপ অবস্থায় একটী সুন্দর বৃক্ষের তলায় আসীন আছি—দেখিলাম একটী ফলের গুচ্ছ শাখা হইতে অবনত হইয়া রহিয়াছে—আমি তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবা মাত্র পক্ক ফলের ন্যায় সহজেই শাখা হইতে বিচ্যুত হইল। ঐ গুচ্ছ হইতে আমি একটী ফল গ্রহণ করিলাম; আমার বোধ হইল যেন আমি একটী মহা জয় সাধন করিলাম ও এ রূপ একটী সমগ্র অস্তিত্বকে কর পুটে ধারণ করিয়া রাখিবার আমার ক্ষমতা আছে এই মনে করিয়া আমি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইলাম। ঐ ফলটীর গুরুত্ব যদিও অতি অল্প ছিল; তথাপি আমার মনে হইতে লাগিল

যেন আমার হস্ত অত্যন্ত বাধা প্রাপ্ত হইতেছে এবং এই বাধাজয় করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত আমোদ জন্মিল। ঐ ফলটীর নিকটে চক্ষু লইয়া গিয়া, তাহার গঠন ও বর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে এক প্রকার সুগন্ধ পাইয়া আরও তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম; আমার ওষ্ঠদ্বয় তাহাতে প্রায় সংলগ্ন হইল; আমি দীর্ঘ রূপে নিঃশ্বাস টানিয়া তাহার সুগন্ধ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম; এই রূপে নিঃশ্বাস গ্রহণ দ্বারা, আমার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত যেন সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইল। এই সুগন্ধ যাহা আমার অভ্যন্তরে অনুভব করিতেছিলাম, তাহা পূর্ব্ব সুগন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল; —অবশেষে ঐ ফলটী আমি আস্বাদন করিলাম। কি সুস্বাদ! কি অপূর্ব্ব ভোগ! এপর্য্যন্ত আমি কতকগুলি সুখের আভাস মাত্র অনুভব করিয়াছিলাম; কিন্তু আস্বাদনে এবার তৃপ্তিরূপ সুখের চরম পর্য্যাপ্তির পরিচয় পাইলাম। এই রূপ বাহিরের বস্তু শরীরসাৎ করাতে আমার মনে নিগূঢ় সত্ত্ব বোধের উদ্রেক হইল। আমার এই মনে হইল যে, ঐ ফলটীর সারাংশ এক্ষণে আমার হইয়াছে। স্বকীয় শক্তির অহঙ্কারে স্ফীত ও ভোগ সুখে উত্তেজিত হইয়া আমি একটী দুইটী করিয়া ফল ছিঁড়িতে লাগিলাম ও আমার আস্বাদনকে তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ হস্ত সঞ্চালনে তৎপর হইলাম; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই এক প্রকার সুখজনক আলস্য আসিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণকে অল্পে অল্পে অধিকার করিল; আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়কে ভার-গ্রস্ত ও আমার আত্মার কার্য্যকে স্তম্ভিত করিল। আমার চিন্তা অপরিস্ফুট হইয়া আসিল। ইন্দ্রিয়গণের নিস্তেজতা নিবন্ধন সকল পদার্থই ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; এই সময়ে নেত্রদ্বয় কার্য্য হীন হইয়া গিয়া নিমীলিত হইয়া পড়িল। মাংসপেশীর শিথিলতা নিবন্ধন মস্তক আর সরল ভাবে না থাকিতে পারিয়া, ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। এক্ষণে সকলই তিরোহিত—সকলই অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমার চিন্তার পথ রুদ্ধ হইল; আমার অস্তিত্বের ভাব মন হইতে অপহৃত হইল—আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম; কতকক্ষণ আমি এই রূপ নিদ্রিত ছিলাম তাহা বলিতে পারি না—যেহেতু তখন আমার সময়জ্ঞান অতি অল্প ছিল ও আমি সময়কে পরিমাণ করিতে পারিতাম না।

জাগ্রত হইয়া মনে হইল যে, ইতি পূর্ব্বে আমার অস্তিত্ব বুঝি চলিয়া গিয়াছিল—এক্ষণে বুঝি আমি দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করিলাম। এই আত্ম বিনাশ পরীক্ষায় আগত হইয়া, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল ও আমি এই প্রথম অনুভব করিলাম যে, আমার অস্তিত্ব চিরকালের নহে।

আমার এক্ষণে আর একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল; আমার মনে হইতে লাগিল, পাছে নিদ্রাবস্থায় আমার অস্তিত্বের কিয়দংশ হারাইয়া থাকি। আমার ইন্দ্রিয়দিগকে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; আপনাকে আপনি চিনিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইলাম।

এই মুহূর্ত্তে দিবাকর অস্তাচলশায়ী হইয়া বসুধাকে অন্ধকারে আবৃত করিলেন—আমার দৃষ্টি আবার আচ্ছন্ন হইল; ভয়ে ভয়ে কহিলাম পাছে আবার আমি আমার অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিনটার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
প্রথম ভাগ
অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক

৩৩৯ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

১০ কার্ত্তিক বুধবার ১৭৯২ শক।

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২খ ১০ অধ্যায়।

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু এবং লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্ব জীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ক্রোধ অতি প্রবল শত্রু,—ক্রোধের সমান অনিষ্টকারী শত্রু আর কিছুই নহে, ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইতে হয়, অতএব তদ্দ্বারা না হইতে পারে এমন অনিষ্টই অপ্রসিদ্ধ। ক্রোধে অন্ধ হইলে কোন সৎকর্ম্ম করিতে সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তৎকালে ক্রোধকে জয় করা অতি দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, এনিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, "ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" ক্রোধেতে মুগ্ধ হইলে লোকের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়, এবং স্মৃতি নাশের পর বুদ্ধি বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাকে জয় করিবার একটি মাত্র উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে, যথা, "অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং" স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রোধকে জয় করিবেক। ক্রোধের বশীভূত হইবেক না কিন্তু বিবিধ উপায়ে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া যাহাতে তাহার বেগ হ্রাস হয়—যাহাতে, তাহা বাহিরে কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, এমত উপায় সকল অবলম্বন করিবেক, তাহাতেই ক্রোধ বশীভূত হইবেক। এই রূপে ক্রোধকে দমন করিতে না পারিলে মনুষ্য আপনিই যে রূপ আপনার অনিষ্ট করে, তাহা হইতে শত গুণ অধিক অন্যের অনিষ্ট করিয়া লোকের নিকট সে অপরাধী হয় এবং আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া আপনা-আপনি লজ্জিত হইতে থাকে। অতএব আপনার ও অন্যের অনিষ্ট নিবারণার্থ বিবিধ উপায় দ্বারা সর্ব্বদা ক্রোধকে দমন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

লোভ অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি,—

যেমন শারীরিক ব্যাধি দ্বারা শরীর ক্ষয় হয়, তদ্রূপ লোভ দ্বারা অন্তঃকরণের বল ক্ষীণ হইতে থাকে। এই নিমিত্তে লোভ ব্যাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। লোভী ব্যক্তি যে কেবল পরের অর্থ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে, লোভী আপনারও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে। 'লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয় এবং নিষ্ঠুরতাই মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। হত্যা ও চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম সকল এক মাত্র লোভ হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি তখন সে সকল পাপকে আর পাপই বোধ করে না। "এতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।" লোভে হতচিত্ত হইয়া ইহারা আর স্বীয় কৃত পাপ কর্ম্ম দেখিয়াও দেখিতে পায় না, তাহাতে ক্রমে লোভই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লোভ যত বৃদ্ধি পায়, ক্রমে ততই অভাব বোধ হয়। যিনি লোভকে চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করেন; কারণ যখন বিষয় প্রাপ্ত হইয়া লোভ চরিতার্থ হয়, তখন তদ্বিষয়ে আর সুখ অনুভূত না হইয়া অনুশোচনাতে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী, তিনিই মুক্তি লাভ করেন।

যিনি কায়মনো বাক্যে সর্ব্ব ভূতের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই সাধু,—সাধু ব্যক্তি আপনার তুলনায় অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। তিনি আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে যেমন সুখী হয়েন, সেই রূপ অন্যকে প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী করেন। তিনি যেমন আপনি অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ করেন, সেই রূপ কাহাকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করেন না. তিনি আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যে রূপ জানেন, অন্যের পক্ষেও সেই রূপ বোধ করেন। তিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, সুতরাং তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র মনুষ্যগণকে প্রীতি করেন। তিনি কখনও মনুষ্যদিগের প্রতি অপবাদ দিয়া আনন্দিত হয়েন না বরং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হয়েন এবং সাধু ভাবে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন। এই রূপ সাধু আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়।

যে ব্যক্তি নির্দ্দয়—সকলের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হয়,—তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই সুতরাং লোকের প্রতি তাহার মনে প্রীতির সঞ্চার হয় না। সে অন্যের দোষ দেখিয়া বা অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া সুখী হয়। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আরাম কোথায়? তাহার সুখ শান্তি কোথায়? যে কোন প্রকার উন্নত লোককে দেখিলে তাহার শত্রু তুল্য বোধ হয়, কাহারও সুখ্যাতি শ্রবণ করিলে তাহার মুখ ও চক্ষু ম্লান হইয়া থাকে। সে ইহকালে বা পরকালে কখনই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব অসাধু ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবেক, তাহা হইলে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক।

হে সর্ব্বসাক্ষী বিশ্বপতি পরমেশ্বর! তুমি আমাদের আত্মাতে বিদ্যমান থাকিয়া আত্মাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর, তোমার সত্য মঙ্গল স্বরূপ আমারদের নিকট প্রকাশিত কর, মোহ তিমির হইতে আমারদের আত্মাকে উদ্ধার কর। হে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মন্! তুমি সকল স্থানেই বিদ্যমান আছ এবং কল্যাণকর নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত করিয়া আমারদিগের প্রার্থনার পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় সমুদায় বস্তু আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি তোমার নিকট প্রার্থনা না করিলে আমারদিগের মনে তৃপ্তি লাভ হয় না। অতএব কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদিগকে সাধু পথ প্রদর্শন কর এবং পাপতাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমারদিগকে মুক্তির অধিকারী কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পর লোকের সম্বল।

"পূর্ব্বং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥"

আমরা কেবল পৃথিবীর জীব নই—আমাদের জীবন অনন্ত, আমাদের পরমায়ুঃ অবিনশ্বর। শরীর কিছু দিন উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং ক্রমে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে—তখন আর বল উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। মনুষ্য কোন সুপক্ক ফলের সমুদায় উপভোগ্য অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক বীজমাত্র শেষ রাখিয়া ঘৃণার সহিত সুদূরে নিক্ষিপ্ত করে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা বিনষ্ট হইতে দেন না—তাঁহার কৌশলে সেই নীরস অকিঞ্চনবৎ প্রতীয়মান বীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের রূপ ধারণ করে এবং নূতন শাখা নূতন পল্লব নূতন পুষ্প ও নূতন ফল প্রসব করিয়া নূতন শোভা বিস্তার করিতে থাকে—আমাদের শরীররূপ আবরণের মধ্যে অক্ষয় বীজ আত্মা অবস্থান করিতেছে। মৃত্যু তাহার আবরণ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে সেই বীজ নূতন ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন শোভায় বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমরা জানি না যে, কোন্ কোন্ লোকে কি কি অবস্থায় কি প্রকারে এই অবিনশ্বর পরমায়ু ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, সেই মঙ্গলময় পিতা সেই স্নেহময়ী মাতার আশীর্ব্বাদে আমরা চিরজীবী হইয়াছি। অতএব কেবল অদ্যকার জন্য চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না; আমাদিগকে কল্যকার জন্যও চিন্তা করিতে হয়,—কেবল বর্ত্তমান ভাবিয়াই স্থির থাকা যায় না, আমাদিগকে ভবিষ্যৎও চিন্তা করিতে হয়—কেবল ইহ লোকেই সমুদায় কামনা ও ভাবনা বদ্ধ রাখা যায় না, পর লোকের বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়। সেই অজ্ঞাত লোকে গমন করিবার জন্য কি রূপ প্রস্তুত হইতে হইবে, কি সম্বল আহরণ করিতে হইবে, সেই পর লোকের সহিত ইহ লোকের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহা আলোচনা না করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

পৃথিবী ও সমুদায় পার্থিব বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ অনিত্য ইহা প্রতিদিনই লক্ষিত হইতেছে। এখানকার পরিবর্ত্তন সকল পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সেই অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এবং দেখিতেছি যে, মৃত্যুর করস্পর্শে এখানকার সমুদায় সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। অদ্য আনন্দের কোলাহল, কল্য হাহাকার; মনুষ্য অদ্য ধন সম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, কল্য দুর্ঘটনাক্রমে পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িলেন; অদ্য সুখ্যাতির সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, কল্য অখ্যাতির কোলাহল সমুত্থিত হইল; অদ্য বন্ধুতা, কল্য শত্রুতা; অদ্য সম্পদ্, কল্য বিপদ্; এই রূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যে মনুষ্য দোলায়মান হইতেছে, কিছুতেই এই সমস্ত বিষয়কে আপনার হস্তায়ত্ত করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহার উপর আবার মৃত্যুর আক্রমণ আছে। পুত্র মাতাপিতার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইতেছিল, মৃত্যু তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে থাকিতে দিল না; যে পুত্র বৃদ্ধ জনক জননীর এক মাত্র

অবলম্বন হইবে, মৃত্যু মাতার ক্রোড় হইতে তাঁহাকে অপহরণ করিল; যে দম্পতী কত আশার সহিত পরস্পরের প্রেম উপভোগ করিতেছিল, মৃত্যু তাহাতে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া দিল; যে বন্ধুর দর্শনে, আলিঙ্গনে ও আলাপে মন শীতল হইত, মৃত্যু তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল। পার্থিব সম্বন্ধ এই রূপ অচিরস্থায়ী। ইহা চিন্তা করিলেই মন বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হয়। প্রায় সকল মনুষ্যই সময়ে সময়ে এই বৈরাগ্যের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং অচিরসম্বন্ধ সংসারে থাকিয়া কি রূপে পর লোকের সম্বল আহরণ করিব, এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতে থাকেন। কণ্টকময় বৃক্ষ হইতেই যে লাবণ্যময় পুষ্প উৎপন্ন হয়, সুকোমল পুষ্পের মধ্যেই যে সুদৃঢ় বীজ নিহিত হইয়া থাকে, মর্ত্ত্য লোকের মধ্যেই যে অমৃত লাভের উপায় সংঘটিত হইতেছে, ইহা অনেকে অনুভব করিতে পারেন না। সুতরাং পর লোকের সম্বল সঞ্চয় করিতে গিয়া হয়তো অস্বাভাবিক পথে উপনীত হন।

যেমন গর্ভাবস্থার সহিত ভূমিষ্ঠাবস্থার, যেমন শৈশবের সহিত যৌবনের, যেমন যৌবনের সহিত বার্দ্ধক্যের সম্বন্ধ, ইহকালের সহিত পরকালের সেই রূপ যোগ। যেরূপ করিয়া গর্ভাবস্থা প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা সুসম্পন্ন হইলেই শিশু সুস্থ শরীরে ভূমিষ্ঠ হয়; শিশুকে যেরূপ পালন ও শিক্ষাদান আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন হইলেই তাহার শরীর ও মন যথাযোগ্য প্রস্ফুটিত হইয়া যৌবনসীমায় উপনীত হয়; সেই রূপ ইহলোকের কর্ত্তব্য সকল সুন্দর রূপ সম্পন্ন করিতে পারিলেই স্বাভাবিক নিয়মে আত্মা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কি রূপ করিয়া পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে,—কি রূপ করিয়া পরলোকের সম্বল আহরণ করিতে হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত ও সহজ উত্তর এই। কিন্তু ইহাতেই সকল কথা ব্যক্ত হইল না; আরও কিছু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমাদের এক অংশ শরীর আর এক অংশ আত্মা। শরীরের সমুদায় অংশ এই পৃথিবীর পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকা জল প্রভৃতি নির্জ্জীব জড় পদার্থ বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে তরু লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের রূপ ধারণ করিয়া জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; নির্জ্জীব জড়ের ভাব ও উদ্ভিদের প্রাণ একত্র করিয়া সেই পরম শিল্পী পরমেশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি এক মনোহর রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। মনুষ্যের শরীরে ঐ তিনটি ভাবই একত্রিত হইয়াছে——আমাদের শরীরে জড়ের জড়ত্ব, বৃক্ষলতার প্রাণ ও পশু পক্ষীর মন একত্র অবস্থান করিতেছে; মনুষ্যের শরীরে জড়ের সমুদায় গুণ, উদ্ভিদের ন্যায় জীবন ও ইতর জন্তুর ন্যায় কতকগুলি প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। এ সমুদায়ই পার্থিব পদার্থ। যেমন গর্ভকোষ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করে, সেই রূপ এই অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় কোষ আমাদের শিশু আত্মাকে পোষণ করিতেছে। এই তিনের কিছুই চিরস্থায়ী নহে—আত্মার সঙ্গী নহে। এই শরীর এই শারীরিক প্রাণ, এই ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ প্রভৃতি পশু ভাব সকল শরীরের সঙ্গেই ভস্মসাৎ হইবে। যখন মৃত্যুর করাল বদন বিস্তারিত হইতে থাকিবে, তখন হস্ত পদ অসাড় হইয়া পড়িবে, ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, মনোযন্ত্র মস্তিষ্ক নিস্পন্দ হইয়া পড়িবে, জড় শরীর প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হইতে থাকিবে অথবা মৃত্তিকার সহিত একীভূত হইবে, কিছুই আত্মার সঙ্গে গমন করিতে পারিবে না; অন্য পার্থিব সম্পদের তো

আর কথাই নাই। কি অবশিষ্ট থাকিবে? কেবল আমাদের আত্মা।

আত্মা কি পদার্থ কেহই জানে না, জানিবার প্রয়োজনও নাই; ইহা নিশ্চয় জানি যে, আত্মার বিনাশ নাই এবং সমস্ত পার্থিব সম্পদ্ কিছুই আত্মার সঙ্গে যাইবে না। সেই মঙ্গলময় পিতাকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এই সমস্ত অনিত্য সম্পদ্‌কে আমাদের সর্ব্বস্ব করিয়া দেন নাই। তিনি আত্মাকে কতকগুলি দিব্য সম্পদ্ প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তিতে বিভূষিত হইয়া আত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই আত্মার অনন্ত কালের সম্পদ্। ভক্তি, ন্যায়, হিতৈষণা বুদ্ধি ও ইচ্ছা—কর্ম্ম করিবার শক্তি আত্মার অনন্ত জীবনের সম্বল; এই সমুদায় আধ্যাত্মিক বৃত্তি, আত্মার চিরস্থায়ী সম্পদ্; ইহার উপর মৃত্যুরও অধিকার নাই। এই সমস্ত আত্মসম্পদ্ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে যত্ন করাই পর লোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া—সেই সমস্ত সম্পদ্ পরিবর্দ্ধিত করাই পরলোকের সম্বল আহরণ করা। ইহারই জন্য এই সংসারে অবস্থান,——ইহারই জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন; ইহারই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে সঞ্চরণ; এবং ইহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজে আগমন। কোন স্থানে ভাবের প্রশস্ততা হইতেছে; কোন স্থানে জ্ঞান লাভ হইতেছে; কোন স্থানে ইচ্ছার বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পরলোকে আমাদের উপভোগের জন্য অমৃতধারা প্রচুররূপে বিতরিত হইতেছে, তাহা ধারণ করিবার জন্য হৃদয়পাত্র প্রশস্ত করিতে হইবে, কত সত্য প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে; পরলোকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে হইবে না, যদিও সে কর্ম্মের আকার অন্যবিধ, তথাপি তাহা মহৎ ও প্রশস্ত, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য ইচ্ছার বল বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এই সমস্ত আত্মসম্পদ্ ইহলোকেরও প্রধান সম্বল, এবং এই সমস্ত আত্মসম্পদ্ পরলোকেরও প্রধান সম্পদ্। ইহাই অনন্ত জীবনের জীবিকা; ইহাই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সহিত যোগ সিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন। এই সমস্ত সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। তাঁহাকে জান এবং তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত তাঁহার কার্য্য সকল আলোচনা কর; সমুদায় হৃদয় তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া রাখ এবং তাঁহাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত তাহা উচ্চ করিতে থাক; এবং তাঁহার পবিত্র নিয়ম সকল প্রাণপণে প্রতিপালন কর।

হিন্দুজাতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

হিন্দু জাতি বিচারে একেশ্বরবাদী কিন্তু কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক। মনুষ্যসমাজের রীতিই এই যে, কোন সত্য প্রথমে চিন্তা ও আলাপে বদ্ধ থাকে; পরিশেষে আর আর উপকরণ সকল একত্র হইলে যথাসময়ে তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হয়। যাঁহারা অনুধাবন পূর্ব্বক আমাদের পুরাতন ইতিহাস অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যাহাতে জড়োপাসনা ও বহু দেবের উপাসনা রহিত হইয়া একেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার চেষ্টা পর্য্যন্ত আরব্ধ হইয়াছিল, অতি পুরাতন বেদের মধ্যে ইহার নানা চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হইতেছে। এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে, সেই আলোচনার স্রোতঃ অল্পে অল্পে আর এক দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিন্তু যত দূর আলো-

চনা হইয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হয় নাই; তাহাতেই সমস্ত হিন্দুজাতিকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া রাখে; হিন্দুজাতি কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক হইলেও বিচারে একেশ্বরবাদী হইয়া আছে। অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুজাতির অবস্থা যতই হীন হইয়া থাকুক, ঘোরতর পৌত্তলিকতা সত্ত্বেও এই বিষয়ে ইহাদিগকে পৃথিবীর আর কোন জাতি অপেক্ষা হীন বলা যায় না। যে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আছে, সেই দেশও অদ্যাপি কেবল বিচারে একেশ্বরবাদী কিন্তু কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক হইয়া আছে; এই মাত্র বিশেষ যে, হিন্দুজাতি এক ঈশ্বরকে তেত্রিশ কোটি ভাগে (বস্তুতঃ তেত্রিশ ভাগে) বিভক্ত করেন, খৃষ্টধর্ম্মীগণ তাঁহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক কিন্তু বিচারে একেশ্বরবাদী হিন্দুজাতিকে এ বিষয়ে আমরা কিছুতেই নিকৃষ্ট বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা বলিয়া, হিন্দু সমাজের এই বহু দেবের উপাসনা চিরকাল প্রচলিত থাকুক, ইহা প্রার্থনীয় নহে; প্রত্যুত সেই বিচারগত একেশ্বরবাদ যত শীঘ্র কার্য্যতঃ অবলম্বিত হয়, ততই মঙ্গল।

এক্ষণেও সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের যে রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হিন্দুজাতিকে কার্য্যতঃ একেশ্বরের উপাসক করিতে অবশ্যই কাল বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু কালবিলম্ব যতই হউক, আশার পথ ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মগণ যদি ক্ষিপ্রকারিতার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে দাদূপন্থী ও সেনপন্থী প্রভৃতির ন্যায় একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কালক্রমে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতি-সাধারণের উপজীব্য হইবে; কিন্তু যদি ধীরকারিতা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে জাতিসাধারণ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ব্রাহ্মদলকে ভারতবর্ষীয় নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি অধিক বলিয়া গণ্য হইতে হইবে এবং পৃথিবীও যে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক সমাদর করিবে এরূপও বোধ হয় না। হিন্দুসমাজের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির নানা বিষয়ে সহিষ্ণুতা অধিক হইতেছে। কালে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ অবারিত হইবে। এক্ষণকার শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদিগের উপর সচরাচর যে সকল দোষের আরোপ করা হয়, তাহা নিতান্ত অত্যুক্তি। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে, এমন কি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও যেমন সাধু অসাধু উভয়বিধ লোকই আছে, শিক্ষিতগণের মধ্যেও সেই রূপ। সুতরাং তাঁহাদের সংসর্গে হিন্দুজাতি যে সাধারণতঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা হয়। অতএব তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার পাইতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ কি? অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছু, এমন কি, কেহ কেহ নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সহকারে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন না, তাহার নানা কারণ আছে, ——কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের শিক্ষার দোষ, চিন্তাপ্রণালীর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন, ও অভিমানের আধিক্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণ আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজও এবিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে দোষী, উন্নত-শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকদিগকে আকর্ষণ ও ধারণ করিতে পারে, অন্ততঃ অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি এরূপ

প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে তাঁহারা আপাততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের সহকারিতা করিতে কুণ্ঠিত হস্ত হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ-পথ সহজ হইয়া আসিতেছে।

আর একটি বিষয়ে ব্রাহ্মগণকে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ উন্নত ও সামঞ্জস্যবিধায়ক যে, ইহা দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকেরই জ্ঞান ও হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারিবে; কিন্তু ইহা যে আকারে লোকসমক্ষে উপনীত হইলে সেই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, তাহার নির্ম্মাণ ব্রাহ্মগণের নিজের উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে! বাহ্য আকারের উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে না বটে কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের বল অনেক অংশে তাহার অধীন হইয়া আছে। আকারের গুণে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় ও আকারের দোষে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন আকার ধারণ করিতে পারে যে তাহাতে কেবল বালক ব্যতীত আর কাহারও প্রীতি লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না, অথবা এমন আকার ধারণ করিতে পারে যে, উন্নত লোকের মনে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে ঘৃণার উদয় হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল আছে, বাহ্য আকারের বৈলক্ষণ্য তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু আমরা কহিতেছি যে, যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল আছে, তাঁহাদিগের নিকট প্রচারেরও প্রয়োজন হয় না; যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইবে, তাঁহাদিগের জন্যই অধিক চেষ্টা আবশ্যক। অতএব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের রুচিও পরিতৃপ্ত হইতে চায়, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ভাব পরিশুদ্ধ হইলেও ইহার বাহ্য আকারে যদি হিন্দুজাতির অরুচি জন্মে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে ইহার স্থান দুষ্প্রাপ হইয়া থাকিবে। একে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম——ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম এ কথাটিতে এখনও অনেক আপত্তি আছে, কিন্তু সে আপত্তিতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। একটি বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে কেবল মৃত্তিকার রস পর্য্যাপ্ত হয় না, আগন্তুক বায়ু ও আলোকের যথেষ্ট সহকারিতা আবশ্যক হয়; তথাপি বৃক্ষটি পৃথিবীরই সন্তান থাকে তাহার সন্দেহ নাই——ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুষ্ট করিবার নিমিত্ত আরব ও পারস্যের বায়ু এবং ইউরোপ ও আমেরিকার আলোক অনেক সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু হিন্দু মৃত্তিকা হইতেই ইহার উদ্ভেদ হইয়াছে; ইহা বস্তুতঃই হিন্দুধর্ম্ম——একে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, হিন্দুজাতিও বিচারে একেশ্বরবাদী হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত লোকদিগের সমাগমে ইহারই সহায় বৃদ্ধি হইতেছে, ব্রাহ্মগণ যদি ইহাকে উপযুক্ত আকারে বিভূষিত করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ইহাকে আগ্রহের সহিত রক্ষা করিতে থাকিবে।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দুজাতির বিচারগত একেশ্বরবাদ কার্য্যে পরিণত করিতে কাল বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু কেবল কাল বিলম্ব নহে, অনেক আয়াস ও ত্যাগ স্বীকারও সহ্য করা আবশ্যক হইবে। ইহা মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে, আপনাদের সুবিধা অনুসন্ধান ও জাতি সাধারণ উন্নতির চেষ্টা এক পদার্থ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎই হউক, একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম করিতে হইলে তাহার অনেক সহজ পথ আছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য

নহে; ব্রাহ্মধর্ম্মকে জাতি সাধারণ ধর্ম্ম করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধ সমুদায় ভাব আপাততঃ কার্য্যকর হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। উৎসাহের অগ্নি যখন হৃদয়ক্ষেত্রে প্রজ্বলিত হয়, তখন তাহার ধূমজালে মনুষ্যের চক্ষু প্রায়ই অন্ধ হইয়া পড়ে; ধূমহীন উৎসাহানল অতীব দুর্লভ, ইহা বিস্মৃত হইতে না হয়। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মের কেবল বিস্তার নয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ও দল বিশেষে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত নহে, জাতিসাধারণ করিবার নিমিত্ত যে উদার লক্ষ্যের সেবা করা হইতেছে, তাহাতে সমুদায় হৃদয় সমর্পণ করিয়া রাখিতে হইবে; কোন আন্দোলনে যেন তাহার অন্যথা না হয়।

ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

ইহলোকে অবস্থিতি ও উন্নতির নিমিত্ত মনুষ্যের যে কত প্রকার পদার্থের প্রয়োজন তাহার সংখ্যা করা কাহার সাধ্য! মাতৃগর্ভে সঞ্চার অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমরা যে সকল পদার্থের সাহায্য লইয়া জীবিত রহিয়াছি ও শরীর মনের উন্নতি সাধন করিতেছি, তাহা আমরা সকলেই ভোগ দ্বারা জানি বটে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রায় কিছুই জানি না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা যে সকল পদার্থ উপভোগ করিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অদ্যাপি আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যে কতিপয়ের সহিত আমাদিগের পরিচয় হইয়াছে, তাহাদিগের কিছুমাত্র বিশেষ তত্ত্বই আমরা জ্ঞাত নহি। বিশেষ তত্ত্বের মধ্যে এই মাত্র দৃঢ় রূপে জানি যে, যাহা আমাদিগের শরীর মনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তন্মধ্যে কতিপয় অযাচিত রূপে ও আর কতিপয় যাচিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছি এবং তৎসমুদায় উপভোগ করিয়া উন্নতির পথে ও আনন্দের পথে অগ্রসর হইতেছি। এই বিষয়টি বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিতে করিতে যখন আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক অভাব পূরক দ্রব্যাদির মধ্যে কিছুই আমরা স্বয়ং উৎপাদন—প্রকৃতার্থে উৎপাদন করিতে পারিতেছি না, অথচ সেই সমুদায় দ্রব্যই সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়া, অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কখন যাচ্ঞার পূর্ব্বে ও কখন যাচঞার পরে, আসিয়া আমাদিগের অভাব সকল বিদূরিত করিতেছে, তখন আমরা সম্মুখে এক মহান্ জ্ঞান ও শক্তির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাহাকেই তখন আমরা সমুদায়ের স্রষ্টা নিয়ন্তা ও দাতা বলিয়া সম্বোধন করি। আমরা কি রূপ দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপোষিত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছি তাহা আমরা কিছুই জানি না বটে, কিন্তু তৎসমুদায়ের যে একজনও জ্ঞাতা নাই এমত নহে, সেই মহান্ পুরুষই তৎসমুদায়ের এক মাত্র জ্ঞাতা; নির্ম্মাতা ও চালয়িতা ভিন্ন কেহই কোন বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।

সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষ যে এক কালে আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াই নিরস্ত রহিয়াছেন, এবং শরীর ও হৃদয়ে কতিপয় অভাব সঞ্চার পূর্ব্বক তৎ পূরণোপযোগী বিবিধ আশ্চর্য্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াই নীরব রহিয়াছেন, এমত নহে, তিনি নিয়ত প্রণিধান পূর্ব্বক আমাদিগের অভাব সকল নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া নানা উপায়ে তৎসমুদায় পূরণ করিতেছেন। যে প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা অনেক সময়ে একই প্রকার দৃষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই জগতের কার্য্যে তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে যেমন ঘটিকা-যন্ত্রের নির্ম্মাতা তাহাতে শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক চালাইয়া দিলেই তাহা দ্বারা যথা নিয়মে ঘণ্টা, মিনিট, সপ্তাহ, মাস প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে, সেই রূপ জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ঈশ্বর এই জগৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ইহাতে তাঁহার যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই ইহাকে চিরদিন এক রূপ নিয়মে পরিচালিত করিতেছে। কি প্রমাদ! যে শক্তিবিন্দু জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অসংযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তাহাই কি এইক্ষণ আমাদিগের জ্ঞান চক্ষুর নিকট মৌলিক স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে? না, কখনই এরূপ বিশ্বাস হয় না। যাঁহারা এই রূপ কহেন, তাঁহারাও বোধ হয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে আমাদের ন্যায়ই বলিয়া উঠিবেন। ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাতা উহা নির্ম্মাণ করিবার সময় কি কি উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিল দেখা যাউক। সে কঠিনতা ও মসৃণতা গুণ সমন্বিত কিঞ্চিৎ পিত্তল ও লৌহ এবং স্থিতি স্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট কিঞ্চিৎ ইস্পাৎ এবং সমকালভোগী একটি দোলক প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগের সহায়তা ক্রমে অভিলষিত রূপে একটি কালমান যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিল এবং তাহাদিগের হস্তে আপনার বলাংশ গচ্ছিত রাখিয়া তদ্দ্বারা নানা প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। আপন বলাংশ এই রূপে গচ্ছিত রাখিবার উপযুক্ত কোন পরকৃত পাত্র না পাইলে কি সে ঐ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত? কখনই না। ইহা যদি স্থির হইল, তবে এইক্ষণে কে বলিতে পারেন যে, পরমাত্মা এই বিশ্ব সৃজন করিবার পর ইহাতে আপনার শক্তির কিয়দংশ প্রদান করিয়াই ইহার সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়াছেন; ওদিকে বিশ্বযন্ত্র সেই শক্ত্যংশ গচ্ছিত রাখাতেই তদ্দ্বারা ইহা যথা নিয়মে চালিত হইতেছে? আধার ভিন্ন শক্তির অবস্থান সম্ভবিতে পারে না। তাহা যদি না পারিল তবে সৃষ্টিকালে কোন্ পদার্থ পূর্ব্বস্থিত উপযুক্ত গুণশালী হইয়া তাঁহার শক্তি ধারণ পূর্ব্বক এই বিশ্ব রূপে পরিণত হইল? এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন অন্য কোন পদার্থই ছিল না, তখন কোন পদার্থই সেরূপ হয় নাই। ঈশ্বর আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম, শক্তি হইতেই এই বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই এই বিশ্বের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। যখন সেই ইচ্ছা জ্ঞান প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন নহেন তখন বিশ্বের সহিত ঘটিকা যন্ত্রের তুলনা করিয়া, ইহা হইতে ইহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তাকে পৃথক্ করিয়া জানাকে ঠিক্ জানা বলা যাইতে পারে না।

অপরন্তু, কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বর প্রথমতঃ জগৎকে শক্তি ধারণের উপযুক্ত পাত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন, পরে তাহাতে ঘটিকা নির্ম্মাতার ন্যায় শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার সহিত নির্লিপ্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই এই রূপ বাক্যের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ঘটিকা-যন্ত্র প্রভৃতিতে প্রয়োজিত শক্তি, চক্র দণ্ডাদিকে চালিত করিতে থাকে বটে কিন্তু (ফ্রেম ব্র্যাকেট প্রভৃতি) কোন নিশ্চল অবলম্বের উপর ভর না দিলে তাহা কাহাকেও চালাইতে পারে না। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যিনি এই গূঢ় সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই জগৎকে ঘটিকা যন্ত্রের সহিত তুলনা করিতে লজ্জিত হই-

বেন। কারণ যদি বলা যায় যে, প্রয়োজিত শক্ত্যংশ এই জগৎকে চালিত করিতেছে, তবে তাহার অবলম্বন কোথায়? এইক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, দেখিবেন স্বয়ং ঈশ্বরই সেই জগজ্জননী শক্তির নিত্যাবলম্বন।

পরমেশ্বর নিরন্তর আমাদিগের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ যে আমাদিগের শরীর মনে কতিপয় অভাবের সঞ্চার করিতেছেন এবং তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত কখন অযাচিতরূপে এবং কখন যাচিতরূপে নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতেছেন, এমন নহে, যাহাতে সেই সকল সামগ্রী আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী থাকে, তাহার নিমিত্তও সতত অবিশ্রামে যত্ন করিতেছেন। যে সকল সামগ্রী আমাদিগের ইহলৌকিক অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যাহার অভাবে আমাদিগের কোন প্রকার উন্নতিই সম্ভবিতে পারে না, তিনি সেই সকল সামগ্রী অধিকতর যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন এবং যথা সময়ে প্রয়োজন জানিয়া, তৎসমুদায় বিধান করিতেছেন। শরীর ও মন যে সকল শক্তি ও আহার দ্বারা পরিপোষিত না হইলে ইহ লোকে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না, যদি তৎসমুদায় আমাদিগকে প্রার্থনা করিয়া লাভ করিতে হইত, তাহা হইলে এতদিন আমাদিগের যে কি ভয়ানক বিনাশের অবস্থা উপস্থিত হইত, তাহা আমরা কল্পনা দ্বারাও স্থির করিতে পারি না। তিনি আমাদিগের সেই ভাবী অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই, সেই সকল অত্যাবশ্যক সামগ্রী অযাচিতরূপে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন এবং তন্মধ্যে যে গুলি আমাদিগের ও অন্যের ব্যবহার দ্বারা দূষিত হইয়া যাইতেছে, তাহা যত্নের সহিত সংস্কার করিয়া দিতেছেন। তিনি শরীরের নিমিত্ত জল বায়ু, তাপ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, মাংস, পরিপাক শক্তি, রক্ত সংস্কার শক্তি, নিদ্রা, চৈতন্য ও রোগ আরাম করিবার শক্তি এবং আত্মার নিমিত্ত স্মৃতি, বুদ্ধি, হর্ষ, বিষাদ, ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বস্তু জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি প্রভৃতি কত শত অপূর্ব্ব সামগ্রী যে প্রতিনিয়ত অযাচিত ভাবে প্রদান করিতেছেন এবং দূষিত বা অকর্ম্মণ্য দেখিলে সংস্কার করিয়া দিতেছেন, তাহা গণনা করা কাহার সাধ্য! যে সকল উপায়ে তিনি ঐ সমুদায় বিতরণ করিতেছেন ও দোষ সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে আমাদিগের ব্যবহারোপযুক্ত করেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে কেহই তাঁহাকে সময়ে মাতা সময়ে পিতা রূপে দর্শন করিতে অক্ষম হয়েন না। অতএব, আমরা অদ্য উপরোক্ত সামগ্রী গুলির মধ্য হইতে দুই একটির অজস্র দান ও সংস্কার তত্ত্ব লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে করিতে এক বার তাঁহার জনক জননী রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

জীব দেহের পক্ষে জল একটি অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহার অভাব হইলে সকলেরই অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠিত, সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। আশু সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে সমুদ্র, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ ও মেঘ ভিন্ন আর কোন স্থানেই জল নাই; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কি বায়ু, কি ভূগর্ভ, কি মরুভূমি সকল স্থানেই যথেষ্ট পরিমাণে জল আছে। ভূগর্ভ খনন করিলে যে সর্ব্বত্রই জল পাওয়া যায় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন সুতরাং তদ্বিষয়ে আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু ও মরুদেশে যে কিরূপে জল অবস্থিত রহিয়াছে তাহার

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা অতীব আবশ্যক। বায়ুতে জলীয় বাষ্প ও জল কণা সকল যে নিরন্তর ভাসমান রহিয়াছে তাহার সুলভ ও উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর উপরিভাগের ন্যায় বায়ুতেও নানা জাতীয় কীটানু বাস করিতেছে; এবং এই খানে থাকিয়াই তাহারা আহার বিহার ও সন্তানোৎপাদন করিতেছে। সেই সকল জীবের শরীরে যে রস রক্ত প্রভৃতি তরল পদার্থ আছে তাহা ঐ ভাসমান জল কণা সকল হইতেই প্রত্যুৎপন্ন হইয়া থাকে। অপরন্তু রাত্রিতে যে শিশির-বিন্দু সকল পতিত হইয়া পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে তাহাও ঐ সকল ভাসমান জল কণা হইতে উৎপন্ন হয়। মরুভূমিতে জলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবে তৎসম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। মরুদেশস্থ উত্তপ্ত বালুকা রাশি উত্তীর্ণ হইবার সময় শুষ্কতালু পথিকগণ স্থানে স্থানে বালুকার কিঞ্চিৎ নিম্নে ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ রূপে তরমুজ প্রভৃতির ন্যায় এক প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ ফলের অভ্যন্তরে শীতল জল প্রাপ্ত হইয়া পিপাসা শান্তি করেন। এতদ্ভিন্ন মরুভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে বৃক্ষের ছায়া ও শীতল পানীয় পূর্ণ জলাশয়াদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল জলাশয় ও বৃক্ষ সতত চতুর্দ্দিকস্থ তাপ ও বালুকায় পীড়িত হইয়াও শুষ্ক হইয়া যায় না। অতএব জীবের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অন্তঃসলিল ও বহিঃসলিল উভয়ই যে সেই ভীষণতর মরুদেশেও বর্ত্তমান আছে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এইক্ষণই বোধ হয় সকলেই নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইতেছেন যে, ঈশ্বর, এই জগতে জলের যে রূপ প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বিতরণ বিষয়েও সেই রূপ মুক্ত হস্ত হইয়াছেন।

মহান্ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর যে জননীর ন্যায় সমুদায় জীবের সম্মুখে পানীয় পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন এমত নহে, সেই পানীয় যাহাতে দূষিত হইয়া তাহাদিগের হানি জনক হইতে না পারে তাহার নিমিত্তও অবার পিতার ন্যায় বিবিধ উপায়ে নিরন্তর যত্ন করিতেছেন। জীব ও উদ্ভিদের নানা প্রকার শুভোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য জলকে তিনি যে তারল্য ও দ্রবকারিত্ব প্রভৃতি গুণে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাকে সর্ব্বদাই সহস্র সহস্র দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইতে হইতেছে এবং সেই সমুদায় দোষ হইতে তাহাকে মুক্ত করিকার নিমিত্ত তিনি যে কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা কে বলিতে পারে! আমরা তাঁহার কীট সম সন্তান হইয়া কি প্রকারে তাঁহার সমুদায় উপায়ের জ্ঞাতা হইব। আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা প্রকাশ করিলে যদিও তাঁহার মাহাত্ম্যের কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না, তথাচ আপনাদিগের তৃপ্তির জন্য একবার তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

জলের সহিত দুই প্রকারে অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদির যোগ হয়, যথা সামান্য যোগ ও রাসায়নিক যোগ। যে গুলি সামান্য যোগে মিশ্রিত তাহা ছাঁকিয়া লইলেই পৃথক্ হইতে পারে, আর যে গুলি রাসায়নিক যোগে মিশ্রিত তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিয়োজিত না হইলে কোন মতেই পৃথক্ হয় না। যে সকল উপায় দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান স্বরূপ পিতা সংস্কার কার্য্য সাধন করিতেছেন তাহা দ্বারা উভয় বিধ মলই দূরীকৃত হইয়া যাইতেছে।

১। তাপ দ্বারা বাষ্পোৎপাদন——জলে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে যে বাষ্প উদ্গত হইতে থাকে তাহা কাহারো অবিদিত

নাই বটে কিন্তু ইহাই সেই মহান্ কার্য্যের এক প্রধান উপায়। তিনি সূর্য্যকিরণের তাপ দ্বারা কলুষিত জল রাশি হইতে নিরন্তর যে বাষ্প উৎসারণ করিতেছেন, তাহাকে আকাশে লইয়া শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা পরিষ্কৃত জল রূপে পরিণত করিতেছেন। কি রূপ পারিপাট্যের সহিত এই উপায়টি কার্য্যকারী হইতেছে, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক। জলে একদা অধিক পরিমাণে তাপ সংযোগ করিলে তাহা হইতে যে শুদ্ধ জলীয় বাষ্পই উদ্গত হয়, এমত নহে, জল মধ্যস্থ অন্যান্য পদার্থও সেই তাপ প্রভাবে বাষ্পীভূত হইয়া তাহার সহিত উঠিতে থাকে। অপিচ, জলে অল্প পরিমাণ তাপ ক্রমাগত প্রয়োগ করিতে থাকিলে, শুদ্ধ জল কণা সকলই বাষ্পাকার ধারণ করিয়া উঠিতে থাকে, তাহার সহিত প্রায় অন্য কোন দ্রব্যই উঠিতে পারে না। ঈশ্বর যে সূর্য্য তাপ দ্বারা বাষ্পোৎসারণ করেন, তাহা অতি মৃদু সুতরাং বাষ্পের সহিত বিজাতীয় পদার্থের উদ্গমন সম্ভাবনা অতি অল্প। রসায়ণবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণও মৃদু সন্তাপ দ্বারা দুষিত জল হইতে বাষ্পোদ্গম করান এবং শৈত্য দ্বারা সেই সকল বাষ্প ঘনীভূত করিয়া পরিষ্কৃত জল প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু যন্ত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁহারা এই সন্ধানের উদ্ভাবকের পদধূলির নিকটও অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা যে অগ্নির সন্তাপ ব্যবহার করেন সূর্য্য কিরণের তাপ অপেক্ষা তাহা অধিকাংশে উগ্র; সুতরাং তাঁহাদিগের বাষ্পের সহিত অনেক বিজাতীয় পদার্থও উত্থিত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের তাপ প্রয়োগ প্রণালীতে আরও পারিপাট্য আছে। একটি কারণও আছে—উক্ত পণ্ডিতগণ যে পাত্রে জল রাখিয়া সন্তাপ প্রয়োগ করেন, তাহার নিম্ন দেশে অগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাতে ঐ পাত্রের তলাস্থিত জল উত্তপ্ত হইয়া বেগে ঊর্দ্ধগামী এবং উপরি ভাগস্থ শীতল জল অপেক্ষাকৃত গুরু হইয়া সেই রূপ বেগে নিম্নগামী হইয়া পড়িতে থাকে। অনবরত এই রূপ ঊর্দ্ধাধ বেগ দ্বারা জল আন্দোলিত হইতে থাকে বলিয়া জলীয় বাষ্পের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের বাষ্পও না উঠিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের তাপ প্রয়োগ প্রণালী অন্য রূপ। তিনি সূর্য্য কিরণ দ্বারা জলের শুদ্ধ উপরিভাগ মাত্র সন্তপ্ত করিয়াই বাষ্প উৎসারণ করেন সুতরাং জলের মধ্যে কোন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়া বিজাতীয় বাষ্পের উদ্গমন পক্ষে কিছু মাত্র সহায়তা করে না। এই রূপে জলের উপরিভাগ সন্তপ্ত করিয়া তিনি আর একটি মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। যদি ঐ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তিনি জলস্থানের নিম্নভাগে তাপ প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে সমুদায় জল একেবারে উত্তপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ প্রাণী মাত্রের মূলোচ্ছেদ করিত। মানবগণ এই প্রণালীর উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিলেও, এতদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা জল চোয়াইবার জন্য যে রূপ পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন, তাহার আয়তন অতি সামান্য, সুতরাং জলের উপরিভাগে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বাষ্প উঠিতে পারে না, সুতরাং কার্য্যও শীঘ্র সমাধা হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকে পাত্রের অপায়তন বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা করিতে হয় না। সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার জলাধার; ইহার প্রত্যেক স্থান হইতে প্রতিক্ষণে যে বাষ্প উত্থিত হইতেছে তাহার সমষ্টি অতীব বৃহৎ।

২। শৈত্য দ্বারা উত্থিত বাষ্পকে জল ও তুষার করণ——যেমন তাপ প্রয়োগ দ্বারা জলকে বাষ্প রূপে পরিণত করিলে, তন্মধ্যস্থ বিবিধ

অপরিষ্কৃত দ্রব্য পৃথক্ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা বাষ্পকে জলরূপে পরিণত করিলেও তাহার মধ্য হইতে নানা প্রকার বিজাতীয় পদার্থ বিযুক্ত হয়। ইহাই তাঁহার জল সংস্কারের দ্বিতীয় উপায়। সমুদ্র, নদী, হ্রদ, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ হইতে সর্ব্ব ক্ষণ যে বাষ্পরাশি উত্থিত হইতেছে, তাহার সহিত যে সকল মল মিশ্রিত থাকে তাহাই এই উপায়ে পরিষ্কৃত হইতেছে। উত্থিত বাষ্প রাশি জলাকারে পরিণত হইয়া কিয়দংশ রাত্রিকালে নিশিশিররূপে ও বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয় এবং কিয়দংশ ঘনতর রূপ ধারণ করিয়া উচ্চ গিরিশিখরাদির উপর তুষাররূপে অবস্থান করে। একমাত্র বাষ্পকে এই রূপ তিন আকারে পরিবর্ত্তিত করাতে জগতের কত প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বৃষ্টি ও শিশিরের জল অতীব পরিষ্কৃত কিন্তু কখন কখন বায়ুস্থিত ধূলি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। যাহা হউক প্রথম বৃষ্টির জলই প্রায় অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কিছু কাল বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিলে আর সে দোষটি থাকিতে পায় না। এই ঘটনা নিবন্ধন বায়ুর সংস্কার কার্য্যও সাধিত হইতেছে। গিরিশৃঙ্গে বরফ স্থাপন করিবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে এবং শীতকালে শিশিরের জলে নদী প্রভৃতির পোষণ এবং মৃত্তিকাদির আর্দ্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহা হইতে পারে না। ঐ কালে গিরিশৃঙ্গস্থিত শীতকালসঞ্চিত তুষাররাশি সূর্য্যতাপে গলিত হইয়া জলাকারে পরিণত হয় এবং সেই জল নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করে। যদি শীত কালে এই রূপ উচ্চ শৃঙ্গে বরফ সঞ্চিত না হইত, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে জীব মাত্রের অস্তিত্ব সংশয় হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

৩। বায়ু সংস্পর্শ দ্বারা জলের রূপান্তর করণ—ঈশ্বর জলকে বায়ু শোষণের শক্তি প্রদান করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করিতেছেন। জলের উপরিভাগে সতত যে বায়ু রাশি অবস্থান করিতেছে, তাহা দুই প্রকার ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত; যথা, অম্লজান ও যবক্ষার জান। এই দুই প্রকার পদার্থ যে প্রকার যোগে একত্রিত হইয়া বায়ু প্রস্তুত করিয়াছে তাহা রাসায়ণিক সংযোগ নহে, সুতরাং অল্পায়াসেই তাহাদিগকে পৃথক্ করা যাইতে পারে। জল যখনই তদুপরিস্থ বায়ুর অংশ সকল শোষণ করিয়া উদরস্থ করিতেছে, তখনই তাহা হইতে অম্লজান পদার্থ জলাশ্রিত বিবিধ মলাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে অল্প হউক আর অধিক হউক রূপান্তর করিয়া ফেলিতেছে। এই রূপে রূপান্তরিত পদার্থব্যূহের মধ্যে কোনটি জীব দেহের হিতকারী হইয়া উঠিতেছে এবং কোনটি গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অধঃস্থ হইয়া পড়িতেছে। নদী প্রভৃতিতে স্রোতঃ থাকাতে এই রূপ সংস্কার অধিকতর পারিপাট্যের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। স্রোত নিবন্ধন সমুদায় জলই পর্য্যায়ক্রমে উপরিস্থ বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারে সুতরাং, সমুদায়ের সহিতই বায়ু অনায়াসে মিশ্রিত হইতে পারে। পুষ্করিণী প্রভৃতির জল অপেক্ষা স্রোতস্বতীর জল যে উৎকৃষ্টতর তাহার একটি প্রধান কারণ এই। বায়ু হইতে অম্লজান পদার্থ বিযুক্ত হইয়া যে সকল রাসায়নিক সংযোগ সাধন করে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ ও দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাতে নিবৃত্ত হওয়া গেল। যাহা হউক জলের

সহিত বায়ু সংযুক্ত হইবার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে তাহাও এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জলের মধ্যে যে সমস্ত জীব বিচরণ করিতেছে, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত যে বায়ু রাশির প্রয়োজন, তাহা ঐ শোধিত বায়ুর কিয়দংশ দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। অতএব জলের বায়ু শোষণ করিবার শক্তি না থাকিলে যেমন তাহার সংস্কারের ব্যাঘাত হইত, তেমনি তন্মধ্যস্থ জীব সকলও প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না।

৪। জীবগণ দ্বারা জলের রূপান্তর করণ—জল যে কত লক্ষ লক্ষ জীব জন্তুর আবাস তাহা তাহাদিগের স্রষ্টা ভিন্ন আর কাহারই গণনা করিবার সাধ্য নাই। সেই সকল জীবের মধ্যে প্রায় সকলই আপন অপেক্ষা দুর্ব্বলকে এবং জলে মিশ্রিত মলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। যে প্রকার মল আমরা অণুবীক্ষণ দ্বারাও দেখিতে পাই না, তাহাও অনেক জীব অন্বেষণ পূর্ব্বক আহার করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই রূপ অনেক প্রকার মল জীবান্তরের শরীরের রক্ত মাংস রূপে পরিণত হওয়ায় জল অনেকাংশে সংস্কৃত হইয়া পড়ে। ঈশ্বর এক জীবের অগ্রাহ্য সামগ্রী আর এক জীবের গ্রাহ্য ও লোভনীয় করিয়া দিয়া কি আশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিতেছেন।

৫। উদ্ভিদ্ দ্বারা জলের শোষণ—বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন যে, যখন নদী বা পুষ্করিণী প্রভৃতির জল কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দূষিত ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তখন তাহার উপরিভাগে ও নিম্ন দেশে নানা জাতীয় শৈবাল জন্মিতে থাকে। ঈশ্বর একটি মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই ঐ সকল শৈবাল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ শৈবাল সমুদায় প্রতি-নিয়ত জল হইতে নানা জাতীয় মল শোষণ পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জলের মধ্যে রাসায়নিক যোগাশ্রিত হইয়া যে সকল দূষিত পদার্থ থাকে, প্রায় তাহাই শোষণ করিয়াই শৈবাল বৃন্দ বর্দ্ধিত হয়। তাহারা যে শুদ্ধ দূষিত পদার্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় এমত নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, জলে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে জলীয় বাষ্পের সহিত অন্যান্য দূষিত বায়ু উঠিয়া জন সমাজের অনিষ্ট করিতে না পারে ইহার জন্য এক প্রকার ক্ষুদ্র শৈবাল জলের উপরিভাগে-আবরক স্বরূপে অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের এই উপায়ের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিয়াই পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে শৈবাল উঠাইয়া ফেলেন এবং তাহার ফলে দূষিত জল পান করিয়া এবং দূষিত বায়ুর আঘ্রাণ লইয়া নানা প্রকার দুর্নিবার রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়েন।

যে কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ মাত্র করিলাম, তদ্ভিন্ন আরো যে কত উপায় আছে তাহা কে বলিতে পারে। ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যখন শোধন কার্য্য সমাধা করিতেছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আরো যে অনেক উৎকৃষ্টতর উপায় অদ্যাপি আমাদিগের চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর রহিয়াছে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সভ্যদেশীয় লোকদিগকে অধুনা নানা উপায়ে জল সংস্কার করিয়া ব্যবহার করিতে দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঈশ্বর জলকে কি সংস্কার করিতেছেন? অল্পবুদ্ধি লোক এরূপ বলিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহা বলেন তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা সকলে একত্র হইয়া আপন আপন ব্যবহার দ্বারা জলকে যে রূপ অপকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছে তাহা মনে

করিতে গেলে অজ্ঞান হইতে হয়। ঈশ্বরের হস্ত সেই সমুদায় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত না থাকিলে অদ্য এই পৃথিবীর যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। সমুদ্র জল সংস্কারের প্রধান স্থান, সুতরাং তাহার ও তাহার নিকটবর্ত্তী নদী প্রভৃতির জল সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মল পূর্ণ হইবারই কথা। মনুষ্য যখন এরূপ স্থানে আবাস স্থাপন করেন যে, উক্ত জল ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায়ই থাকে না, তখনই তাঁহার জল সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই সে রূপ হয় না। বোধ হয় ঈশ্বরের এই বিধানের মর্ম্ম অবগত হইয়াই প্রাচীন কালের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলিয়া গিয়াছেন এবং এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন যে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী লবণ দেশে আবাস স্থাপন করা প্রাজ্ঞদিগের উচিত নহে। অতএব মনুষ্য কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত আবাস স্থাপন করিলেই জল সংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। পরমাত্মন্! তুমি যে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত কখন মাতার ন্যায় কখন পিতার ন্যায় কার্য্য করিতেছ আমরা এইক্ষণে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেছি। আমরা যে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে অবস্থিত রহিয়াছি তাহাও আমরা এইক্ষণে স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতেছি। এইক্ষণে একমাত্র প্রার্থনা এই যে, যখনই তোমার যে দান উপভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হই, তখনই যেন আমরা তোমার প্রেমমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমরা যাহাতে অকৃতজ্ঞ হইয়া তোমার দান উপভোগ না করি, তাহার নিমিত্ত তুমি উপায় বিধান কর।

পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান।

কি প্রণালীতে সচরাচর মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন হইয়া থাকে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, সে একেবারেই নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হয় না। স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ সম্পাদিত হয়; ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন ও ক্রমশঃ উন্নতির নিয়মের বহির্ভূত নহে। প্রথমে লোকে জড়োপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়; প্রস্তর ও উদ্ভিদাদি জড় পদার্থের কল্পিত প্রাণকে দেবতা মনে করিয়া তাহাকে উপাসনা করে। পরে জ্ঞানের উন্নতি হইলে দেবোপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রত্যেক নৈসর্গিক পদার্থের একএকটি নরাকৃতি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করে। পরে জগতের সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহাদিগের হৃদয়ে এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভাব সঞ্চারিত হয়। তখনও তাহারা নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান যে প্রাপ্ত হয় তাহাও নহে। আদিম ইহুদিরা এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে আকার বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার সম্বন্ধীয় মনুষ্যের সংস্কার প্রথমে অসংস্কৃত ও অপরিমার্জ্জিত অবস্থাতে থাকে, পরে তাহা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া নিরাকার অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাকে উপনীত করায়। এই রূপে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য জড়োপাসনা হইতে দেবোপাসনায়, দেবোপাসনা হইতে এক মাত্র সাকার ঈশ্বরোপাসনায় এবং এক মাত্র সাকার ঈশ্বরোপাসনা হইতে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরোপাসনায় ক্রমে আরোহণ করে, অতএব প্রতীত হইতেছে যে

পৌত্তলিকতা নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান যদি না বলা হয় তবে বস্তুত যাহা পৃথিবীতে ঘটিতেছে তাহার অর্থাৎ সত্যের অপহ্নব করা হয়। যদি কোন ব্রহ্মবাদী এই রূপ উপদেশ দেন যে, পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান তাহা হইলে তিনি অসত্য উপদেশ দেন না, সত্যই উপদেশ দেন। তিনি যদি এরূপ উপদেশ দেন তাহা হইলে তিনি কখনই পৌত্তলিকতার পোষকতা করেন না, বরং তাহার বিপরীত করেন অর্থাৎ পৌত্তলিকতার হীনতা প্রদর্শন করেন এবং তদপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মে আরোহণ করিবার কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দেন, যেহেতু পৌত্তলিকতা কেবল সোপান মাত্র, সোপানে চিরকাল থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে, ছাদে অর্থাৎ নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করা উচিত। এই রূপ উপদেশ পৌত্তলিকদিগের পক্ষে উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল যে পৌত্তলিকদিগের পক্ষে উপকারী এমত নহে, যাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া, এমত বিশ্বাস করেন যে, মহৎ মনুষ্য ঈশ্বরের অবতার, তাঁহাদিগেরও পক্ষে তাহা উপকারী যেহেতু তাঁহারাও অদ্যাপি সোপানে রহিয়াছেন, ছাদে এখনও আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

JUST PUBLISHED.

A Reply to the Query. "What is Brahmoism?" Price 4 annas.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ও ভাদ্র এবং আশ্বিন ১৭৯৩শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১০৩৭৸৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৪৩৩৶১৫
সমষ্টি	১৪৭১৶৫
ব্যয়	৮৯৭॥৫
স্থিত	৫৭৩॥৵০
আয়	
ব্রাহ্মসমাজ	১৩৩॥১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩০৯৸৶০
পুস্তকালয়	৬১।০
যন্ত্রালয়	৪৬৭॥৶০
গচ্ছিত ...	৬৫॥০
সমষ্টি	১০৩৭৸৶১০
ব্যয়	
ব্রাহ্মসমাজ	২৯৭॥/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭৮॥৶৫
পুস্তকালয়	৭৬।/০
যন্ত্রালয়	১৫৭॥১৫
গচ্ছিত	৮৭।/১৫
সমষ্টি	৮৯৭॥৫
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫
" রমণী মোহন রায় চৌধুরি ..	২৫
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৫
" ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮।৶০
" দ্বারকানাথ রায়	২৵০
" রাজনারায়ণ বসু ...	২
" কানাইলাল পাইন ...	২
" নীলমণি চক্রবর্ত্তী ...	২
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ...	২
" তারকনাথ দত্ত	২
" রাজেন্দ্র মিশ্র ...	১
" নবীনকৃষ্ণ বসু	১
" আশুতোষ ধর ...	১
" যাদবচন্দ্র রায়	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক ...	১
" সম্ভুচন্দ্র মিত্র	১
" রসিকলাল পাইন	১
	১১২॥/০
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫
" তারকনাথ তত্ত্বরত্ন	৪
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৸৶১০
সমষ্টি ...	১৩৩॥১০

সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

Registered No 2

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
প্রথম ভাগ
পৌষ ১৭৯৩ শক

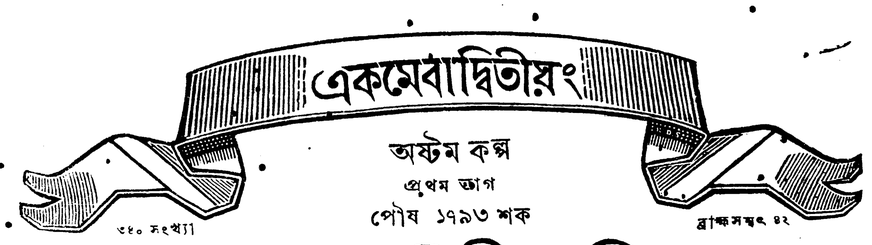

৩৪০ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু
১ মাঘ শনিবার

পাতুরেঘাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ মাঘ সোমবার

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ মাঘ মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী
৫ মাঘ বুধবার

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৬ মাঘ বৃহস্পতিবার

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু
৭ মাঘ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
৮ মাঘ শনিবার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
৯ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০ মাঘ সোমবার

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

জগতে ঈশ্বর দর্শন।

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি।"

ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক মহিমায় প্রকাশমান আছেন। চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থই তাঁহার মহিমা। সেই মহিমা আমাদের দশ দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে। অগ্নি বায়ু জল, তরু লতা গুল্ম, পর্ব্বত নদী সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র, এই সমুদায় তাঁহারই মহিমা। আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার মহিমা এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলও তাঁহারই মহিমা। আমরা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমাদের দশ দিকে তাঁহার যে সকল মহিমা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহারই সংখ্যা করা যায় না। আবার পদার্থ-বিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে, ততই তাঁহার নব নব মহিমা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হইতেছি। শুদ্ধ চক্ষুতে যে স্থানে কিছুই নাই বোধ হইতেছে, অণুবীক্ষণ সহকারে দর্শন কর, সেই স্থান তাঁহার অসংখ্য জীব রূপ মহিমাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শুদ্ধ চক্ষুতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার কোটি কোটি মহিমা দর্শন করিয়া অবাক হইতে হয়। আবার দূরবীক্ষণ সহকারে দর্শন কর, সেই কোটি কোটি মহিমার সঙ্গে আরও কোটি কোটি দৃষ্ট হইতে থাকিবে। সেই মহামহিম মহান্ পুরুষ তাঁহার এই সমস্ত মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। চক্ষু উন্মীলন কর, এই সমস্ত মহিমার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। যতই অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার মহিমার আলোচনা করিবে, দেখিতে চাহিলে ততই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনি তাঁহার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ঈশ্বরের মহিমার মধ্যে কেবল যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা মাত্র উপলব্ধি হয় তাহা নহে তাঁহার সজীবতা, নিয়ন্তৃত্ব, জ্ঞান ও মঙ্গল অভিপ্রায় দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকেই প্রকাশ করিতেছে। এই বিদ্যমান জগৎ তাঁহাকে প্রাণ স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতেছে; এই ক্রিয়াশীল জগৎ তাঁহাকে নিয়ন্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে; এই শৃংখলাযুক্ত জগৎ তাঁহাকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে; এবং ইহার কল্যাণকর নিয়ম সকল তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা প্রচার করিতেছে;——এই জগৎ জগদীশ্বরকেই প্রকাশ করিতেছে।

জগতের মধ্যে কেবল যে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি গুণই উপলব্ধ হয়, তাহা নহে; সেই গুণবান্ পুরুষকেও প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি জগতের প্রাণ, তিনি প্রত্যেক পদার্থের অন্তরাত্মা। এক মনুষ্য যখন আর এক মনুষ্যের শরীরে দৃষ্টিপাত করেন, এখন তিনি তাঁহার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে থাকেন; সেই রূপ অভিনিবিষ্ট মনুষ্য যখন জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি জগতের আত্মাকেও উপলব্ধি করেন। আত্মাই বস্তুতঃ সকর্ম্মক, জড় নিষ্ক্রিয়; আমাদের আত্মার ক্রিয়াই চক্ষু মুখ হস্ত পদ প্রভৃতিতে আবির্ভূত হওয়াতে শরীরকে ক্রিয়াশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শরীরের ন্যায় সমস্ত জড় জগৎই নিষ্ক্রিয়; সেই প্রাণ স্বরূপ, সেই অন্তরাত্মার অলৌকিক ক্রিয়া জড় জগতের উপর সংক্রামিত হইতেছে। জগতের সমস্ত ক্রিয়াই সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ঈশ্বরের মহান্ আত্মাকে আমাদের দর্শন পথে প্রদর্শন করিতেছে। যেমন মনুষ্যের শরীরে মনুষ্যের আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, সেই রূপ সর্ব্বভূতে সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে দর্শন করা যায়।

দিদৃক্ষু নেত্র যে দিকে পতিত হয়, সেই দিকেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

"অভ্রভেদী অচল শিখর
ঘন নীল সাগরবর
যথা যাই তুমি তথা।
রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ
শশাঙ্কে তোমারই জ্যোতি
তব কান্তি মেঘে।
সজন নগর বিজন গহন
যথা যাই তুমি তথা।"

এই প্রকারে তাঁহার মহিমাতে তাঁহাকে দর্শন করার এরূপ অর্থ নয় যে, জগৎকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তাঁহার পুরুষ ভাব বিলুপ্ত করা হইতেছে। সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। এই জগৎ সেই আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন শরীরের মধ্যে মনুষ্যের আত্মাকে দর্শন করা যায়, সেই রূপ জড় জগতের মধ্যেও জগদীশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। এই স্থূল জগৎও সেই জ্বলন্ত অনলকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ নহে। তাঁহার এমন জ্যোতিঃ যে কোন আবরণেই তাহা আবৃত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মাতে তিনি তো কাচপাত্রস্থ দীপ শিখার ন্যায় উজ্জ্বল-দৃশ্য হইবেনই, এই স্থূলাবরণ জড় জগৎও তাঁহার জ্যোতি ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে না।

ধর্ম্মোন্নতি।

ইহা অতি সার ও গূঢ় সত্য যে কোন মনুষ্যই নিষ্পাপ নহে এবং কোন মনুষ্যই ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত নহে। ধর্ম্ম সকলেরই হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঘোরতর দুরাচার অথবা যাহার কোন বিষয়েরই উন্নতি দৃষ্ট হয় না, তাহারও হৃদয় ধর্ম্ম-শূন্য নহে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের উন্নতি কি প্রকারে হয়—তাহার বিশেষ লক্ষণ কি, তাহা সুস্পষ্ট রূপে জানা আবশ্যক।

বাল্যকালাবধি বিবিধ প্রকারে শিক্ষা লাভ করিয়া লোকে মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু এবং অপর সাধারণের প্রতি যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা এক প্রকার ধর্ম্ম। ইহা সাধারণ ধর্ম্ম শব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার ধর্ম্মে উন্নতির কোন বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হয় না; এবং এ ধর্ম্ম যে সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত তাহাও বলা যায় না, কারণ সংসার-সম্পর্ক-শূন্য অত্যাশ্রমী তপস্বিদিগের ও দেশলুণ্ঠনকারী ভ্রমণশীল নিষ্ঠুর বন্য লোকদিগের মধ্যে এ প্রকার ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু বস্তুতঃ ধর্ম্ম সকলের অন্তরে মুদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহার উন্নতিও হইতেছে। মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি এক দিনের নিমিত্তও বন্ধ নাই। সে ধর্ম্ম কি? সে ধর্ম্ম উপরোক্ত সাধারণ ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু উহারই মূল স্বরূপ। সে ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মা-নিহিত ধর্ম্ম তৃষ্ণা দ্বারা পরিব্যক্ত হয়।

এই ধর্ম্ম তৃষ্ণা সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ইহা বর্দ্ধনশীল। কিন্তু ইহার গতি বা কার্য্য এক রূপ নহে, এজন্য

ইহার ফল স্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহাও আমরা সর্ব্বদা চিনিয়া উঠিতে পারি না। কোন অসভ্য লোক বা কোন অল্প বয়স্ক বালক অথবা কোন পাপাচারী মনুষ্য,—অরণ্যের ন্যায় যাহার মন এখনো অসংস্কৃত ও দোষযুক্ত রহিয়াছে,—তাহাদিগেরও মনে স্বতঃপ্রসূত আরণ্য পুষ্পের ন্যায় ধর্ম্ম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আমরা সেই সকল অনুন্নত অথবা দোষাশ্রিত ব্যক্তির ভক্তি, প্রীতি, নিষ্ঠা, সাহস, তেজ, বল এবং দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, নৈপুণ্য প্রভৃতি যে সকল গুণ কিম্বা ঐ সকল গুণের বীজভূত আর যে সকল গুণ প্রত্যক্ষ করি, কাল সহকারে তাহাদের সেই সকল গুণ আরো উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া তাহার ধর্ম্মেরই পোষণ করে ও তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তুলে। এই রূপ আর যে কোন ব্যক্তির বিষয় লইয়া পরীক্ষা কর, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে তাহারও ক্রিয়া সমূহের মধ্যে ঐ রূপ ধর্ম্ম কুসুমের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মনুষ্যের হৃদয়ে যে ধর্ম্ম পিপাসা নিহিত আছে, তাহার অজেয় বল, তাহার উত্তেজনায় মনুষ্য দিগ্ দিগন্তে ধাবিত হয়, নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু কোথাও স্থির থাকিতে পারে না—তাহার অন্তরস্থ ধর্ম্ম-তৃষ্ণা রূপ প্রবাহিনী তাহাকে সেই "শেষ গতির" দিকে আকর্ষণ করিতেছে, সে পরিশেষে তাহাকে সেই নিত্য ধামে লইয়া গিয়া তাহাকে শাশ্বত সুখ প্রদান করিবে, ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

যতক্ষণ মনুষ্য এই রূপে আপনার অজ্ঞাতসারে কেবল ধর্ম্ম-তৃষ্ণা কর্ত্তৃক চালিত হয়, ততক্ষণ তাহার এক রূপ উন্নতি হয়। তাহাই ধর্ম্মোন্নতির প্রথম অবস্থা। আন্তরিক আবেগ, নানা কার্য্যে অনুরক্তি, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে অনাসক্তি, এই সকল সেই প্রথমাবস্থার ধর্ম্মোন্নতির লক্ষণ। তাহার পর আত্মার আর এক অবস্থা উপস্থিত হয়; সে অবস্থায় সে বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আত্ম দর্শন ও আত্ম চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় ধর্ম্মের যথার্থ উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় আন্তরিক আবেগ বশতঃ মনুষ্য যে নানা কার্য্যে ও নানা বিষয়ে হস্ত প্রসারণ করে, তখন সে সুগতি দুর্গতি উভয়েরই সন্ধিস্থলে থাকে। সে স্থান হইতে যে যেমন উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতে পারে, তেমনি অধঃপতিতও হইতে পারে। তখন তাহার ধর্ম্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় না, তাহার ঈশ্বর জ্ঞানও নানা কুসংস্কারাদি দ্বারা জড়িত থাকে। তখন সে সত্য ভ্রমে অসত্যকে, পুণ্য ভ্রমে পাপকে, সুখ ভ্রমে দুঃখকে, শান্তি ভ্রমে অশান্তিকে আলিঙ্গন করিতে পারে। ফলতঃ সে পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্মের কেবল বাল্য দশা থাকে, তখনও তাহার মনুষ্যত্ব উদিত হয় না। পরে যখন সে আত্ম চিন্তায়, আত্ম পরীক্ষায় ও পরমাত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম বিশুদ্ধ জ্যোতি ধারণ করে এবং তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ়তা, গভীরতা ও উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যে ধর্ম্ম-তৃষ্ণা সহস্র প্রতিরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যকে নিতান্ত পশুবৃত্তি হইতে এত দূর পর্য্যন্ত আনয়ন করে, এখন সে প্রশস্ত ও সরল পথ প্রাপ্ত হইয়া আরো বেগবতী হয়।

পূর্ব্বে যে সাধারণ অর্থাৎ সাংসারিক ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, এই অবস্থায় সে ধর্ম্ম আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে, তখন তাহার আর এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ হয়। আত্ম চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান দ্বারা যেমন মনুষ্য আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ অবগত হয়, তেমনি সে আত্ম-

নির্ভর ও কার্য্য-নৈপুণ্য শিক্ষা করে। যেমন এক দিকে আত্ম-নির্ভর ও কার্য্য-নৈপুণ্য শিক্ষা করে, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্ম্ম-বল প্রাপ্ত হয়। এই রূপ উপকরণসম্পন্ন হইয়া তখন সে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাহার ভাবের ও কার্য্যের এক চমৎকার লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে। সে তাহার সমুদায় প্রবৃত্তির উপর আপনার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে এবং আর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রার্থনা করে। সে তখন আর সুখ বাসনা করে না, সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকে না, কেবল স্ফূর্ত্তি উদ্যম ও ত্যাগ স্বীকার সহকারে কার্য্য করে। সে ধর্ম্ম জনিত ফলের প্রত্যাশা করে না, কিন্তু ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মকে পালন করে। সে সত্য পালন করিবেই করিবে; কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবেই করিবে; তাহাতে সংশয় থাকে না, তাহার অন্যথাও হয় না; ব্রহ্ম লাভও তাহার তদ্রূপ নিঃসংশয় হয়। সমুদায় প্রতিকূল ঘটনা তাহার নিকট পরাজিত হয়, সমস্ত সংসার তাহার নিকট পরাজিত হয়; সে সকল ছাড়িয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করে, সুতরাং ধর্ম্মও তাহাকে রক্ষা করেন।

এই রূপে মনুষ্যের আত্মার যে একটু মাত্র ধর্ম্মবীজ, ক্রমে তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে—একটু মাত্র যে অগ্নি কণা, তাহা সমুদায় পাপ-বন দাহন করে। তখন মনুষ্যের কার্য্য-ক্ষেত্রও আপনার গৃহ হইতে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়।

এই অবস্থায় মনুষ্য এক পদবী হইতে উন্নততর পদবীতে অধিরূঢ় হয়েন; এক সত্যের পর আর এক সত্য লাভ করেন; আজি ঈশ্বরকে যেমন প্রিয় রূপে দেখেন, কালি তাহা অপেক্ষা আরো প্রিয়তর রূপে দর্শন করেন; আজি তাঁহার যেরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন, কালি তাহা অপেক্ষা আরো অধিকতর প্রসাদ উপভোগ করেন।—এই রূপে তিনি উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণতর অবস্থায় উপনীত হয়েন।—ইহাতেই ধর্ম্মের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব এই দুই পদার্থের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। আমরা দর্শন শাস্ত্র সহকারে ঈশ্বর ও আত্মার সম্বন্ধে যে কতকগুলি সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তাহাই আমাদের ধর্ম্মমত শব্দের বাচ্য হয় এবং ঈশ্বরকে আপনার গতি ও বিধাতা জানিয়া তাঁহার সহিত আপনার যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের ধর্ম্মভাব শব্দে উক্ত হয়। ধর্ম্মমত জন সমাজে প্রচারিত হয়, ধর্ম্মভাব আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়; ধর্ম্মমত পরস্পরের সহিত বিচারে সংশোধন হয়, ধর্ম্মভাব ঈশ্বর প্রসাদে আত্মাতে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়। ধর্ম্মমত শরীরের সহিত পৃথিবীতে থাকে, ধর্ম্মভাব আত্মার সহিত পরলোকে গমন করে। ধর্ম্মমত জন সমাজকে আকর্ষণ করে, ধর্ম্মভাব ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।

কোন দুই ব্যক্তির ধর্ম্মমত ঠিক সমান, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মভাব সমান না হইতে পারে। আমার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস, আমার বন্ধুরও ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস, এস্থলে আমাদের উভয়ের মত সমান হইতেছে, কিন্তু আমার বন্ধুর যেরূপ ধর্ম্মভাব, আমার সেরূপ না হইতে পারে; আমার বন্ধু ধর্ম্মকে যত গভীর ও প্রশান্ত মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ অনুভব করেন, আমি হয়ত তত দূর পারি না। অথচ তিনিও

ব্রাহ্ম আমিও ব্রাহ্ম, তাঁহারও যে মত আমারও সেই মত, তাহাতে কিছু প্রভেদ না থাকিতে পারে।

কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত এই উভয়ই প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মমত ধর্ম্মভাবের পরিরক্ষণের পক্ষে সুদৃঢ় সেতু স্বরূপ—ধর্ম্মভাব রূপ দুর্গের পরিখা স্বরূপ। এই ধর্ম্মমতকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মভাব সঞ্চরণ করে। অথচ আবার ধর্ম্মভাব সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন; ইহা মুক্তভাবে মনুষ্যের অনন্ত জীবনকে অধিকার করে।

ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের এই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব উভয়ই আবশ্যক এবং এই উভয়েরই সংশোধন আবশ্যক। ইহার কোন একটির অবিশুদ্ধতাতে আর একটির বিশুদ্ধতার ব্যাঘাত হয় এবং তাহাতে মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত জন্মে। ইহার মধ্যে ধর্ম্মমতের সংশোধনার্থ আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য করিতে হয়, ধর্ম্মভাবের সংশোধন আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই অধিক নির্ভর করিতেছে।

সৌভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদিত হওয়াতে আমাদের ধর্ম্মমতের নিমিত্ত বাগ্‌বিতণ্ডার এক প্রকার শেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইয়া দিতেছেন যে, যথার্থ ধর্ম্মমত অতি অল্প কথা মাত্র।—একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি আমাদের চক্ষুর গোচর নহেন, শ্রবণেরও গোচর নহেন, মনেরও গোচর নহেন; আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, শুনিতে পাই, বা মনন করিতে পারি, তিনি তত্তাবৎ পদার্থের অতীত; তাঁহারই উপাসনা দ্বারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়; যদি আমরা পাপাচরণ করি, দণ্ড প্রাপ্ত হইব, যদি পুণ্যানুষ্ঠান করি, পুরস্কার লাভ করিব।—এই পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মমত। আবার অতি আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রথমেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, যে এই মত সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ব্যক্ত আছে। সুতরাং এক প্রকার বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের ধর্ম্মমতের নিমিত্ত বিশেষ বাদানুবাদের প্রয়োজনই দেখা যায় না।

তবে ইহাও যথার্থ কথা বটে যে, যে মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রথম প্রকাশ করিয়া যান, তিনি প্রায় প্রচলিত সমুদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত ঘোরতর তর্ক সাগরেই নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সংস্থাপনের নিমিত্ত নয়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত যে সকল কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম জড়িত হইয়া ইহার বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রকাশ করিতে দেয় নাই, তাহাই বিদূরিত করিবার জন্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম মত নিতান্ত সহজ; তাহা যুক্তি ও বিচারের অপেক্ষা করে না; তাহা সর্ব্ব-হৃদয় সম্মত। এই জন্য মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি তাহা বিষদরূপে আদৌ লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহা করিবারও তিনি প্রয়োজন দেখেন নাই। তিনি বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বিচার পুস্তকের পত্রে পত্রে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত পরিস্ফুট রহিয়াছে। বর্ত্তমান যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই লেখনী-নিঃসৃত বাক্য সমূহের এক প্রকার সঙ্কলন বলিলে বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত প্রকাশ করি, তাহা সেই বীজভূত মত গুলির বিবৃত অর্থ মাত্র।

এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, সেই বীজভূত মুখ্য মত গুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। আমরা তাহার অর্থ অধিক বিবৃত করিয়া লোককে বলিতে সক্ষম নাও হইতে পারি, কিন্তু যাহা বলিব তাহা যেন বিশুদ্ধ হয়। আমাদের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাতেও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, পরন্তু সকল শাস্ত্র ও সকল মত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং আমাদের মত ও বিশ্বাসের সংশোধন ও দৃঢ়ীকরণ হইবে। আমাদের যে ধর্ম্মমত, ইহাতে কোন অবিশুদ্ধতার গন্ধ মাত্র নাই, ইহাতে আমাদের সমুদায় ধর্ম্মভাব পরিতৃপ্ত হয়। যদি কেহ আমাদের এই মতের বিপরীতার্থ প্রকাশ করে অথবা ইহার সহিত পুনরায় কোন কুসংস্কার বা উপধর্ম্মের পোষণ করে, তাহা আমাদিগকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করা হয় এবং তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষেও হানি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ধর্ম্মভাবের সংশোধন ও উন্নতির পক্ষেই আমাদের বিশেষ যত্ন আবশ্যক। ইহার জন্য আমরা আপনারাই দায়ী। ইহার ত্রুটিতে আমাদেরই ক্ষতি। ধর্ম্ম মত যদি এক শতাব্দীতে কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত থাকে, পর শতাব্দীতে তাহার সংশোধন হইতে পারিবে, কিন্তু আমরা যাহা লইয়া পরলোকে যাইব, তাহার ক্ষতি আর কেহই পূরণ করিয়া দিবে না।

ধর্ম্মভাব অবিশুদ্ধ থাকিলে এক প্রকার ক্ষতি হয়, ধর্ম্মভাবের চালনার ত্রুটি হইলে অন্য প্রকার ক্ষতি হয়। এই উভয় ক্ষতিই ধর্ম্মের উন্নতির রোধ করে, এই উভয় ক্ষতিই শোচনীয়। অতএব তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

যাঁহারা ধর্ম্ম চান, ধর্ম্ম যাঁহাদের জীবন স্বরূপ, তাঁহাদের এই গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া চলিতে হইবে। যাহাতে ধর্ম্মের যথার্থ উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহাদের পথ্য এবং তাহাই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। এই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম ভাবের রক্ষণ, সংশোধন ও উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। তিনিই আমাদের জ্ঞান-দাতা গুরু ও মুক্তি-দাতা বিধাতা।

বৈদান্তিক মত।

উপক্রমণিকা।

বেদান্ত মতের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ বেদান্ত এই পদের অর্থ প্রকাশ করিতেছি। বেদান্ত পদটীর মধ্যে দুইটী শব্দ আছে, বেদ ও অন্ত। বিদ ধাতু হইতে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান,—যাহা হইতে লৌকিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম বেদ। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" বেদোক্ত বিষয় ধর্ম্ম ও তাহার বিপরীত কর্ম্মই অধর্ম্ম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট লৌকিক ও পারমার্থিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের শাসন রূপ যে শাস্ত্র, তাহাই বেদ শব্দের বাচ্য। পূর্ব্বে যখন অক্ষর সংস্থান বা লিপি কার্য্যের সৃষ্টি হয় নাই, তৎকালে ইহা কেবল গুরু-মুখ হইতে শিষ্যপরম্পরায় শ্রবণ পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া রাখা হইত বলিয়া ইহার আর একটী সাধারণ নাম শ্রুতি। ইহার এক একটী বাক্যের* নাম মন্ত্র। এই সকল বেদমন্ত্র পূর্ব্বে এক রাশি মাত্র ছিল, তাহা হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া ভার হইত। পরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহারদিগের প্রত্যেকের কার্য্য বিশেষ, ছন্দোভেদ, প্রয়োগ ও অনুষ্ঠান বিশেষ প্রভৃতি আলোচনা পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাম, ঋক্, যজু ও

* বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। বাধবিরহোযোগ্যতা। আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টৈব। আসত্তির্ব্বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ।

অথর্ব্ব এই চারি নামে তাহারদিগকে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং বেদব্যাস নামে অভিহিত হয়েন, সে সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

বেদকে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন রাখিবার নিমিত্তে ইহার শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টী অঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিৎ এই তিন প্রকার স্বরের ভেদে কি প্রকার উচ্চারণে বেদ অভ্যাস করিতে হয়, ইহার উপদেশ যে পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম শিক্ষা। কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্ম্মে কি প্রকারে কে উচ্চারণ করিবে, এই সকল বিষয় যাহাতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহাকে কল্প সূত্র কহে। বেদের কোন্ পদটী কোন্ ধাতু হইতে কি বিভক্তিতে কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ব্যাকরণে তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদের কোন্ শব্দের কি অর্থ নিরুক্ত তাহাই প্রতিপন্ন করে। কোন্ ছন্দে কোন্ মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়, ছন্দোগ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এবং কোন্ কালে বৈদিক কোন্ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হয় ও কোন্ কালে তাহার সমাপ্তি করিতে হয়, এই সকল নির্ণয় করিবার জন্য জ্যোতিষ বেদের উপযোগী হইয়াছে।

বৈদিক আচার্য্যেরা বেদকে অপৌরুষেয় কহেন। তাঁহারা বলেন, পুরুষ কৃত জন্য স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি পৌরুষেয়; আর বেদ কোন পুরুষের কৃত নয়, ঈশ্বরের কৃত বলিয়া তাহাকে অপৌরুষেয় কহা যায়। কিন্তু এ রূপ মীমাংসাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে বেদেতেও কোন কোন স্থলে ঈশ্বরকে পুরুষ শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ—সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি; সুতরাং বেদও পুরুষ কৃত জন্য পৌরুষেয় শব্দের বাচ্য হইল। অতএব কেহ কেহ পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া থাকেন, যে মহা প্রলয় কালে পুরাণ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র ও সকল বেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়, পরে সৃষ্টিকালে এসকল আবার পুনরুদ্ধৃত হয়। তখন পুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র উদ্ধৃত হয়, পূর্ব্বকল্পে তাহার পাঠ সকল যে রূপ ছিল, পুরুষকৃত বলিয়া পর কল্পে ঠিক্ সেই রূপ পাঠ না হইয়া কোন কোন স্থানের পাঠ অন্য প্রকার হয়, এই কারণেই পুরাণ প্রভৃতিতে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব তাহাকে পৌরুষেয় বলা যায়। এই জন্যই পৌরাণিক পণ্ডিতেরা পুরাণের পাঠ ভেদকে কল্পভেদের পাঠ বলিয়া মীমাংসা করেন। কিন্তু বেদের পাঠ পূর্ব্ব কল্পে যে রূপ ছিল, ঈশ্বর কৃত বলিয়া পর কল্পেও ঠিক সেইরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট পাঠ উদ্ধৃত হয়, কস্মিন্ কালে কোন স্থানে তাহার পাঠের ইতর বিশেষ হয় না বলিয়া তাহা অপৌরুষেয় শব্দে ব্যবহারের যোগ্য হয়। ইহাতেই তাঁহারা পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়ের এই লক্ষণ করিয়াছেন যে "স্বজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষ্যোচ্চারণবিষয়ঃ পৌরুষেয়ঃ"। পূর্ব্ব কল্পের উচ্চারণকে অপেক্ষা না করিয়া যে উচ্চারণ হয়, তাহার নাম পৌরুষেয়, আর তদ্বিপরীতই অপৌরুষেয়।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে তাঁহারা যে রূপই ব্যাখ্যা কৌশল আনয়ন করুন, কিন্তু বেদের পাঠের ব্যতিক্রম না হইবার জন্য যে সমস্ত উপায় বিদ্যমান আছে, পুরাণ প্রভৃতির পাঠের অন্যথা না হইবার জন্য সে রূপ কোন উপায় না থাকাতেই দেশ ভেদের পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ দেখা যায়। তাহাতে এই রূপ অনুমান হয় যে লিপিকরপ্রমাদেই হউক,

বা পণ্ডিতদিগের জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে কল্পিত পাঠ সংযোজিত হইয়াই হউক, পুরাণ প্রভৃতিতে অনেক স্থলে পাঠের অন্যথা ঘটিয়াছে, কিন্তু বেদের পাঠ অন্যথা না হইবার উপায় সকল বিদ্যমান থাকাতেই কস্মিন্ কালে কোন দেশের কোন বেদ পুস্তকে পাঠের ইতর বিশেষ হয় নাই, সকল দেশের সকল পুস্তকেই একই প্রকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদের পাঠ কেহ কখন অন্যথা করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা তাহার উপায় স্বরূপ পদ, ক্রম, প্রভৃতি নামক গ্রন্থ বিশেষ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদ মন্ত্রের কোন্ কোন্ পদের মধ্যে কি কি অক্ষর আছে, এবং কোন্ অক্ষরের পর কোন্ অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, পদ নামক গ্রন্থে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ঐ বেদ মন্ত্র সকলের কোন্ পদের পর কোন্ পদ উচ্চারিত হইবে ও কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ শেষ হইলে কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ তাহার পর উচ্চারণ করিতে হইবে, ক্রম নামক গ্রন্থে তাহার বিশেষ কৌশল নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের পাঠের অন্যথা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার একটি পদের—একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

বৈদিক আচার্য্যেরা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত কহেন। তাঁহারা বলেন, নিত্য অভ্রান্ত পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাস নির্গমনের ন্যায় অযত্নে বেদ মন্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে, সুতরাং ইহা নিত্য ও অভ্রান্ত। যে রূপ গুণবিশিষ্ট কারণ হইতে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই সকল গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্য সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত অভ্রান্ত পরমেশ্বর হইতে বেদমন্ত্র সকল উদিত হওয়া জন্য তাহাও নিত্য ও অভ্রান্ত অবশ্যই হইবে। তাঁহার দিগের এই সকল যুক্তি যে কতদূর অখণ্ডনীয়, এস্থলে তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বেদ যে সর্ব্বাপেক্ষা আদি শাস্ত্র এবং তাহার সকল অংশ না হউক, কোন কোন অংশ যে মনুষ্য সৃষ্টির অব্যবহিত পরকাল অবধি এপর্য্যন্ত একই আকারে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই।

বেদ সকল দুই দুই কাণ্ডে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। প্রথম,—কর্ম্মকাণ্ড। নিত্য, নৈমিত্তিক, দশবিধ সংস্কার, পূর্ত্ত, আরাম, প্রভৃতি চারি প্রকার আশ্রমির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল এবং যজ্ঞ দান প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমুদায় যে রূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার বিধি নিষেধ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডে বিস্তৃত আছে। এই কর্ম্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধের মীমাংসার নাম কর্ম্ম মীমাংসা ও পূর্ব্ব মীমাংসা; তাহার সূত্র সকল জৈমিনির কৃত; এস্থলে সে সকল বিষয়ের বিবেচনা করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়,—জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডে কেবল ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ, তাঁহারই উপাসনা এবং পরকাল ও মুক্তি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।—উভয় কাণ্ডে বিভক্ত এই বেদ সকল যে নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ও তাহাতে নানা প্রকার অনুষ্ঠেয় কার্য্যের বিবরণ যে অতি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে সে সকল বিষয়ের বিবরণ করাও অনাবশ্যক।

অতঃপর বেদান্তে কি তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। বেদের তিনটী অংশ আছে। প্রথম অংশ সংহিতা, দ্বিতীয় অংশ ব্রাহ্মণ, ও তৃতীয় অংশ উপনিষদ্। তাহার মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ কর্ম্ম কাণ্ডের অন্তর্গত, এবং উপনিষদ্ অংশকেই জ্ঞান কাণ্ড কহে। সংহিতাতে কেবল কর্ম্ম কাণ্ডের মন্ত্র গুলি

গ্রথিত হইয়াছে ও ব্রাহ্মণেতে কর্ম্ম কাণ্ডের কতক মন্ত্র ও সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ কর্ম্মে কাহাকে কি রূপে প্রয়োগ করিতে হয় এবং কোন্ কর্ম্মের কি রূপ অনুষ্ঠান ও কাহার কি ফল, এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে। আর উপনিষদে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল ও ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, মুক্তির বিবরণ ও ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি লাভ, এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আচার্য্যেরা উপনিষদ্ শব্দের এই রূপ ব্যুৎপত্তি করেন যে উপ নি পূর্ব্বক সদ ধাতু হইতে উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ নি পূর্ব্বক সদ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি, সুতরাং যে গ্রন্থ বিশেষ দ্বারা নিশ্চয় পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাই উপনিষদ্ শব্দের বাচ্য। এই জন্য কোন কোন স্থলে জ্ঞান প্রতিপাদক কোন কোন পৌরাণিক যোগশাস্ত্রও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত সংহিতাকে আদি ভাগ, ব্রাহ্মণকে মধ্যভাগ, এবং উপনিষদ্‌কে অন্তভাগ বা শিরোভাগও কহে। প্রতি ব্রাহ্মণের অন্তভাগে উপনিষদ্ আছে, আর কোন কোন সংহিতার শেষভাগেও উপনিষদ্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে বেদের অন্তে থাকাতেই উপনিষদের নাম বেদান্ত, সুতরাং সামান্যতঃ বেদান্ত শব্দের অর্থ সহজেই প্রতিপন্ন হইল।

উপনিষদের মধ্যে যে সকল মন্ত্রের পরস্পর বিরোধ আছে, তাহারদিগের বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক একার্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য বেদব্যাস যে সকল সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম ব্রহ্ম সূত্র, শারীরক সূত্র, ও বেদান্ত সূত্র, এবং তাহারই নাম বেদান্ত মীমাংসা, ব্রহ্ম মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। কিন্তু বেদান্তমীমাংসক আচার্য্য দিগের মতে কেবল উপনিষদ্‌ই যে বেদান্ত শব্দের প্রতিপাদ্য এমত নহে, তাঁহারা বলেন, উপনিষদ্ ও উপনিষদের উপযোগী ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র মাত্রই বেদান্ত শব্দের বাচ্য হয়। এই জন্যই পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে কোন গ্রন্থের যে কোন অংশে অধ্যাত্ম প্রতিপাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকল শ্লোক গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারদিগেরও পরস্পর বিরোধের মীমাংসা করিয়া ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যকারেরা স্বীয় স্বীয় কৃত বেদান্ত মীমাংসায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহারদিগের নামও ব্রহ্ম মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। "মীমাংসা বেদবিচারঃ, সা চ কর্ম্ম-ব্রহ্মভেদাৎ জৈমিনিবাদরায়ণপ্রণীতা দ্বিবিধা"। বেদের বিচারের নাম মীমাংসা, তাহা দুই প্রকার, জৈমিনি প্রণীত কর্ম্ম মীমাংসা ও বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্ম মীমাংসা। অনেকেই এই বেদান্ত সূত্র সকলের ভাষ্য করিয়া অনেক প্রকার অর্থে বেদান্ত দর্শন প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারদিগের মধ্যে অদ্বৈত প্রতিপাদক শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের অর্থ অনুযায়ী বেদান্তের মত এস্থলে প্রকাশ করা যাইবে।

স্বাস্থ্যসাধন।

"স্বাস্থ্য সুখ প্রধান সুখ"—এই সারার্থক বাক্যটী চির-প্রসিদ্ধ। ইহার মর্ম্ম না জানেন, এমন লোক দৃষ্টি গোচর হয় না: মনুষ্য অন্তর হইতে এই বাক্যে সায় প্রদান করে, এবং কি স্বাস্থ্যের সময়, কি স্বাস্থ্য ভঙ্গের সময় এই বাক্যটী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে প্রায়ই অন্তর্হিত হয় না। কিন্তু তথাপি কি মনুষ্য সর্ব্বদা সুস্থ অবস্থায় অবস্থিত আছে? এমন প্রার্থনীয় স্বাস্থ্যও কি মনুষ্য সর্ব্বদা উপভোগ করিতে সমর্থ হয়? একথা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, কাহারও

উত্তর বোধ হয় সন্তোষকর হইবে না। মনুষ্যের ত সহস্র বিষয়ে শোক ধ্বনি উত্থিত হইতেছে,—স্বাস্থ্য যাহা মনুষ্যের প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু, তদ্‌বিষয়ক অভাব নিবন্ধন মনুষ্যকে বরং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোক করিতে হয়।

দীর্ঘ জীবন ও সুশ্রীকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এই দুইটীকে স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যে ব্যক্তি যথার্থ স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করে, সে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। আর শরীর যদি সর্ব্ব প্রকারে সুস্থ থাকে, তবে তাহা সর্ব্বাংশে সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হয়। ইহা অনেক প্রকারে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে—অথবা ইহা এত স্পষ্ট যে ইহাতে প্রমাণেরও আবশ্যক হয় না। এখন এই দুইটী বিষয়ে আমাদের কি রূপ অবস্থা, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম, দীর্ঘ জীবন।—প্রাচীন কালের মনুষ্য সকল দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন, সকল দেশের লোকেরাই এই কথা বলেন। যত প্রাচীন কালের লোকের কথা আমারা ইতিহাস দ্বারা জানিতে সক্ষম হই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন কালের লোক প্রায় দুই শত বৎসর জীবিত থাকিতেন। আর তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। এক্ষণে তাঁহাদের কথা কল্পনার ন্যায় বোধ হয়। পরন্ত এক্ষণেও মনুষ্যকে শত বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এই সকল দীর্ঘায়ুঃ লোকের সংখ্যা পূর্ব্বে অধিক ছিল, ক্রমে, ক্রমে বিস্তর হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই মনুষ্য জীবনের এই রূপ অবস্থা। পরন্তু মনুষ্যের দীর্ঘায়ুঃ যে নিতান্তই প্রার্থনীয়, চির-প্রথিত গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদ বাক্যেই তাহা উত্তম ব্যক্ত হয়।

কিন্তু এক্ষণে কত মনুষ্যের কত বয়সে মৃত্যু হইতেছে কেহ কেহ তাহার যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে আমাদের জীবদ্দশার কি ক্ষোভজনক বার্ত্তা প্রকাশ হয়! কোন কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, যত লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, সপ্তম বর্ষ অতিক্রম না করিতে করিতে তাহার চতুর্থাংশ লোক এবং সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; শতকরা ছয় জন মাত্র লোক পঁয়ষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; আর যাঁহারা শত বৎসর জীবন প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা, যত লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার দশ সহস্রাংশের এক অংশ মাত্র। হা! কি শোচনার বিষয়! মনুষ্যের জীবনের বার্ত্তা বলিতে গিয়া মৃত্যুরই চিত্র চিত্রিত করিতে হয়!

কিন্তু পশুদিগের সহিত এবিষয়ে মনুষ্যের কত তারতম্য; পশুদিগের জীবন কালের পরিমাণ নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রায় সম্ভবকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু অতি অল্পই সংঘটিত হয়। তবে মনুষ্যেরই এমন অবস্থা কেন? পশুগণ যখন সম্ভব কাল পর্য্যন্ত বাঁচে, মনুষ্যদিগের মধ্যেও যখন কেহ কেহ শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতেছেন, তখন চেষ্টা করিলে সকল মনুষ্য যে সম্ভব কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পরিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয়, সুশ্রীকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্য। এখানে এই শব্দে সৌন্দর্য্যের যথার্থ লক্ষণ প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল বর্ণে অথবা কেবল গঠনে সৌন্দর্য্য হয় না; তরলমতি লোকেরা চাকচিক্যশালী আপাতরমণীয় কোন বস্তু দেখিলে তাহাতে বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু তাহাদের যথার্থ সৌন্দর্য্য বোধ থাকিলে তাহাদের ভাব ও বিচার শক্তি অন্য পথে গমন করিতে পারে। যখন

মনুষ্যের সর্ব্বাবয়বের সম্পূর্ণ বল পুষ্টি সৌষ্ঠব লালিত্য ও কান্তি প্রকাশ হয়, তখন তাহার যথার্থ সৌন্দর্য্য দীপ্তি পাইতে থাকে।—ইহার নিমিত্ত মনুষ্যের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যেরই প্রয়োজন। উদ্ভিদ্‌রাজ্যে অথবা অন্যান্য জীবরাজ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়। যখন কোন উদ্ভিদ বা জীব সর্ব্বাংশে সুস্থ থাকে, তখন তাহা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। এই জন্য কোন কোন ব্যক্তি এই রূপ সৌন্দর্য্যকেই স্বাস্থ্যের প্রধান পরিচায়ক রূপে গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহার কি বিপর্য্যয়ই না দৃষ্ট হয়! অনন্তরূপী সহস্র জাতীয় রোগ সকল মনুষ্যের রক্ত মাংস মজ্জাতে বসতি করিয়া মনুষ্যের শরীর কি পর্য্যন্তই না বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। পিতার ঔদাস্যে মাতার আলস্যে কত লোক বাল্যাবস্থাতেই এক প্রকার জরাগ্রস্ত হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছে। কত লোক গর্ভাবস্থাতেই বিকলাঙ্গ ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া আত্মীয় প্রতিবেশী ও দর্শক দিগের শোক ও বিস্ময় উদ্দীপন করিতেছে। আবার কত লোক প্রবৃত্তির উত্তেজনায়—শোক মোহাদির পীড়নে জর্জ্জরিত ও শুষ্ক হইয়া কঙ্কালসার কলেবর বহন করিতেছে। কত লোক অপরিমিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে ভগ্ন শরীর ও অকর্ম্মণ্য হইয়া অর্দ্ধ বয়স অবধি এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে। এই সকল বিপর্য্যয় ঘটনা কোথাও অল্প কোথাও অধিক, কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যথার্থ সুস্থ অতি অল্প লোকই বিদ্যমান আছেন।

পরন্তু আমাদের অস্বাস্থ্য বর্ণনাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে আমরা আরো কত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতাম। এক্ষণে এই সকল অবশ্য পরিহার্য্য অসহ্য ক্লেশের কি রূপে অবসান হয়,—কিসে আমরা প্রকৃতিস্থ হইতে পারি—কি প্রকারে যথার্থ স্বাস্থ্য সুখ আমাদের নিত্য সম্ভোগ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেমন তিথির অনুক্রমে এক এক দিবস কতক কতক হ্রাস হইয়া আইসে, আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সেই রূপ ক্রমে ক্রমে অনেক দূর হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে আবার সেই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের বৃদ্ধির ন্যায় ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইহার নিমিত্ত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। আমাদের স্বাস্থ্য সাধন রাজকীয় বা সামাজিক কোন ব্যবস্থা দ্বারা সম্পাদ্য নহে। ইহাতে পরোক্ষ সাধন চলে না, ইহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দিনের অপ্রতিহত যত্ন আবশ্যক।

আমাদের আহার, পান, চিকিৎসা ও সন্তান প্রতিপালন এবং শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটিই যে এখনো বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহার এই এক প্রধান প্রমাণ যে, এখনো তাহা দ্বারা কোন শ্রেণীর লোক যথার্থ স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হইল না। আহার, পান, চিকিৎসা ও শিক্ষাদিতে সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্য বা জীবন নির্ভর করিতেছে। এই সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর জীবন সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলী দ্বারাই রক্ষিত হইবে, সহজ যুক্তি দ্বারা এই এক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল কয়েক জন চিকিৎসক বা শিক্ষকেই যে এই সমুদায় মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিবেন, অথবা করিতে পারিবেন, ইহা কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না। সুতরাং এই কথাই স্থির হইতেছে যে সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্যের জন্য সমুদায় মনুষ্যকেই চিন্তা ও যত্ন করিতে হইবে এবং তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারিতেছে যে, যাবৎ সমুদায় লোক অথবা অধিকাংশ লোক আপনাদের স্বাস্থ্যোন্নতির উপযোগী জ্ঞান লাভ না করেন—যাবৎ অধিকাংশ মনুষ্য পৃথিবীর এই অমঙ্গলরাশি বিনাশের নিমিত্ত যুক্তি ও পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাবৎ মনুষ্যের স্বাস্থ্য সাধনের যথার্থ পথ আবিষ্কৃত হইবে না। মনুষ্যের স্বাস্থ্য যেমন মূল্যবান পদার্থ, ইহার উন্নতির যথার্থ উপায় সকল অবধারণ করাও তেমনি কঠিন। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যাতে নিপুণ অথবা যে সকল চিকিৎসা শাস্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; যদি সেই সকল চিকিৎসকের বা চিকিৎসা শাস্ত্রের মতেই কেবল সমুদায় চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, তাহা হইলে কত রোগ একবারে অচিকিৎস্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিত এবং সেই সকল রোগের যে সকল উদ্ভট মহৌষধ অন্যান্য লোক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যের দর্শন পথে সমানীত হইত না। ইহাতে যেমন প্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্যের স্বাস্থ্য সাধন তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, তেমনি ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ইহার উন্নতির জন্য সমুদায় লোকেরই চিন্তা চেষ্টা ও পরীক্ষা আবশ্যক।

সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেবভট্ট প্রণীত।

চূড়াকরণ।

১। কুলাচার অনুসারে প্রথম অথবা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ করিবেক।

১। বিবাহ, চূড়াকরণ ও উপনয়ন, এই তিন সংস্কার যেরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় হইয়া আছে, আর আর গুলি সেরূপ নহে। এই জন্য বিবাহের পরই এইটি প্রকাশ করা যাইতেছে। গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া গুলি অনেক স্থান হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং না করিলেও হিন্দুসমাজ আর সে রূপ হানি বোধ করেন না।

২। চূড়াকরণ দিবসে পিতা প্রাতঃকালে স্নান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া সত্য নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া সাত সাত গাছী কুশ আর এক এক গাছী কুশে বন্ধন পূর্ব্বক তিনটি আটি (পিঞ্জলী) প্রস্তুত করিয়া, তাহা, উষ্ণ জল সহিত কাংস্য পাত্র, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, তাহার অভাবে দর্পণ ও লৌহক্ষুরহস্ত নাপিতকে অগ্নির দক্ষিণ দিকে; বৃষকাময়, তিল, তণ্ডু ও শ্বেত সর্ষপ (সিদ্ধং চ কুঙ্কুমং) অগ্নির উত্তর দিকে এবং মিশ্রিত ধান্য যব ও তিলপূর্ণ তিনটি পাত্র ও মিশ্রিত তিল মাষ কলায় পূর্ণ তিনটি পাত্র অগ্নির পূর্ব্ব দিকে স্থাপন করিবেক।

৩। মাতা শুভ্র বস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রোড়ে রাখিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে ভর্ত্তার বাম পার্শ্বে উত্তরাগ্রকুশে পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবেক।

৪। অনন্তর পিতা প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া পরে ব্যাহৃত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক।

৫। অনন্তর উত্থিত ও পূর্ব্বমুখ হইয়া কুমারের মাতার পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষুরপাণি নাপিতকে দর্শন ও তাহাকেই সূর্য্য রূপ ধ্যান করত জপ করিবেক যথা—

প্রজাপতি ঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আয়মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ।

"অয়ং সবিতা ক্ষুরেণ আ অগাৎ।"

এই সবিতা ক্ষুরের সহিত আসিয়াছেন।

৬। অনন্তর উষ্ণ জল সহিত কাংস্যপাত্র দর্শন ও মনে মনে বায়ুকে ধ্যান করত জপ করিবেক যথা—

প্রজাপতি ঋষি র্বায়ুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উষ্ণেণ বায় উদকেনৈধি।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তা ইহাতে অভিজ্ঞতা সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত যে সকল রাজবিধি প্রচলিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। দণ্ড বিধি আইনে ও রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের শাসনের নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে প্রজাদিগের সুখ বৃদ্ধি না হইয়া কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন সামান্য সামান্য অপরাধে তাহাদিগকে বিচারালয়ে যাইতে হয়; আর বিচার প্রণালীর এমনি দোষ যে, তাহাতে কেবল অর্থ নাশ, সময় নাশ ও আপনাদের জীবিকার ক্ষতি দর্শন করিয়া তাহাদিগকে বিস্তর মনস্তাপে প্রপীড়িত হইতে হয়।

৪। The fourteenth Annual Report of the Family Literary Club.

কলিকাতার বড় বাজারে এই সভাটী অধ্যবসায় সহকারে চতুর্দ্দশবর্ষ কাল বিবিধ উৎকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিয়া আসিতেছে। এই চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে একটি উত্তম বক্তৃতা হইয়াছিল। সেই বক্তৃতার এবং তৎপূর্ব্বতন দুই সাধারণ অধিবেশনের দুইটি বক্তৃতার মর্ম্ম এই কার্য্য বিবরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৫। A Lecture on the modern Buddhistic researches.

বহরম পুর লিটরারি সোসাইটীতে শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন এই বক্তৃতা করেন। ইহাতে বুদ্ধ দেবের জীবন চরিত ও তাহার ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক কথা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের যত দূর জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা কোন মতেই চরিতার্থ হইতেছে না। বিষয়টী কি মহৎ তাহা বক্তা প্রথমেই অতি উত্তম বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ইতিহাস তত্ত্ব যতই প্রকাশিত হইবে, ততই আমাদের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

৬। মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা।

উক্ত মিত্র মহাশয়, চুঁচুড়া ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল বক্তৃতা করিয়া ছিলেন, তাহা একত্রে মুদ্রিত হইয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার সাধু ভাব, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং যথেষ্ট ধর্ম্মালোচনার চিহ্ন প্রকাশিত আছে। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে।

৭। বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা।

এক্ষণে বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি না, তাহা লইয়া এ দেশের বিজ্ঞতম পণ্ডিতগণ যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা তৎসম্বন্ধীয় এক খানি বিচার পুস্তক। প্রত্নকল্পনন্দিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমি ভট্টাচার্য্য ইহা রচনা করিয়াছেন। সামশ্রমী মহাশয় দৃঢ় রূপে বলিতেছেন যে বহু বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে এবং যে জন্য এই আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্তও তিনি সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করিতেছেন। তিনি বলেন "সমাজ সামর্থ্য-হীন দেখিয়া তাহার সামর্থ্য বর্দ্ধনার্থ বদ্ধ পরিকর হওয়াই সমর্থের কার্য্য; সমাজকে স-বীর্য্য করা দুঃসাধ্য বলিয়া নিরুদ্যম হওয়া কি উদ্যমীর কার্য্য! সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে যাক, কি করি? ক্রমে আমরা রাজশরণাপন্ন হই—ইহাই কি সৎসামাজিকের বক্তব্য? রাজশরণ অগতির গতি এবং তাহাতে অনেক দুর্গতি, মতিমানেরা অসদ্গতিকে গতি বলেন না, তাঁহারা সদ্গতি করিতেই যথাশক্তি মতির সঙ্গতি করেন।"

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ পৌষ রবিবার প্রাতে ৭॥০ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ১১ মাঘের মধ্যে ব্রাহ্মগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

গত আশ্বিন মাস অবধি পত্রিকার মাশুল অর্দ্ধ আনা হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকগণ ছণ্ডী, মণিঅর্ডর বা অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিটের দ্বারা পত্রিকার মূল্য পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট পাঠাইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারি সম্পাদক।

আগামী ৫ পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ পৌষ শুক্রবার।

Registered No 2

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
প্রথম ভাগ
মাঘ ১৭৯৩ শক

৩৪১ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্যের ভাব আমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধিতে নিহিত আছে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালন দ্বারা ইহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হয়। আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন পুরুষ বলিয়া জানি, যে কোন কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহা যে স্বেচ্ছাধীন করিতেছি এই প্রত্যয়টি আমাদের মনে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে। কোন অভীপ্সিত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমরা ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি। আত্মার এই স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ভাব উপলব্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, ধর্ম্মতঃ আমাদের স্ব স্ব কৃত কার্য্য সকলের ফলাফলের ভাগী আমরা ব্যতীত আর কেহই নহে। সেই সকল

PAGES MISSING.

কার্য্য হইতে যে সমস্ত শুভাশুভ ফলোৎপন্ন হয় এবং যে সমস্ত ঘটনার সংঘটন বা সূত্রপাত হয়; আমরাই তাহার মূলীভূত হেতু ও কর্ত্তা। আমাদের সেই কার্য্য দ্বারা যদি শুভ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম ভাব চরিতার্থ হয় ও সেই কার্য্যকে সদনুষ্ঠান ও তাহা উচিত ও কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের প্রত্যয় জন্মে; সেই রূপ যে সকল কর্ম্ম হইতে অমঙ্গল ও অনিষ্টোৎপত্তি হয়, সে সকল কার্য্যকে অনুচিত ও অকর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। যেমন আমরা জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সাংসারিক কার্য্য সমূহের মধ্যে কোন্ কার্য্য উৎকৃষ্ট কোন্‌টী অপকৃষ্ট, কোন্‌টী মঙ্গল কোন্‌টী অমঙ্গল, কোন্‌টী প্রীতিকর কোন্‌টী অপ্রীতিকর, তাহা অবধারণ করি, সেই রূপে সেই কার্য্যটী কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, উচিত কি অনুচিত তাহাও বিবেক দ্বারা জানিতে পারি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং যাহা অকর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিপরীতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার প্রতিকুলে আমরা তাঁহার আদেশকে অবজ্ঞা করিয়া যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই। এই অপরাধের নাম পাপ; আর এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুসারে তাঁহার আদেশ পালন করাই পুণ্য। এই রূপে মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা, কার্য্যের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান ও তদ্ধেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অনুভব ও সেই কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত বা পরাংমুখ হওয়া অথবা অকর্ত্তব্য কার্য্যে রত হওয়া এই কএকটি ব্যাপারের সন্নিপাতে ঈশ্বর সন্নিধানে যে আমাদের সাধুশীলতা বা অপরাধ, তাহা বোধ করিলে পাপ ও পুণ্যের প্রকৃত ভাব মনোমধ্যে উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার মঙ্গলময় শাসনে বিশ্বাস যেমন ধর্ম্মজ্ঞানের প্রথম অঙ্কুর, সেই রূপ পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান ধর্ম্ম সাধনের প্রথম সোপান। জনসমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতে পাপ ও পুণ্যের ভাব মনুষ্য হৃদয়ে উদিত হইতে দেখা যায়। যদিও কার্য্য বিশেষের ফলাফল-জ্ঞানের তারতম্যানুসারে তৎসংক্রান্ত পাপ পুণ্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন জন সমাজে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়, কিন্তু যে স্থলে কোন কার্য্যে উপরোক্ত লক্ষণ গুলি স্পষ্ট রূপে লোক দেখিতে পায়, সে স্থলে তৎকার্য্যের পাপ বা পুণ্যজনকতা সম্বন্ধে কুত্রাপি মত ভেদ হইতে দেখা যায় না।

১। যে কার্য্য জনিত আমরা পাপের বা পুণ্যের ভাগী হইব, তাহা আমাদের স্বাধীনতা সহকারে স্বেচ্ছাকৃত হওয়া আবশ্যক। যে কার্য্য আমরা স্বয়ং করি নাই, অথবা যাহাতে আমাদের কিছু মাত্র সহকারিতা থাকে না, তাহার দায়ী আমরা কি প্রকারে হইব? এজন্য কোন কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই মত যে লিখিত আছে যে পিতার পাপভার সন্তানকে বহন করিতে হইবে ও পাপী যে পাপাচরণ করে তাহার পুত্র পৌত্রাদিকেও তাহার ফল ভাগী হইতে হইবে, একথা কেবল পাপাসক্তি নিবারণ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। যদিও আমরা এমন অনেক উদাহরণ দেখি যে, কোন কোন স্থলে পিতার পাপের ফল সন্তানকে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই সকল উদাহরণই আবার দেখাইয়া দেয় যে, সেই সন্তান তাহার পিতার অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার করিবার ন্যায় তাহার দুষ্কর্ম্মের ফলও ভোগ করিতেছে, কিন্তু সে তথাপি আপনাকে যথার্থ সেই পাপে পাপী বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। পাপাচরণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলে আমরা স্পষ্টই

দেখিতেছি যে, আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল এ প্রকার প্রবল হইয়া উঠে ও আত্মা এমন বলহীন হইয়া যায় যে সেই সকল প্রবৃত্তিকে কোন ক্রমে প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না। সুতরাং আমরা দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূলাক্রান্ত দুর্ব্বল মৃগ শাবকের ন্যায় প্রবল রিপু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারই পথে নীয়মান হই। এমন স্থলে ইহা কদাপি বলা যাইতে পারে না যে এই প্রকারে আমরা যে সকল দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তাহার ফলের ভাগী আমরা নহি; এবং এরূপও কখন আমরা মনে করিতে পারি না যে আমাদের এই স্বীকৃত—পাপের শাস্তি আমরা ব্যতীত অপর কেহ ভোগ করিবে। কারণ আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে, যে কুপ্রবৃত্তি আমাদের উপর এক্ষণে, এত উৎপীড়ন করিতেছে তাহাকে আমরা প্রশ্রয় না দিলে সে কদাচ এত প্রবল হইতে পারিত না। অতএব কোন ব্যক্তি আপন গৃহে বিষধর সর্পকে পোষণ করিয়া যদি তৎকর্ত্তৃক দংশিত হয়। তবে সে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে অপরাধী করিবে।

২। কার্য্যের প্রকৃত দোষ গুণ ও ফলাফল না জানিলে অনেক স্থলে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যথার্থ জ্ঞান উদয় হয় না। এজন্য দেখা যায় যে অসভ্য ও অজ্ঞানাবস্থায় লোকে যে সকল কার্য্যকে পুণ্যজনক ও পুরুষার্থসাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা সুসভ্য দেশে উন্নতিশীল জনসমাজে অতি গুরুতর পাপ ও নিতান্ত গর্হিত কার্য্য রূপে পরিগণিত হয়। পূর্ব্বতন কালের নরবলি প্রভৃতি উপরোক্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত স্থল। লোকে নিতান্ত অজ্ঞান ও ভ্রম বশতঃ এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট জনক কার্য্যকে যে পর্য্যন্ত সৎকর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহারা তজ্জন্য পাপাচরণ করিতেছে বলা যায় না; তদবস্থায় সে তাহার অজ্ঞান ও কুসংস্কারেরই ফল ভোগ করিবে; কিন্তু জ্ঞানের ও বিবেকের উদ্রেক হইয়া যখন ঐ সকল কার্য্যকে মনুষ্যের স্বভাব-বিরুদ্ধ ও অধর্ম্মজনক বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখন তাহার অনুষ্ঠান করিলে সম্পূর্ণ পাপগ্রস্ত হইতে হয়। এই রূপে আমাদের জ্ঞানের উন্নতি সহকারে কর্ত্তব্য ক্ষেত্র যেমন চারি দিকে অধিকতর প্রসারিত হইতে থাকে তেমনি আমাদের পাপ পুণ্যেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে এক্ষণে পৃথিবীতে পাপেরও বৃদ্ধি হইতেছে। একথা যদিও নিতান্ত অমূলক নহে কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্যের ব্যাখ্যা হয় না ও তদ্দ্বারা অনেকের ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। অসভ্য ও অজ্ঞানাবস্থায় মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সংখ্যা অতি অল্প থাকে, সুতরাং সেই কর্ত্তব্য অবহেলন জনিত পাপের সংখ্যাও অবশ্য অল্প; কিন্তু জ্ঞানালোকের পরিধি যে পরিমাণে বিস্তার হইতে থাকে, সেই পরিমাণে কর্ত্তব্য কার্য্যের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সেই কর্ত্তব্য পালনের অথবা তাহার বিপরীতাচরণের বহুল অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য সমাজের শৈশবাবস্থায় যেমন পাপের পরিমাণ অল্প তেমনি পুণ্যের পরিমাণও সংকীর্ণ ছিল; এক্ষণে সভ্য জন পদে যেমন অশেষবিধ পাপাচরণের দৃষ্টান্ত দেখা যায় তেমনি আবার অসংখ্য পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানও দৃষ্টি গোচর হয়। অপরন্তু কার্য্যের শুভাশুভ ফল দৃষ্টে যে আমরা কর্ত্তব্যতা অবধারণ করি, একথা যদিও সামান্যতঃ সত্য, কিন্তু কতকগুলি কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের মনে স্বভাবতই কর্ত্তব্যের ভাব উদয় হয়,

তাহাতে আমরা ফলাফল নির্ণয় করিবার অপেক্ষা করি না। সর্ব্বদা সত্যবাদী হওয়া পরবিত্তাপহরণে বিরত হওয়া ইত্যাদি কার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতার ভাব বাল্যকাল হইতেই আমাদের মনে স্বভাবতঃ উদয় হয়। তাহার ফলাফলের প্রতি আমরা দৃষ্টি করি না।

৩। যাহা কর্ত্তব্য তাহা না করিলে যে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় ও তজ্জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই, এভাব উদয় না হইলে মনুষ্য আপনাকে পাপগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারে না। অনেকে কর্ত্তব্যতাকে জনসমাজের মধ্যেই সংনিবদ্ধ রাখিতে চাহে। তাহাদের মতে কর্ত্তব্যের বিপরীতাচরণ করিলে কেবল সামাজিক অপরাধ মাত্র হয়; তাহাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত অথবা জনসমাজে অপমানিত, কিম্বা বন্ধু বান্ধবের নিকট লজ্জিত হইতে হয়; তদতিরিক্ত সেই অপরাধী ব্যক্তি যে জগদীশ্বরের নিকট দণ্ডার্হ, এ ভাব তাহাদের মনে হয় না। সেই রূপ আবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সাধন করিলে, সাংসারিক সুখ, জনসমাজে প্রতিষ্ঠা, এবং উত্তরোত্তর অধিকতর মর্য্যাদা ও ধন সম্পত্তি লাভ, এই ভিন্ন আর তাহার কোন ফল তাহারা দেখিতে পায় না। এজন্য যাহারা নাস্তিক বা ঈশ্বরের শাসনে যাহাদের বিশ্বাস নাই, পাপ যে কি গুরুতর বিষয় এবং পুণ্য যে কি সুমহৎ পদার্থ, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

পাপ আমাদের হৃদয়ে কি রূপে প্রবেশ করে, এই কথা এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে মনুষ্য জাতি বহুকাল হইতে স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পাপাসক্ত হইয়াছে, এজন্য অতি শৈশবাবস্থাতেই লোকের পাপের প্রতি অনুরাগ ও পাপাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু যাঁহারা মানব প্রকৃতিকে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ প্রকার সামান্য লোকবাদে কদাপি বিশ্বাস করিতে পারেন না। আমাদের বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থাই পাপ সঞ্চারের একটি মূল কারণ বলিতে হইবেক। আমরা ভৌতিক জগৎকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাধীন দেখিতে পাই, সেই রূপ জগদীশ্বর আমাদের আত্মার উন্নতি সম্বন্ধেও নিয়ম স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন; নিয়ত আয়াস ও অভ্যাস সহকারে সেই নিয়মানুসারে আমাদের চির জীবন চলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধির দৌর্ব্বল্য হেতু অনেক স্থলে আমরা সেই নিয়মটি উপলব্ধি করিতে পারি না; এজন্য নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া বিপথগামী হই। অবস্থা বিশেষে আমাদের প্রবৃত্তি সকল প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া বিবেকের উপদেশ বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে অসৎ কার্য্যে লইয়া যায়! শিশুগণ প্রথমে পদচারণ করিবার শিক্ষা কালে কত বার পতিত হয় কিন্তু প্রতি পতনের সহিত তাহার সাহস ও যত্ন অধিকতর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সে পদচারণে সম্পূর্ণ পারকতা লাভ না করে সে পর্য্যন্ত সে সেই চেষ্টা ও যত্নের ভঙ্গ দেয় না। এই অতি সহজ দৃষ্টান্ত হইতে আমরা আত্মার সম্বন্ধে একটি গুরুতর উপদেশ প্রাপ্ত হই। এই সংসার ক্ষেত্রে ধর্ম্মের ক্ষুর ধার তুল্য দুর্গম পথে, অবিচলিত চিত্তে, অপ্রতিহত পদে সাবধানে প্রতিনিয়ত পদার্পণ করিয়া কি রূপে ঈশ্বরের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতে পারিব, এইটি আমাদের চির জীবনের শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রথমাবস্থায় অজ্ঞান, অনভ্যাস ও আন্তরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ আমাদের যে কখন কখন পদস্খলন হইবেক, কদাপি বা আমরা পথভ্রান্ত হইয়া বিপথগামী হইব, ইহা কিছু

আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে, কিন্তু আমাদের পরম উদ্দেশ্য যেন আমরা এক নিমেষের নিমিত্তও হৃদয় হইতে অন্তরিত না করি, শিশুর ন্যায় যেন আমরা সরল ভাবে অকুতোভয় চিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে পদচারণ শিক্ষায় যত্নশীল ও অধ্যবসায়যুক্ত হই, তাহা হইলে সহস্র বার স্খলিতপদ ও পথভ্রষ্ট হইলেও পরিশেষে আমাদের ইষ্ট সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।

যদিও পাপাসক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নহে, কিন্তু সংসার অতি ভয়ানক স্থান, সংসারের ভীষণ প্রবল তরঙ্গ মধ্যে পতিত হইয়া দুর্ব্বল মনুষ্য অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। সংসারের প্রলোভন হইতেই পাপাসক্তির প্রথম উদ্রেক হয়। সংসারের বিষয় সকল আমাদের চারিদিকে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রতিক্ষণে উত্তেজিত হইতেছে। এই সকল প্রবৃত্তি ক্রমশঃ অল্পে অল্পে প্রবল হইয়া বিবিধ বিলাস সাধন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনকে অলক্ষিত ভাবে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এই রূপে প্রথমে চৌরের ন্যায় পাপ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব রূপ আমাদের সর্ব্বস্ব ধন অপহরণ করত আমাদিগকে নিতান্ত দীনাবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করে। এক দিকে সাংসারিক বিষয় সুখেচ্ছা যেমন মনকে আকৃষ্ট করে, তেমনি অন্য দিকে আত্মার উন্নত ভাব সকলের চরিতার্থতা লাভের উপযুক্ত বিষয় সকল দুরগত ও ক্রমশঃ অলক্ষিত ও দুরবগ্রাহ্য হইতে থাকে। সুতরাং আত্মা ক্রমশঃ হীনবল ও বিশীর্ণ হইয়া যায়। নিকটস্থ যে সকল বিষয় ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত থাকি তাহাতেই আমাদের সকল চেষ্টা ও আয়াস পর্য্যবসিত হয়; দুরস্থ কোন উৎকৃষ্ট ফল লাভাকাঙ্ক্ষায় নিকটতর আশু সুখপ্রদ বিষয়কে পরিত্যাগ করিতে কষ্ট ও অনিচ্ছা হয়;—এইটি আত্মার মোহাবস্থা, এই অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমশ অস্তমিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় এবং মনুষ্য স্বীয় লক্ষ্য স্থলকে ও উচ্চতর উদ্দেশ্যকে প্রায় একেবারে বিস্মৃত হইয়া নিকৃষ্ট জীবগণের ন্যায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আকৃষ্ট থাকে। প্রলোভন হইতে আত্মার বিকারাবস্থা আরম্ভ হয়; কুপ্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতায় সেই বিকার ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তখন আত্মা স্বীয় স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইয়া প্রবৃত্তি সকলের দাসত্ব স্বীকার করে। এই প্রকার দুরবস্থায় বিবেকের দুর্ব্বল স্বর আর মনুষ্য শুনিতে পায় না।

ইহা বিশেষ রূপে বিদিত হইবে যে পাপাসক্তির এক কারণ পাপের আপাত মনোহারিতা। পাপ সময়ে সময়ে এরূপ মোহিনী বেশে আসিয়া উপস্থিত হয় যে সাধু ব্যক্তিগণও তদ্দ্বারা বিমোহিত হইয়া তাহার কুহকে পতিত হয়। অনেকে বহুবিধ অবস্থায় পাপকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজয় করিয়া পরে তাহার ছলনায় পতিত হইয়া স্বয়ং অবশেষে পরাজিত হইয়া পড়িয়াছেন। ছদ্মবেশী পাপ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। তাহা প্রথমে দৃশ্যত সাধু ভাবের সহিত আমাদের নিকট আগমন করে; পরে নানা ছলে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে; তৎপ্রতি প্রথমে মমতা উদয় হয়; পরিশেষে সে আমাদের হৃদয়কে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। এমন সকল স্থলে পাপের আপাতরমণীয়তাই তৎপ্রতি আসক্তি হইবার প্রধান কারণ। যুবকগণ পাপের সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে আপন বিবেক ও জ্ঞানের নিষেধ বাক্য অবহেলা করিয়া লোক ভয়কে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

পাপ চিন্তা পাপাসক্তির আর একটি প্রবল কারণ। অনেকে লোকের নিকট সাধু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত এবং আচরণেও সাধু কিন্তু তাঁহাদেরঅন্তরে পাপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইলে সে চিন্তাকে দমন করেন না। এই চিন্তা কল্পনার সহযোগে পাপের কুৎসিত ভাবকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের চিত্তে তাহার রমণীয়তা সম্পাদন করে। এই প্রকার চিন্তা অনেক নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তির ভয়ঙ্কর পতনের কারণ হইয়াছে। ভৌতিক জগতে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় যে পাষাণময় অলঙ্ঘনীয় সেতু বন্ধন দ্বারা কোন নদীর জলরাশিকে আবদ্ধ করিলে যদি সেই সেতুর এক দেশে একটী মাত্র ছিদ্র হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে সমস্ত সেতু জলবেগে ভগ্ন ও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। আমাদের আত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ জানা কর্ত্তব্য যে আমরা নিরন্তর কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে এবং নিয়ত ধর্ম্ম পথাবলম্বনে যদিও পাপ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু অলক্ষিত ভাবে পাপ চিন্তা যদি অন্তঃকরণে উদয় হয় এবং তাহাকে দমন করিবার কোন চেষ্টা না করি, তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে অল্পে অল্পে বিকার সঞ্চার হইয়া পাপের তরঙ্গ এক সময়ে প্রবলাঘাতে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে প্লাবিত করিবে।

যখন সংসার মধ্যে চতুর্দ্দিকে পাপের এত প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—যখন নানাবিধ প্রলোভন আসিয়া আমাদের প্রকৃতি সকলকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতেছে—যখন বিষয় লালসায় অভিভূত হইয়া লোক সকল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে—যখন ধন মান ও কুল-আড়ম্বর এবং ইন্দ্রিয় সুখের কোলাহল সর্ব্বদাই শ্রবণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তখন এই সকল ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া অবিচলিত মনে ঐকান্তিক চিত্তে শান্ত সমাহিত ভাবে ধর্ম্মপথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হওয়া সামান্য ধর্ম্ম-বলের কার্য্য নহে। তাহার ফলও তদ্রূপ। পুণ্যশীল সাধুগণ যেমন এক দিকে সংসারের আঘাত সহ্য করেন, তেমনি তাঁহার মনে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ও বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চতর মহত্তর শক্তি ও অধিকার প্রদান করে ও তদনুরূপ নির্ম্মল সুখ শান্তি ও অমৃতময় ফল লাভ হয়। পুণ্যের বিমল সুখ—ঈশ্বর প্রসাদ যিনি উপভোগ করেন, তিনিই তাহার যথার্থ মর্ম্ম জানেন। তাহার এক কণা মাত্র সুখ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি সাংসারিক সুখকে তুচ্ছ করেন। তাহার বিনিময়ে আর সকলই দেওয়া যায়। সেই সুখ অনন্ত সুখ, তাহা প্রকৃত মঙ্গলদায়ক। যাঁহারা সেই সুখ-রসাস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য তাঁহাদেরই জীবন সার্থক।

বৈদান্তিক মত।

বেদান্তের উদ্দেশ্য।

বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্র চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সমুদায় শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম সমন্বয়াধ্যায়। অদ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি বাক্য সকলের সম্ভাবিত বিরোধ পরিহার করা হওয়াতে তাহার নাম অবিরোধাধ্যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিরূপিত থাকাতে তাহার নাম সাধনাধ্যায়। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার ফল—মুক্তি নির্ণীত হওয়াতে তাহার নাম ফলাধ্যায়।

ইহার এক একটী অধ্যায় আবার চারি চারিটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম সমন্বয়াধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে

স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মবোধক শ্রুতি বাক্য সকল ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অস্পষ্ট ব্রহ্মজ্ঞাপক শ্রুতি বাক্য উপাসনায় বিহিত রূপে ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অস্পষ্ট ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য সকল ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগীরূপে ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে সন্দিগ্ধ শ্রুতি বাক্য সকলের অন্বয় ব্রহ্মেতে নির্ণীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অবিরোধাধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি মতের সহিত বেদান্ত মতের সম্ভাবিত বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায় সাঙ্খ্য পাতঞ্জলাদি মতের নানা দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহাভূত-প্রতিপাদক ও জীবপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকলের বিরোধের পরিহার বিবৃত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিঙ্গশরীর নির্ণায়ক শ্রুতি বাক্য সমুদায়ের পরস্পর বিরোধের পরিহার বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় সাধনাধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে জীবের পরলোক গমনাগমনের বিষয় বিচার পূর্ব্বক বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রুতি, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মবিদ্যার সগুণত্ব নির্গুণত্ব ভেদে গুণ ও পুনরুক্ত বাক্য সকল বিচারিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন আশ্রম যজ্ঞাদি ও অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণ মননাদি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ ফলাধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান সহকারে উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ প্রকার মুমূর্ষুদিগের প্রাণ বিয়োগের পর বিশেষ বিশেষ গতি নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের প্রাণ বিয়োগের পর উত্তর মার্গে গমন বর্ণিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের প্রাণবিয়োগের পর নির্ব্বাণ মুক্তি, ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে।

জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের একত্ব সংস্থাপন করাই এই বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রের বিষয়,—ইহাতে যে কিছু মীমাংসা করা হইয়াছে, জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিই ইহার মুখ্য প্রয়োজন।

বেদান্তের অধিকারী।

এক্ষণে এই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি অধিকারী, তাহা নিরূপিত হইতেছে। বিহিত বিধানে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন দ্বারা সামান্যত তাহার অর্থাববোধ পূর্ব্বক ইহ জন্মে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরে স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তির সাধন কাম্য কর্ম্ম সকল ও নরকাদি দুঃখ প্রাপ্তির কারণ নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অখিল পাপ মলা প্রক্ষালিত হওয়াতে নিতান্ত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, একাগ্রচিত্ত ও সাধন সম্পন্ন যে ব্যক্তি, তিনিই এই বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান সহকারে পরমানন্দ প্রাপ্তির অধিকারী হয়েন।

উল্লিখিত সাধন চারি প্রকার। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্রার্থ ফল, ভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পত্তি এবং

মুমুক্ষুত্ব। ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য এই প্রকার বিবেচনাকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক কহে। যেমন ঐহিক ধন রত্ন ঐশ্বর্য্যাদি পুরুষের যত্ন সাধ্য প্রযুক্ত তাহার দিগের ভোগ অস্থায়ী, সেই রূপ "স্বর্গকামোয়জেত" স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিবেক, ইত্যাদি বিধি বাক্য প্রাপ্ত পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ সকলও পুরুষানুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাধ্য হেতু অচিরস্থায়ী, "তদ্যর্থেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" এই রূপ বিবেচনায় তদুভয় ভোগের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম ইহামুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা, এই ছয়টীকে শম দমাদি সাধন কহা যায়। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করার নাম শম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করার নাম দম; অপরাপর বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের তাহা হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি; ত্যাগের ইচ্ছা ও সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে; পরব্রহ্মেতে মনের সমাধান পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করার নাম সমাধি; গুরু বাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা শব্দের বাচ্য; এবং মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহা যায়।

উক্ত সমাধি দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। সবিকল্প সমাধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধি। সমাধি কালে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, এই ত্রিবিধ বোধের সত্ত্বেও, মৃন্ময় সিংহ জ্ঞান কালে মৃত্তিকা জ্ঞানের ন্যায়, বা প্রস্তরময় অশ্ব জ্ঞান সময়ে প্রস্তর জ্ঞানের ন্যায়, অথবা স্বর্ণময় অলঙ্কার জ্ঞান কালে স্বর্ণ জ্ঞানের ন্যায়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে মনের যে অবস্থান, তাহার নাম সবিকল্প সমাধি। আর কর্ত্তা, ক্রিয়া, এই দুইটী প্রকার বোধ না থাকিয়া, লবণ মিশ্রিত জলে কেবল জল মাত্র জ্ঞানের ন্যায়, নির্ব্বাত নিষ্কম্পদীপ শিখা সদৃশ হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত একীভাবে মনের যে অবস্থান, তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।

এই নির্ব্বিকল্প সমাধির আট প্রকার সাধন; যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সবিকল্প সমাধি। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ, ইহার নাম যম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, ঈশ্বরেতে প্রণিধান ইহার নাম নিয়ম। কর চরণাদির সংস্থান বিশেষের নাম আসন। প্রাণ প্রভৃতি শরীরস্থ বায়ুগণকে আয়ত্ত করার নাম প্রাণায়াম। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার। পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের ধারণ করার নাম ধারণা। পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান। এবং উক্ত প্রকার সবিকল্প সমাধিই এস্থলে সমাধি শব্দের বাচ্য হয়।

উক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান কালে, লয়, বিক্ষেপ, কষায়, ও রসাস্বাদ নামে চারিটী বিঘ্ন সম্ভব হয়। সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চৈতন্যের স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণে যে নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার নাম লয়। ব্রহ্ম চৈতন্য ভ্রমে অন্তঃকরণের যে অন্যাবলম্বন, তাহার নাম বিক্ষেপ; বস্তু বিশেষের প্রতি অনুরাগ বশত ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অন্তঃকরণের নিস্তব্ধ ভাবের নাম কষায়; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম রস ভ্রমে বিষয় রস আস্বাদন করার নাম রসাস্বাদ। এই সকল বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিতে হইবে। "লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সম-

প্রাপ্তং ন চালয়েৎ।" সমাধিকালে উক্ত লয় রূপ নিদ্রা উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিবেক, অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার সমতা করিবেক, নিস্তব্ধ হইলে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেক এবং বিষয় রসাস্বাদ অনুভূত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবেক, অন্তঃকরণ একাগ্র হইলে তাহাকে আর কোন দিকে চালনা করিবেক না। এই সকল বিঘ্ন হইতে বিরহিত, উক্ত সাধন গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং তিনিই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির অধিকারী হয়েন। এই প্রকার গুণবিশিষ্ট অধিকারী শিষ্যকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় বিবরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। "গুণান্বিতাযানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে।" গুণান্বিত অনুগত মুমুক্ষু শিষ্যকে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেন।

সৃষ্টির অন্তর্গত নিয়ম।

জগতের তত্ত্বালোচনা করিতে গিয়া আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে এক জাতীয় কার্য্য এক রূপ নিয়মেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার আবার ব্যত্যয় বা ব্যভিচার স্থলও দৃষ্ট হয়। সেই সকল স্থলে কোন্ নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানবেত্তাগণ এপর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই; পরন্তু তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জাজ্বল্যতর প্রকাশ হইতেছে। নিম্নে তাহার কএকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। গ্রহাদির গতি।—পদার্থ বিজ্ঞানে গতি সম্বন্ধে এই একটী সাধারণ নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে যে, যদি কোন গতিতে ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি প্রয়োজিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার বেগ বা দ্রুততা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কোন উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে ভূতলাভিমুখে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহার বেগ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ভূতল স্পর্শ করে। দূরস্থিত স্থান অপেক্ষা নিকটস্থ স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণের বল ক্রমশঃ অধিক, সেই হেতুই ঐ বস্তুর বেগের ক্রম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশ্ব রাজ্যের অন্য যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, এই নিয়ম অব্যভিচার রূপে কার্য্যকারী হইতেছে। কিন্তু সৌর মণ্ডলের গতি বিষয়ে ইহার বিধান অন্য রূপ দেখা যায়। সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে গ্রহগণ এবং গ্রহগণের চতুষ্পার্শ্বে উপগ্রহগণ যে নিয়ত ঘূর্ণমান হইতেছে, তাহা বোধ হয়, অধুনাতন শিক্ষিতদিগের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। সেই ঘূর্ণনক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, গ্রহগণ, মধ্যস্থিত বিশালতম সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, তদভিমুখে তাহাদিগের যে বেগ হইতেছে, তাহা এবং সৃষ্টি কালে ঈশ্বর তাহাদিগকে যে সম্মুখ গমনের বেগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা, এই উভয় বেগের যোগে তাহারা নিয়ত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে—কোন মতে অন্য কোন দিকে যাইতে পারিতেছে না। একটি ঘোটককে এক গাছি রজ্জু দ্বারা শিথিল ভাবে একটি বৃক্ষের সহিত বান্ধিয়া কষাঘাত করিলে, সে যে নিয়মে সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে দৌড়িতে থাকে, গ্রহগণও প্রায় সেই রূপ নিয়মে সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে। যেমন ঘোটকের বেগ প্রতিনিয়ত ঋজু অর্থাৎ সরল রেখা ক্রমে থাকিয়াও বৃক্ষের আকর্ষণ নিব-

স্কন্ধন তাহা বক্র হইয়া যায়, সেই রূপ গ্রহাদির গতি ঋজু হইয়াও সূর্য্যের আকর্ষণে বক্র হইয়া যাইতেছে। ঐ দুই প্রকার বেগের ফলে গ্রহাদির বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া উহা চির দিনই সমান রহিয়াছে।

যদি কেহ বলেন তাহাদিগের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত কেন? তবে তাঁহার নিমিত্ত কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। দুইটি বেগ একদা একটি বস্তুকে, পরস্পর বিপরীত দিক্ ভিন্ন, অপর কোন দিকে চালাইতে চেষ্টা করিলে, তাহার বেগ যে ঐ দুই বেগের কর্ণ বা উপবীত-রেখা ক্রমে হইবে, ইহা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি প্রধান সিদ্ধান্ত। পরন্তু, যখন ক্ষেত্রতত্ত্বের নিয়মানুসারে সেই কর্ণ রেখা উক্ত দুইটি বল-রেখার প্রত্যেক অপেক্ষা বৃহত্তর, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ বস্তুর সেই কর্ণ রেখানুক্রমিক বেগ উক্ত দুইটি বেগের প্রত্যেক অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর হইবে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক্ হয়, তবে গ্রহাদির বেগও ক্রমশঃ অধিক না হইয়া থাকিতে পারে না; কারণ সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বেগ ও তাহাদিগের সম্মুখাভিমুখ বেগ, এ দুয়ের প্রভাবে তাহাদিগকে উহাদিগের কর্ণ রেখা ক্রমে চলিতে হইতেছে; সেই কর্ণ রেখা যখন ঐ দুই বেগ-রেখার প্রত্যেক অপেক্ষা বৃহত্তর, তখন গ্রহাদির বেগও যে ঐ দুই বেগের প্রত্যেক অপেক্ষা অধিকতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অপরন্তু, গ্রহাদি ঐ অধিকতর বেগ-বশম্বদ হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতে না করিতে সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ এক দিকে এবং ঐ অধিকতর বেগ অপর দিকে কার্য্যকারী হইয়া তাহাদিগকে আবার নূতন কর্ণ রেখা ক্রমে পরিচালিত করিতেছে। সেই দ্বিতীয় কার্ণিক বেগ যে প্রথম কার্ণিক বেগাপেক্ষা অধিকতর, তাহা এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, প্রথম কর্ণ যে দুই বেগ রেখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয় কর্ণ সে রূপ হইয়া, প্রথম কর্ণ ও সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ হইতে উৎপন্ন হইল।

এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রহাদির সৃষ্টি কাল হইতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এই নিয়মে বেগ বৃদ্ধি পাইলে অদ্য তাহাদিগের বেগের পরিমাণ কত দূর হইত? বোধ হয় তাহা হইলে অদ্য গ্রহাদির বেগের নিকট কি আলোক, কি তড়িৎ, কি মন, সমুদায় বেগবান্ পদার্থই পরাস্ত হইত।* শুদ্ধ যে তাহাদিগের বেগ বৃদ্ধি হইয়াই ক্ষান্ত হইত, এমন নহে, তৎপ্রযুক্ত এত দিন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। কুম্ভকারের চক্র যখন সবেগে ঘুরিতে থাকে, তখন যেমন তাহার গাত্রস্থ মৃত্তিকা খণ্ড সকল বেগে প্রক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ করে, সেই রূপ গ্রহাদি বর্ত্তমান বেগ অপেক্ষা অধিকতর বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলে, তত্ত্বাবতের উপরিভাগে জীব জন্তু বৃক্ষ প্রস্তর জল কিছুই তিষ্ঠিতে না পারিয়া উৎক্ষিপ্ত হইত। এতদ্ভিন্ন মুহূর্ত্তের মধ্যে ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন শেষ হইয়া বৎসর পূর্ণ হইত এবং এই রূপ কত সহস্র সহস্র অনিষ্টাপাত হইয়া সৃষ্টির বিনাশ দশা উপস্থিত হইত। সেই সমস্ত মহাপ্রলয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সকল নিয়মের বিধাতা গতির সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া অন্য প্রকার নিয়মে গ্রহাদির বেগের সমতা রক্ষা করিতেছেন। তাহাদিগের গতি

* পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে আলোক প্রায় ১,৯২,০০০ মাইল, তড়িৎ ২,৮৬,০০০ মাইল গমন করিতে পারে। ইহাদিগের আরও অধিক বেগ হইতে পারে কি না তাহা তাঁহারা অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই।

বিষয়ে উক্ত সাধারণ নিয়ম যত দূর প্রয়োগ করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা, তত দূরই প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু যত দূর করিলে জীবজন্তুর বিনাশ সম্ভাবনা, তত দূর সে নিয়মকে কার্য্য করিতে দেন নাই। এই রূপে সমতা রক্ষিত হইতেছে বলিয়াই পণ্ডিতেরা কোন্ বৎসর কোন্ সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হইবে, কোন্ মাসের কোন্ সময়ে কোন্ ঋতুর উদয় ও অস্ত হইবে, তাহা অনেক বৎসর পূর্ব্বেই নিশ্চিত করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারেন।

২। শৈত্য নিবন্ধন জলের ঘনীভূতাবস্থা প্রাপ্তি।—তরল পদার্থ মাত্রকেই যে শৈত্য দ্বারা ঘনীভূত করিয়া কঠিনাবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে, ইহা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি প্রধান নিয়ম। বহু দর্শন দ্বারা তাপকে প্রসারিকা-শক্তি-বিশিষ্ট এবং শৈত্যকে আকুঞ্চিকা-শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত বিজ্ঞানে নির্ণীত হইয়াছে। বস্তুতঃ পরীক্ষা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, জল, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি যে কোন তরল পদার্থ হউক না কেন, শৈত্য প্রয়োগ করিলে তাহা আকুঞ্চিত হইয়া ঘনীভূত হইবে এবং সেই ঘনীভূত পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা আবার প্রসারিত হইয়া তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং অধিক তাপ দিলে তাহা ক্রমে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। এইটি জড় পদার্থের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু জলের সম্বন্ধে ইহার একটি আশ্চর্য্য বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। জলে শৈত্য প্রয়োগ করিলে তাহা ঘনীভূত হয় বটে, কিন্তু ৩৮.৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শীতল হইলে, তাহা আর আকুঞ্চিত না হইয়া বরং বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। তাপের ন্যায় শৈত্য এই স্থলে প্রসারক হইয়া তুষারশিলাকে সামান্য জল অপেক্ষা লঘু করিয়া ফেলে। ঈশ্বর এই রূপে সাধারণ নিয়মের বিপর্য্যয় করিয়া জলের যে তারল্য রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কি মঙ্গল অভিপ্রায় প্রকাশ হয়।

শীত-প্রধান দেশস্থ নদী হ্রদ ও সমুদ্র প্রভৃতির উপরিভাগস্থ জল বহিঃস্থ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে প্রথমতঃ আকুঞ্চিত হইয়া ঘনীভূত হয়; কিন্তু যখন ৩৮.৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শীতল হইল, তখন তাহা আর আকুঞ্চিত না হইয়া বিস্তৃতায়তন হইতে থাকে। এই রূপ বিস্তৃতায়তন হইতে আরম্ভ করে বলিয়া ঐ ঘনীভূত জল অর্থাৎ বরফ নিম্নস্থ জল অপেক্ষা লঘু-ভার হইয়া তাহার উপর ভাসিতে থাকে। ঐ ভাসমান বরফের শৈত্য নিবন্ধন নিম্নস্থ জল কখনই ঘনীভূত হইতে পারে না; কারণ, জল তাপের অতি অধম পরিচালক, এজন্য নিম্নস্থ জলের স্বাভাবিক তাপাংশ উপরিস্থ বরফের শৈত্য দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি উপরিস্থ বরফ সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিস্তৃতায়তন না হইয়া অপরাপর পদার্থের ন্যায় সংকীর্ণায়তন হইত, তাহা হইলে তাহা জলাপেক্ষা গুরু হওয়ায় নিম্নগামী হইত এবং সংস্পর্শ দ্বারা পথিমধ্যস্থ সমস্ত জলের স্বাভাবিক তাপের কিয়দংশ হরণ পূর্ব্বক তলায় উপস্থিত হইত। এই রূপ হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদায় জল ঘনীভূত হইয়া বরফাকার ধারণ করিত এবং সেই বরফ আর কখনই সূর্য্য-তাপে গলিয়া জল হইতে পারিত না। এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে যাবতীয় জলজন্তুই এক দিনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শীত-প্রধান দেশের জলরাশির উপরি ভাগ হইতে নিম্নতম ভাগ পর্য্যন্ত বরফ হইয়া গেলে তৎসংস্পর্শে ক্রমশঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের নদী ও সমুদ্রাদির জলও তাপ-হীন হইয়া জমিয়া যাইত, সন্দেহ

নাই। এরূপ হইলে পৃথিবীস্থ সমুদায় জল-জন্তুর সম্বন্ধে একটী প্রলয় ঘটনা উপস্থিত হইত; আর অপরাপর জন্তুদিগেরও জলাভাবে যে কি দশা হইত তাহা বলা যায় না।

৩। বিশেষ বিশেষ জীবের আহার ব্যবস্থা।—পৃথিবীর যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর দেখিতে পাইবে, জীব মাত্রেরই নিত্য আহারের প্রয়োজন। ভুক্ত দ্রব্যাদি জঠরে উপস্থিত হইলে, পাচক রসাদির যোগে তাহা জীর্ণ হইয়া যায় এবং কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কখন পরম্পরা সম্বন্ধে শরীরের পুষ্টি-সাধন করে। জঠর শূন্য-গর্ভ হইলেই ক্ষুধা বা আহারেচ্ছার উদ্রেক হয়, তখন আহার না করিলে শুদ্ধ যে ক্লেশানুভব হইতে থাকে এমত নহে, শরীরাভ্যন্তরস্থ রসা প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ তথায় যাইয়া পাচক রসে জীর্ণ হইয়া শরীরকে শীর্ণ করিতে থাকে; সেই শীর্ণাবস্থার পরিণামে মৃত্যু উপস্থিত হয়। জঠর, পাচক রস ও দেহ সম্বন্ধে এই যে সাধারণ নিয়ম, তাহা বোধ হয় দুঃখী লোক মাত্রেই (যাহাদিগকে সময়ে সময়ে অনাহারে কাল যাপন করিতে হয়) স্বীকার করিবেন। শুদ্ধ মনুষ্য নহে, অপরাপর জীবও যে এই নিয়মের অধীন, তাহা, যে কোন জন্তু হউক তাহাকে কিছু কাল অনাহারে আবদ্ধাবস্থায় রাখিলেই, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ নিয়ম দ্বারা ঈশ্বর জীবদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অন্যান্য জন্তুর ন্যায় সর্প, সজারু, কুম্ভীর প্রভৃতি কয়েকটি জন্তুরও জঠর ও পাচক রস আছে; তাহারা ক্ষুধার অনুভব করিয়া আহারও করিয়া থাকে; কিন্তু যে সময় আহার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বাহির হইলে তাহাদিগের জীবন সংশয় হইয়া উঠে, তখন তাহারা কিছু মাত্র আহার না করিয়াও দীর্ঘ কাল নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিয়া থাকে। তাহারা গ্রীষ্মাদি উষ্ণ ঋতুতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আপন আপন আহার সামগ্রী আহরণ করিতে কিছু মাত্র ক্লেশানুভব করে না, এই জন্য তাহাদিগের ঐ সকল ঋতুতে ক্ষুধা ও পুষ্টি লাভের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়; কিন্তু শীত কালে বাহিরে বিচরণ করিলে তাহাদিগকে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে হয়, এ জন্য ঐ ঋতুতে তাহারা কিছু মাত্র আহার না করিয়া এবং তন্নিবন্ধন শারীরিক কিছু মাত্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হইয়াও অনায়াসে পৃথিবীর গর্ভস্থ উষ্ণ গর্ত্তাদিতে কাল যাপন করে। জঠর, পাচক রস, রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি যে সকল শারীরিক যন্ত্র, পদার্থ ও প্রক্রিয়া ক্ষুধার উত্তেজক, তাহা যে তাহাদিগের সে সময় থাকে না, এমত নহে, পরন্তু তখন তাহাদিগের শরীরে ঐ সকল বিষয়ের কিছু মাত্র অভাব দৃষ্ট হয় না। আমরা সকলেই এক্ষণে আহারের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ক নিয়মে আবদ্ধ রহিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সংসার বন্ধন গুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ছেদন করতঃ অব্যাহত রূপে ঈশ্বরে মনঃসমাধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কত কাল যে জীবিত রহিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। যাঁহারা এই কলিকাতায় আনীত যোগী প্রভৃতির ন্যায় দুই এক জনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিবেন।

জগতে যে রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মরাজীর আবির্ভাব, তেমনি আবার শত শত ব্যত্যয় অর্থাৎ ব্যভিচার স্থলও দৃষ্ট হয়। এই সমুদায়

মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে এই রূপ প্রতীতি হয় যে কি নিয়ম, আর কি অনিয়ম, তাহা স্পষ্ট রূপে কিছুই বুঝিতে আমরা সক্ষম নহি। ফলতঃ যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে স্থিতি করিতেছে, তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছাই সকল নিয়মের মধ্যে বলবতী। আমরা যাহাকে নিয়মানুগত আর যাহাকে নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য বলি, তৎসমুদায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। আমাদিগের এই জগতের সম্বন্ধে যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইবে, সকলই তাঁহার ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং আমরা এই জানি যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই অধীন, তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর।

THEISTIC TOLERATION AND DIFFUSION OF THEISM.

A certain lecturer of our day on the subject of Theism sums up its doctrimes in the following formulas.

(1) The Entirely Natural Origin of our religious knowledge.
(2) The Existence of God.
(3) The Infinity of God.
(4) The Fatherhood, the Motherhood and the Friendhood of God.
(5) The Nearness of God to man.
(6) The Freewill of man.
(7) The Love of God and Doing the Works He loves.
(8) The Existence of a Future State.
(9) The Distribution of Rewards and Punishments in that state.
(10 Self-Satisfaction of mind arising from consciousness of virtue is Heaven and Remorse is Hell.
(11) The Remedial Character of Divine Punishment.
(12) The Eternal Progress of the Human soul.

Though admitting these doctrines to be the principal ones of Theism, we cannot but reckon that man to be a Theist who holds negatively that there is no revelation, no prophets or particular individuals especially inspired by God, no Avatars or incarnations of God, no images of Him, and no Gods and Goddesses whose images are to be worshipped by man, and positively that God is infinite, that man's will is free, that the worship of God is the sole cause of man's happiness in this and a future state of existence, that the best worship of God is to love him and do the works He loves, and that God is the rewarder of virtue and the punisher of vice. Theism is gradually expected to diffuse itself through the world for the reason that men are getting discontented with the old religions; which profess to be revelations from God, but must still have a religion as they can not remain satisfied with scepticism on the one hand or a barren intellectual Deism on the other. But as Theism diffuses itself, we cannot expect that there will not be difference of opinion among Theists on non-essential points especially when the authority of revelation is not believed in. When men cannot avoid spletting themselves up into sect even when they believe in a revelation, such divisions are more probable when the authority of revelation is cast aside. For instance, some men may believe in other doctrines than the cardinal ones mentioned above as those of Theism and hold them along with those cardinal doctrines, while others may not believe in them. Some Theists may have a little partiality towards one of the prevailing religions, very naturally for the religion in which they had been born and brought up, while others may have no

such bias. Some Theists may not hesitate to call themselves followers of the old religions for the reason that the Theistic truths contained in it form its vital and essential portion (no religion could have lived in the world for any length of time unless it had contained Theistic truths in itself) while other Theists would choose to call Theism entirely a new religion different from the old religions. Some Theists would choose to propagate Theism in a national shape; others may choose to do so in a so called catholic or cosmopolitan shape. Some Theists may choose to keep the old prayers and ritual, making such alterations in them as are urgently required by the principles of Theism, while others would construct entirely new church services and new rituals. Some Theists may be conservatives and others radicals with respect to social reformation. The Theists of one nation may not choose to intermarry with those of another or even with those of their own nation who are of inferior social standing to them, while others will not hesitate to do so. But in spite of such differences of opinion, they should all be considered as Theists, as followers of one religion and, as such, brothers in the religious, if not, in certain cases, in the social sense of the term. There should be full toleration of each others opinions in the matter of non-essentials, if there be unanimity in essentials.

We make the above observations by way of preface to the following remarks of ours, on one of the subjects alluded to above, that is, the best means of propagating Theism in which Theists can not but feel the greatest interest. We feel necessitated to make them in order to prevent misconception of our individual views on that subject.

The best way of diffusing Theism is for its teachers to set an example of a firm faith in its doctrines and leading a truly pious and virtuous life, but still in this world of forms, the form which we commnicate to Theism (it must assume a particular form in a particular country or among a particular body of men) is not an immaterial thing. On the contrary, men attach much importance to forms. If the form communicated to Theism be repulsive, it has little chance of success in a country; if it be engaging, though not at the expense of conscience, it has not a slight chance of such success.

There are two ways of diffusing Theism among the several nations of the earth. The first of them is, as Theism is common to all religions, to make the old religions gradually shake off the absurd notions and superstitious practices that overlay them and attain Theistic purity, or, in other words, to grow from within and, advancing towards Theism, attain it. The other method is, to represent Theism as a new religion and thereby raise the highest feelings of antagonism against it. Of these two plans, the adoption of the first appears to be more consonant to the dictates of truth as it would be unfair to set Theism off as a new religion to people, when the fact is that it is as old as the human race and forms the vital and the essential part of every old religion. The adoption of the first plan is not only more consonant to the dictates of truth but is also more adapted to the accomplishment of the end which both the plans have in view. It is easier to prevail upon people to follow the religion in which they have been born and brought up, though in a reformed shape than to make them accept an entirely new religion. If the plan proposed above be preferred by Theists, they should not separate themselves from the old religion of the country but call themselves its followers. They can conscientiouly call themselves so, while retaining their character of Theists or followers of the Universal Religion, as Theism is, as has been said before, the vital and the essential portion of that old religion as of every other, and as they naturally must have veneration towards its founder or founders who taught the great Theistic truths contained in it and whose writings or sayings first instilled the principles of religion in to their minds. There is no fear of their being confounded with its ordinary followers, as their opinions and practices, showing their rejection of the absurd notions and the superstitious observances of their countrymen, would clearly distinguish them from the latter.

According to the plan described above, Theists should adopt the old form of church service making such changes in it as are imperatively required by the principles of Theism. They should adopt a ritual containing as much of the form as could be kept consistently with the dictates of conscience. They should have also a book of Theistic texts extracted from the national scriptures which already command the veneration of the nation, such a book being essentially necessary for drawing the eyes of the nation to the really important portion of its scriptures as distinguished from the unimportant and thereby diffusing the principles of Theism among its members, as well for serving the subsidiary purpose of a convenient collection of mottoes for sermons and discourses. This system of propagation does not exclude the introduction of a new element into the church service and into the ritual mentioned above, but this element must be cautiously introduced and in a national shape suited to the feelings and tastes of the nation. This system of diffusion also does not exclude the acceptance of the truths contained in the scriptures of other nations and the transfusion of the beauties of those scriptures in a national shape into our own hymns and discourses. Of course, the adoption of such a plan will not altogether prevent the creation of feelings of antagonism, but not to such an extent as the setting off of Theism as a new religion would do, and even the comparatively smaller degree of antagonism evoked by it would gradually diminish as the followers of the old religion perceive that Theism is friendly to it and that it has come to fulfil and not to destroy it. The adoption of a friendly mode of propagation is imperatively required by the very genius of Theism which is a meek and benevolent religion. Even if an antagonistic method of propagation were succesful Theism would be justified in rejecting the old barbaous mode of propagating religion and adopting a friendly mode as more in harmony with its enlightened and refined character. After the old religions had attained Theistic purity in the way mentioned above, then would be the proper time for the fusion of religions, scriptures, and races which is the ultimate end of Theism.

Engaging ourselves now in the task of accomplishing such fusion in this incipient stage of Theism would degenerate Theists into a limited sect, commanding no respect and possessing no influence. It would be easier to theisticize the whole world by means of a national reform organization established in the midst of each nation possessing an entirely national aspect adapted to its genius and thereby commanding its respect, than by means of an organization which makes Theism wear a so-called universal but grotesque form consisting of a mixture of different

national forms not commanding the respect of any of the nations whose forms are thus blended into one. The latter method would prevent the majority of each nation from joining the ranks of Theism and thus make Theists degenerate into a limited sect. The former mode of propagation is therefore not only the most practical but the really unsectarian and catholic mode. The Adi Brahmo Somaj has adopted this mode and the Somaj of India the other.

নূতন পুস্তক।

১। বিজ্ঞান রহস্য। ১ ভাগ ১ সংখ্যা।

ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা। ইহার উদ্দেশ্য ইহার নামেতেই প্রকাশিত হইতেছে। এই খানিতে অনেক গুলি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার আরম্ভ হইয়াছে।

২। সামসূচি। প্রথম ভাগ।

প্রত্নকমনন্দিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যব্রত-সামশ্রমি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত অনুবাদিত ও প্রচারিত।

৩। বাগ্‌নাপাড়া বিদ্যোৎসাহিনী সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ।

উক্ত "গ্রামের হিত-সাধন করা, সভ্যগণকে হিতোপদেশ ও নীতি শিক্ষা দেওয়া এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি যুবকগণকে মনোযোগী করা" এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ইহ লৌকিক কার্য্য ও পরকাল বিষয়ে একটী বক্তৃতা আছে এবং শেষে ধর্ম্ম ও সুরাপাননিবারণ বিষয়ক সঙ্গীত আছে। গ্রামে গ্রামে এই রূপ সভা হয়, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

সংশোধন।

নিম্ন লিখিত দুই খানি পুস্তক আগামী ১১ মাঘে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইবে বলিয়া গত মাসের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে কিন্তু উহা অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
An account of the late Govindram Mitter ..	As 8

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৯৭ ॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৫৭৩ ॥৶০
সমষ্টি	৮৭১।০
ব্যয়	৩৮৩ ॥৶৫
স্থিত	৪৮৭ ॥/১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২॥ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬২ ৶০
পুস্তকালয়	১৮ ৸৶১৫
যন্ত্রালয়	৯৭ ৸৶১০
গচ্ছিত ...	১১৬ ৶১০
সমষ্টি	২৯৭ ॥৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৩ ॥৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১২৮ ।৶০
পুস্তকালয়	২৪ ৸১০
যন্ত্রালয়	৭৬ ৸০
গচ্ছিত	৯ ৸৶৫
সমষ্টি	৩৮৩ ॥৶৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ...	১
" আশুতোষ ধর	১
দানাধারে প্রাপ্ত	॥৫
সমষ্টি ...	২॥৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ মাঘ শনিবার।

Registered No 2

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
প্রথম ভাগ
ফাল্গুন ১৭৯৩ শক

৩৪২ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৯৩ শক।

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর বক্তৃতা।

বসন্তকালে গিরিসন্নিহিত স্রোতস্বতীতীর প্রদেশে কি জন্য মনুষ্যের অনিমেষ নয়ন চারি দিকে আকর্ষিত হয়? প্রকৃতির পুত্র, লোকের বন্ধু, ঈশ্বরের অবনত সেবক সহৃদয় সাধু লোকেরা তাদৃশ স্থলে কিসের প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হয়েন? তত্রত্য তরু গুল্ম লতিকা সকল অপূর্ব্ব কুসুমভার মস্তকে ধারণ করিয়া কাহার মধুময় ভাব প্রকাশ করে? কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কুল মহোল্লাসে কাহার গুণ গান করে? স্ফটিককান্তি স্রোতস্বতী কাহার প্রেম প্রবাহ প্রবহন করিয়া থাকে? প্রস্তর-স্তর সকল নিস্তব্ধে থাকিয়া কোন্ মহানের মহীয়ান ভাব ব্যক্ত করিতে থাকে? সকলেই যেন উৎসবে নিমগ্ন! বসুন্ধরা কোন্ সুখের সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কে বলিবে? যিনি চান, দর্শন করুন—যিনি চান, শ্রবণ করুন;—পৃথিবীতে সেই দেবাদিদেবের অতুল মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে—তাঁহার অপার প্রেম প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। এই দুঃখ শোক পূর্ণ সংসারেও মনুষ্যের নিত্য কল্যাণ—নিত্য সুখ লাভের আশা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

বসুন্ধরার পক্ষে যেমন বসন্ত সমাগম, আমাদের পক্ষে সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। বসুন্ধরার বসন্ত কিয়ৎকালস্থায়ী, আমাদের এই ধর্ম্ম চিরবসন্ত স্বরূপ। শীতবাতক্লিষ্ট পৃথিবী বসন্তের মলয় সমীরণ সংস্পর্শে যে রূপ প্রফুল্লিত হয়, আমরা এই দুঃখশোকময় সংসারে রোগজরাকীর্ণ শরীর লইয়া সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাইয়া অনন্ত সুখ শান্তির আশায় সঞ্জীবতা প্রাপ্ত হইতেছি।

এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিতে চারি দিক সমুজ্জ্বলিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে সকল দেশ আন্দোলিত হইতেছে। যিনি এক বার এই ধর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না! ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই ধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই মধু-স্বরূপ। যিনি

সুখী, যিনি দুঃখী, যিনি পাপী, যিনি পুণ্যবান্, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই আত্মার ক্ষুধা ও হৃদয়ের প্রার্থনানুযায়ী ফল বিধান করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল মনুষ্যের ধর্ম্ম; ইহাতে জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, বা ধনী দরিদ্রের কিছুই প্রভেদ নাই। সকলের অধিপতি সকলের নিয়ন্তা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং করুণাময় পরমেশ্বর এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সমুদায় মনুষ্যকে একত্র আনয়ন করিতেছেন এবং সকলকে এককালে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। যিনি সুখী তিনি অধিকতর উন্নততর সুখের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার লাভের নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন, যিনি দুঃখী তিনি সান্ত্বনা পাইয়া অদীন হইতেছেন। যিনি পুণ্যবান্ তিনি উৎকৃষ্টতর পুণ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইতেছেন, যিনি পাপতাপে কাতর তিনি শান্তি লাভ করিয়া নিরাময় হইতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মের সিংহাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিতেছেন,—দুঃখ শোক গ্লানি সকল চলিয়া যাও, বিশ্বরাজের অখণ্ড মঙ্গল নিয়মে শান্তি ও মঙ্গল সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে।

ঈশ্বরের কি অপার করুণা মনুষ্যের উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ কর। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব গভীর নিনাদে অসীম আকাশে সেই বিশ্বাধিপতির অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, অথচ সে তাঁহাকে জানিল না; অগণ্য ভূচর খেচর জলচরাদি জীব জন্তু তাঁহারই দয়ায়—তাঁহারই হস্তে প্রতিপালিত হইতেছে, অথচ তাহারা কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিল না; ইহার মধ্যে মনুষ্য সেই অবিনাশী পুরুষকে জানিল,—জানিয়া উন্নত লোকবাসী দেবতাদিগের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে ও তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইল।

হে আত্মবিস্মৃত ভ্রাতৃগণ! এমন উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করিয়া—এমন মহোচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কেন আপনাকে দীন ভাবিয়া মুহ্যমান হও? কেন বা আপনাকে প্রবৃত্তির সেবক করিয়া এমন মহত্তম সুখ হইতে বঞ্চিত হও? বিষয়াসক্তি, পাপ মলিনতা পরিহার কর; পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বরূপকে প্রত্যক্ষ কর; বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া প্রীতির ভরে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। বিশ্বসংসার অহর্নিশ সেই বিশ্বাধিপতির মহিমা ঘোষণা করিতেছে; বিশ্বসংসার সার্থক হইতেছে। তিনি মহান্ পুরুষ, তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্য; তাঁহার অজস্র করুণা সহস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে, তুমি তাঁহার সেই প্রসাদ উপভোগ করিয়া কল্যাণ লাভ করিতেছ; তুমি তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে পারিলে; তুমি আর কি করিয়া তোমার এই জীবনকে সার্থক করিতে পার? কি করিয়া যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পার? শ্রদ্ধার সহিত প্রীতির সহিত, সকলে মিলিয়া একতানে এক প্রাণে তাঁহার যশ ঘোষণা কর। গাও হে অখিল নাথ, গাও হে পুরাণ পুরুষ। গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রাণ মনকে কৃতার্থ কর; ইহাই আমাদের উৎসব; ইহাতেই আমাদের আনন্দ! এই উৎসবের অধি দেবতা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

অদ্য দ্বাচত্বারিংশ বৎসর হইল, বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ

অল্প উন্নতি লাভ করে নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন যখন আমরা কতিপয় বন্ধু একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পুনরান্দোলন আরম্ভ করিলাম, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ক্ষুদ্র গৃহের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রহ্ম নাম নিনাদিত হইতেছে। লোকে যেমন কোন স্থানে বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, ঔষধালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা পায়, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী ব্রাহ্মসমাজও সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করে। ধর্ম্মের বয়সের মধ্যে দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতি সংক্ষেপ সময়; কিন্তু এই সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অল্প উন্নতি লাভ করে নাই। আমরা প্রতি বৎসর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া থাকি; কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে আনন্দোল্লাসে নিমগ্ন হইয়া পাছে আমারদিগের আত্ম অভাব সকল আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই, এই জন্য মধ্যে মধ্যে সেই সকল অভাব পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অদ্য যেমন দেশ বিদেশ হইতে বন্ধু সমাগম হইয়াছে, অন্য দিন এরূপ বন্ধু সমাগম প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; অতএব অদ্যই এই আলোচনার উপযুক্ত দিবস।

প্রথমতঃ, আমি দেখিতেছি যে যেমন ঈশ্বরের বিদিতব্য বচনীয় স্বরূপের উপাসনার উন্নতি হইতেছে, তেমনি তাঁহার অস্তুত স্বরূপের উপাসনার হ্রাস হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ দুই অংশে বিভক্ত। একাংশ আমরা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই, আর একাংশ আমাদিগের বাক্য মনের অগোচর। যখন তাঁহার জ্ঞান আছে, শক্তি আছে, করুণা আছে, তখন তাঁহার স্বরূপের একাংশ আমাদিগের বুদ্ধির গোচর। যখন তিনি শরীর ও আত্মা হইতে পৃথক্, তখন স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে অপর অংশ আমাদিগের বাক্য মনের অগোচর। এই অংশটী আমাদিগের সম্বন্ধে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। সেখানে "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" সে অংশ সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রও প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? জ্ঞান শক্তি করুণা বিশিষ্ট পুরুষভাবে, পিতা মাতা বন্ধু ভাবে, ঈশ্বরের উপাসনার যেমন উন্নতি হইতেছে, তেমনি তিনি বাক্য মনের অগোচর পদার্থ, এই ভাবে তাঁহার উপাসনার হ্রাস হইতেছে। ওদিকে যেমন রোমহর্ষক প্রেমাশ্রু বিনির্গতকারী সঙ্গীত সকল পুনঃ পুনঃ গান করিতে আমরা ভাল বাসি, তেমনি এদিকে "শাশ্বতমভয় মশোকমদেহং" এবং "তিনি যে ত্রিগুণাতীত, অখণ্ড, অপরিমিত, শব্দাতীত, স্পর্শাতীত, বেদে বলে নিরবধি। মনেতে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না যায় কওয়া, সন্তরণে পার হওয়া হয় কি জলধি"—এই সকল গীতের মহোচ্চ ভাব ও অনলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য আর আমাদিগের ভাল লাগে না। কিন্তু যেমন ভক্তি ও প্রীতি-রসে আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু বিনির্গত করা উচিত তেমনি ঈশ্বরের অনন্ত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ আলোচনা করিয়া বাক্য মনকে স্তব্ধীভূত করা উচিত। এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা আমাদের কর্ত্তব্য। ভক্তি প্রীতির অনুরোধে ঈশ্বরের অস্তুত স্বরূপের উপাসনা অবহেলিত হইতেছে। শুদ্ধ যে তাহা অবহেলিত হইতেছে এমন নহে, ভক্তি ও প্রীতির অনুরোধে আমরা ঈশ্বরকে কোন কোন

গীতে, "কোন কোন বক্তৃতায়," নিতান্ত নর রূপে বর্ণনা করিতেছি। যাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে নীরস জ্ঞানের অভাবে প্রীতি ও ভক্তি ভাবের সঞ্চার করেন, তাঁহারাই এক্ষণে বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে নরত্ব-বাদ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি মতে ব্রাহ্ম, কিন্তু কার্য্যে অন্য রূপ। আমি কোন বিশেষ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি না, সকল সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি: সকল সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্মেরাই এই রূপ। তাঁহারা মতে ব্রাহ্ম, কার্য্যে পৌত্ত-লিক। যখন ব্রাহ্মসমাজের এই অবস্থা, তখন কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মধ-র্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে? কেবল বন্ধু-বর্গকে লইয়া সর্ব্বদা উপাসনা করিলে কি হইবে? যখন তাঁহারা উপাসনার সময় সেই নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন কিন্তু গৃহ্য ক্রিয়ার সময় পরিমিত দেবতার উপাসনা করেন, তখন প্রথমোক্ত উপাসনায় কি ফল দর্শিতে পারে? তুঃখের বিষয় এই যে, এই অদ্ভুত ব্যবহার কেবল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এরূপ দৃষ্ট হয় না। শাক্ত কি বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, না বৈষ্ণব শাক্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন? শিখ কি চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, না চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব শিখের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন? তবে ব্রাহ্ম কেন পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন? তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ কি তাঁহা-দিগের অপেক্ষা ন্যূন? বাহ্য পৌত্তলিকতার কথা তো এই বলিলাম; মানসিক পৌত্তলি-কতা উহা অপেক্ষা আরো ভয়ানক। বাহ্য পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু মনে মনে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে হাত পা দিয়া পূজা করিতে লাগিলাম, তবে আর বাহ্য পৌত্তলিকতা পরিত্যাগে কি হইল? বাহ্য পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করি-লাম কিন্তু মনুষ্যকে নররূপে পূজা করিতে লাগিলাম, ভর্জ্জমান মৎস্যের ন্যায় উত্তপ্ত তৈলকটাহ পরিত্যাগ করিয়া নিম্নস্থ চুল্লীতে পতিত হইলাম, তবে আর কাষ্ঠ মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কি হইল? পুত্তলিকার পূজা পরি-ত্যাগ করিলাম, কিন্তু আত্ম-পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম, বিগ্রহ সেবা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু ধন মান যশ রূপ এক এক পুত্তলিকার সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম, উপবীত পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু আত্মার চতুর্দ্দিকে আধ্যাত্মিক অহঙ্কার রূপ উপবীত ধারণ করিলাম, তবে আর তাহাতে কি হইল? যেমন বাহ্য পৌত্ত-লিকতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তেমনি আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঔদার্য্যের অভাব দৃষ্ট হইতেছে। আমরা বক্তৃতার সময় সমস্ত পৃথিবীকে সৌভ্রাত্র সূত্রে বদ্ধ করিবার বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ কথা বলিয়া থাকি কিন্তু বঙ্গদেশস্থ কতিপয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিসে ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইবে, সে বিষয়ে কিছু মনোযোগ প্রদান করি না। ব্রাহ্মদি-গের মধ্যে নানা বিষয়ে মত বিভেদ হইবে, তাহা আমরা কোন মতে নিবারণ করিতে সক্ষম হইব না। লোকে ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়াও আপনাদিগের মধ্যে মত বিভেদ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না; আমরা যখন এরূপ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, তখন আমাদিগের মধ্যে আরো অধিক মত

বিভেদ হইবার সম্ভাবনা। মত বিভেদ হইলে লোকে স্বভাবতঃ উৎসাহ ও সতেজতার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা পায় কিন্তু তজ্জন্য আমাদিগের মধ্যে মনের মালিন্য কেন জন্মিবে? ব্যবহারাজীবীরা বিচারপতির সম্মুখে উৎসাহ ও সতেজতার সহিত এমন কি পরস্পরের প্রতি কঠিন বাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ পূর্ব্বক আত্মপক্ষ সম-র্থন করে, পরে বিচারালয় হইতে বহির্গত হইয়া সৌহার্দ্দের চিহ্ন স্বরূপ পরস্পরের হস্ত স্পর্শ করে; আর আমরা ধর্ম্মব্রত লোক হইয়া সাধারণ লোক রূপ বিচার-পতির সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কি পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ ভাব রক্ষা করিতে পারিব না? ক্রমে নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন জাতি আমাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম অব-লম্বন করিবে, সকলের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমান হইবে, ইহা কোন মতেই প্র-ত্যাশা করা যাইতে পারে না। অতএব আমাদিগের এই প্রকার নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে স্থূল বিষয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে বিশ্বাস থাকিলেই অন্যান্য বিষয়ে সহস্র মতভেদ থাকিলেও কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম বলিয়া আলিঙ্গন করিব। এই আদি ব্রাহ্ম সমাজ সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা স্বরূপ। শুদ্ধ ভারতবর্ষস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা নহে, পৃথিবীতে যে কোন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার পিতা স্বরূপ। আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হইয়া যেন কোন ব্রাহ্মের প্রতি বিদ্বেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত না করি।

চতুর্থতঃ; এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাধনের ভাবের হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। এই বিষয়ে আমি কিছু বাহুল্য করিয়া বলিতে চাই। আমরা কেবল উৎসব, বক্তৃতা, সঙ্গীত, ধর্ম্ম-মতের কথা; ধার্ম্মিক লোকের কথা এই সকল লইয়া ব্যস্ত থাকি কিন্তু আমাদিগের আত্মা কি রূপ শোচনীয় অব-স্থায় আছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না। কিন্তু আমাদিগের নিশ্চয় জানা কর্ত্তব্য, যে সাধন ব্যতীত আমরা কখনই ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে পারিব না। পূর্ব্ব সাধন ব্যতীত কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে? জ্যোতির্ব্বেত্তা রাশি রাশি অঙ্ক গণনা করিয়া, কবে গ্রহণ হইবে, পূর্ব্ব হইতে বলিতে পারেন, তিনি কিসের বলে বলিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে—সাধনের বলে। কবী কিসের বলে ললিত ছন্দোবন্ধে আপনার মনের অপূর্ব্ব রমণীয় ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে, সাধনের বলে। চিত্রকর কিসের প্রভাবে নৈসর্গিক পদার্থ সকলের অবিকল প্রতিরূপ পটের উপর প্রদর্শন করিয়া লোকের মনে বিস্ময় রসের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়? কেবল অভ্যাসের প্রভাবে, সাধনের প্রভাবে। ভাস্কর কিসের গুণে সুন্দর সুন্দর পাষাণ গঠিত মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া সৌন্দর্য্য রস পানে আমাদিগের চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে? কেবল অভ্যাসের গুণে, সাধনের গুণে। গায়ক কিসের বলে মধুর গীত গান করিয়া আমাদিগের মনকে স্বর্গীয় সুখে অবগাহন করান? কেবল অভ্যাসের বলে, সাধনের বলে? ভিষক্ কিসের গুণে তুশ্চি-কিৎস্য রোগ সকল আরোগ্য করিয়া কৃতজ্ঞ রোগীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ ক-রিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের গুণে সাধনের গুণে। ব্যবহারাজীবী রাশি রাশি পুস্তক-সকল অধ্যয়ন করিয়া বিচারপতির সম্মুখে কিসের বলে আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে, সাধনের বলে। সামান্য উদাহরণ দিতেছি, মল্ল

মল্লযুদ্ধে বিষম বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র লোকের প্রশংসা ধ্বনি গগনে উত্থিত করায়, সে কিসের গুণে তাহা উত্থিত করাইতে পারগ হয়? কেবল অভ্যাসের গুণে, সাধনের গুণে। ইন্দ্রজাল দর্শকের মনে প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের পতনের আশঙ্কা উদ্রেক করাইয়া সূক্ষ্ম রজ্জুর উপর আশ্চর্য্য রূপে নৃত্য করে, সে কিসের প্রভাবে এরূপ করিতে সক্ষম হয়? কেবল অভ্যাসের প্রভাবে, সাধনের প্রভাবে। কোন কার্য্য সাধন ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। তবে ব্রহ্ম-লাভ সাধন ব্যতীত কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে? যদি কেবল ব্রহ্ম বিষয়ক আন্দোলন ব্যতীত আর কিছু লাভ করিবার আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে ব্রহ্ম সাধনে আমাদিগের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম সাধন কি? না ঈশ্বরের উজ্জ্বল সাক্ষাৎকার অভ্যাস করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা এবং নিষ্কাম পরোপকার করা। যেমন আমাদিগের সকল কার্য্যের মূলে স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান নিহিত আছে, তেমনি ঈশ্বর সম্মুখে আছেন, এই জ্ঞান আমাদিগের সকল কার্য্যের মূলে নিহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথম জ্ঞান আমাদিগের সকল কার্য্যের মূলে স্বভাবতঃ নিহিত আছে, সে বিষয়ে আমাদিগের যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যক করে না। কিন্তু দ্বিতীয় জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা—সাধন দ্বারা সকল কার্য্যের মূলে নিহিত করিতে হইবে। দুগ্ধ রম্ভা দ্বারা চির পোষিত সর্পের ন্যায় কোন প্রিয় রিপুকে কত দূর দমন করিতে সক্ষম হইলাম, নিষ্কাম পরোপকার সাধনে কত দূর কৃতকার্য্য হইলাম, ইহার হিসাব আপনার নিকট হইতে প্রত্যহ লওয়া কর্ত্তব্য। প্রভুর নিকট সহজে হিসাব দেওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট হিসাব দেওয়া কঠিন। এই রূপ সাধনের ভাব যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে বস্তু যাহার প্রিয়, সেই বস্তু লইয়া সে সর্ব্বদা কথা কয়। পূর্ব্বকালীন ঋষিরা কেবল ঈশ্বরের বিষয়ে সর্ব্বদা কথা কহিতেন, "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ।" কিন্তু আমরা কেবল সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের গুণাগুণ ও কার্য্য বিষয়ে সর্ব্বদা কথা কহিয়া থাকি, প্রিয়তম ঈশ্বরের বিষয়ে অল্প কথাই কহিয়া থাকি। আমার পূর্ব্ব জীবন সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে আমি সমাজ-সংস্কারের বিপক্ষ নহি, কিন্তু সমাজ সংস্কারের জন্য লোক সমাজের অধিদেতাকে বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মোপদেষ্টা স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির পাত্র বটে কিন্তু ব্রহ্মবাদীর জন্য ব্রহ্মকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমরা সাধন-বিমুখ হইতেছি, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, আমরা পরস্পরের ক্ষুদ্র দোষ সকল সর্ব্বদা অনুসন্ধান করি ও তদ্বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাবের প্রবলতা কেবল সাধনের অভাব নিবন্ধন। দুই জন ব্রাহ্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে যদি মতের অনৈক্য থাকে, আর যদি তাঁহারা প্রকৃত সাধক হয়েন, তবে ঐ রূপ মতের অনৈক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে প্রাণের ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন না করিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। উভয়ের মহতী ঈশ্বর প্রীতি ক্ষুদ্র অনৈক্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হে ব্রাহ্মগণ! আজি বোধ হয়, এই রূপ দোষ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগের উৎসব কার্য্যে ব্যাঘাত প্রদান করিতেছি, অতএব এই কার্য্য হইতে বিরত হইলাম; উৎসবানন্দ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, এক্ষণে উৎসবানন্দে গাত্র ঢালিয়া দেও।

হে পরমাত্মন্! সকল বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বে তুমি তোমার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়ী করিবেই করিবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই জয় লাভের পথে আমরা নিজে যেন কোন প্রতিবন্ধক প্রদান না করি। তুমি কৃপা করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছ, আমরা যেন তোমার এই করুণার অনুপযুক্ত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং!

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

অদ্যকার এই প্রাতঃ-সূর্য্যের সহস্র কিরণে বাহ্য-জগৎ যেমন বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত হইতেছে, তেমনি এই অসংখ্য মানব-আত্মাও আজিকার সূর্য্যোদয়ে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে। এই সূর্য্য-জ্যোতি কেবল আজি যে পৃথিবীর অন্ধকার তিরোহিত করিল, কেবল যে পশু-পক্ষীগণকে জাগ্রত করিয়া বহির্জ্জগতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত করিল, তাহা নয়; আজি শত-সহস্র আত্মাকে উদ্যম উৎসাহে—শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগে উত্তেজিত করিয়া ব্রহ্ম-পূজায় অনুরক্ত করত মর্ত্ত্যলোকে এক মহান্ উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। যদিও এই তেজোময় গগনভূষণ সূর্য্য সৌর-জগতের শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া ভূরাদি অসংখ্য লোক মণ্ডলকে আকর্ষণ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যদিও অহর্নিশি জীবন-জ্যোতিতে সুখ-সৌন্দর্য্যে মর্ত্ত্যলোককে বিভূষিত করিতেছে, যদিও এই বসুন্ধরা আমারদিগকে অন্ন-পানে পোষণ করত সৃষ্টিকাল হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে, তথাপি কিসের জন্য যে তাহারদিগের এই উৎকট পরিশ্রম, কেনই বা যে এই দুর্ব্বহ-ভার বহন করিতেছে, কেনই যে ঘূর্ণিত আবর্ত্তিত হইয়া বর্ষে বর্ষে লোক-সমাজে অভিনব উৎসব-ক্ষেত্র সংরচন করিতেছে, তাহারা তাহার কোন তথ্যই অবগত নহে। আশ্চর্য্য! যে পৃথিবীর তুলনায় মনুষ্যশরীর বালু-কণা হইতেও ক্ষুদ্রতর, সেই মানব-আত্মা ভূপৃষ্ঠে শরীর-পিঞ্জরে আসীন থাকিয়া বিশ্বপতির মহান্ লক্ষ্য সুসম্পন্ন হইতে দেখিয়া আনন্দ রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সে নির্জ্জীব সূর্য্য-চন্দ্রের উদয়াস্তে, জল-স্থল-বিদ্যুৎ-বায়ু-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ভৌতিক ঘটনায় এবং সজীব লোক-সমাজের সম্পদ্-বিপদে, উন্নতি অবনতির অভ্যন্তরে "সত্যমেব জয়তে" কেবল সত্যেরই জয় হয়, ঈশ্বরের এই অব্যর্থ-সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে দেখিয়া জ্ঞান-প্রেমে আশা-আনন্দে উন্নত ও উৎফুল্ল হইতেছে। ভূকম্পন দ্বারা গিরি-চূড়াই ভগ্ন হউক, বা সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে নগর-গ্রামই সাগর-গর্ত্তে প্রবেশ করুক, অথবা রাজ বিপ্লবে বা প্রজা-বিদ্রোহে জ্ঞান-ধর্ম্ম ও সুখ-সমৃদ্ধিশালী জন-সমাজ সকল আপাততঃ শ্রীহীন কিম্বা উৎসন্ন হইয়াই যাউক, শোচনীয় গৃহ বিচ্ছেদে ভ্রাতৃগণ পরস্পর হীনবল হইয়াই পড়ুক, তত্ত্বদর্শী মনুষ্য, এই সকল ঘটনার মধ্যগত থাকিয়াও সেই ধৃতব্রত সত্যকাম পরমেশ্বরেরই মঙ্গল-সঙ্কল্প সংসিদ্ধি বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া "সত্যমেব জয়তে" এই সুধাময় গম্ভীর গীত গান করত প্রীতি বিশ্বাস বর্দ্ধিত করিতেছে। প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা যদিও আমারদিগের এই প্রিয় মাঘের একাদশ দিবস উপস্থিত হইল,—যদিও আজিকার সূর্য্যোদয়ে এই আনন্দময় উৎসব-ক্ষেত্র সংরচিত হইল, যদিও ঐই মুক্ত-কিরণ-রাজী আমারদের দেশ বিদেশস্থ বন্ধু বান্ধবগণের উৎসাহ-পূর্ণ মুখচ্ছবি চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করিল কিন্তু যে জন্য আমারদিগের এই

সুখকর সম্মিলন, যাঁহাকে লইয়া অর্ত্ত্য-লোকে আমারদিগের এই আনন্দ উৎসব, সূর্য্য তাহার কিছুই অবগত নহে; সূর্য্য-জ্যোতি ক্ষুদ্র বৃহৎ অযুত অগণ্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও আমারদের এই উৎসব-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কোন ক্রমেই প্রকাশ করিতে পারে না। "ন তত্র সূর্য্যো-ভাতি ন চন্দ্র তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" সূর্য্য-চন্দ্র-তারক-জ্যোতি সেই বিশ্বালোক পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়, বিদ্যুৎ অগ্নির উজ্জ্বল-প্রভাও পরাভূত হইয়া যায়। সূর্য্য সাক্ষী স্বরূপে সৃষ্টিকাল হইতে বিমান-পথে দণ্ডায়-মান থাকিলেও সে এই উৎসব আনন্দের কিছুই অনুভব করিতে পারে না, আত্ম-জ্যোতিতেই ইহার অপূর্ব্ব-শোভা প্রকাশিত হয়, কেবল আত্মাই এই স্বর্গীয় উৎসব-আ-নন্দের একমাত্র স্রষ্টা ও ভোক্তা। সেই সর্ব্বগত অনাদি পুরাণ পরমেশ্বরই আমার-দের এই উৎসবের প্রাণ, সেই নিখিল-জীবন অন্তরাত্মাই আমারদের এই মহোৎসবের জীবন-জ্যোতি। অন্তরাকাশে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশই অদ্যকার শোভা-সৌন্দর্য্য। তাঁহার দর্শন-লাভে সমর্থ হওয়াই ধর্ম্ম-সাধনের —জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার অব্যর্থ পুরস্কার। বিজ্ঞানময় আত্মাই কেবল ইহার এক মাত্র দ্রষ্টা ও লব্ধা। বাহিরে এই সূর্য্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্তরে তাঁহার অভ্যুদয় দেখিতে পাই, তাহা হইলেই হৃদয়ের অন্ধতম তিমির-রাশি অন্তরিত হইবে, তাঁর প্রকাশে জীবনের গতি নিরূপিত হইবে। এই বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব পদ্ধতি সুস্পষ্ট-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই মহোৎসবেরও নিগূঢ় অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতে থাকিবে। যাহারা বাহিরের জ্যোতিতে সংসারকে দে-খিতে যায়, তাহারাই আপাত-দৃষ্ট ভয়-বিভীষিকায়, বিঘ্ন-বিপত্তিতে নিরাশ হয়, যাহারা কেবল ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে ক্ষতি-লাভের গণনা করিয়াই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পদ-বিক্ষেপ করে, তাহারাই সংসার-মরীচিকায় প্রতারিত হয়। চিরোজ্জ্বল সত্য-জ্যোতি পরমেশ্বর যাঁহারদের হৃদয়াকাশের এক মাত্র সূর্য্য—সেই মঙ্গলাকর সত্য-সঙ্কল্প ধ্রুব পর-মেশ্বরের প্রতি যাঁহারদের অন্তর-দৃষ্টি, তাঁহা-রদের গম্যপথ সরল রাজবর্ত্মের ন্যায় সম্মুখে চির-প্রসারিত থাকে, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁহারদের সম্মুখে অচ্ছেদ্য অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায়, বিশ্ব-নিয়ন্তার অমোঘ ইচ্ছা যে একাদিক্রমে সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহাই প্রকাশ করে।

রজনীর অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া লোক-সাধারণ যেমন প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের প্রতি নিঃসংশয় থাকেন, তত্ত্বদর্শী মহাপুরু-ষগণও তেমনি জন-সমাজের অত্যাচার উপদ্রবের মধ্যে নিপতিত হইয়া ঈশ্বরের শুভ সংকল্প সংসিদ্ধি বিষয়েও স্থির নিশ্চয় হয়েন। যাঁহারা বিজ্ঞান-অন্ধ তাহারাই বজ্র বিদ্যুতের, প্রবল-বাত্যা-বৃষ্টির অত্যাচারে শঙ্কিত ভীত হয়, আর যাঁহারা বিশ্বপতির ভৌতিক পদার্থের গুণ-ধর্ম্ম, জড় রাজ্যের কাল-ক্রমাগত উন্নতির পদ্ধতি অবগত আছেন, তাঁহারা সেই ক্ষণিক দুর্নিবার্য্য উৎপাতের অভ্যন্তরে সংস্থিত হইয়াও প্রশস্ত হৃদয়ে ঈশ্বরেরই মহিমা ঘোষণা করিতে থাকেন। যাহারদের অদূরদৃষ্টি কেবল লোক-সমাজের উপস্থিত শুভাশুভ অবলো-কনেই আবদ্ধ এবং সংসার প্রাচীরের মধ্যেই অবরুদ্ধ, তাহারদের ক্ষুদ্র-হৃদয় স্বল্প কল্যাণ লাভেই স্ফীত হয় এবং অত্যল্প সুখের ব্যাঘাতেই এককালে অভি-ভূত হইয়া পড়ে। আর যাঁহারা মনুষ্য-জাতির আদিম-অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের

মানব-আত্মার সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক, উন্নতির তুলনা করিয়া দেখেন এবং ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধন-প্রণালীর প্রতিদৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারাই "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই মহাবাক্যের গম্ভীর-ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই বিশ্বপতির সৃষ্টি-কৌশল, পালন-প্র-ণালী, উন্নতি-সাধন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত মুক্ত-হৃদয়ে তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন। ঈশ্বর-প্রাণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সন্নিধানে জগতের প্রত্যেক ঘটনাই উন্নতির অনুকূল, প্রত্যেক কার্য্যই শৃঙ্খলাযুক্ত, প্রতি ব্যাপারই প্রণালী-সিদ্ধ। তিনি যেমন পৃথিবীর সেই আদিম স্তরের সহিত এই উপস্থিত মানব-বাস-যোগ্য শোভাময় ভূপৃষ্ঠের কল্যাণকর দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের সত্য-সংকল্পই সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহাই প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি তিনি সেই নবজাত পশু-প্রতিদ্বন্দ্বী আদিম-মনুষ্য-জাতির ক্রিয়া-কাণ্ডের সহিত, বর্ত্তমানের জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত লোক-সমাজের পবিত্র প্রশস্ত কার্য্য-কলাপেরও শ্রেয়স্কর সম্বন্ধ অনুভব করিয়া সত্যকেই জয়-যুক্ত ধর্ম্মকেই জয়-যুক্ত হইতে দেখিয়া সত্য স্বরূপ ধর্ম্মরাজ পরমেশ্বরকেই ধন্যবাদ দেন। আমরা বৃক্ষ-শির-শোভিত বিচিত্র কুসুম-রাজীর বিভিন্ন প্রকৃতি—অনুপম সৌন্দর্য্য সৌরভে যতই কেন বিস্মিত ও চমৎকৃত হই না—কিন্তু সেই কুৎসিত বৃক্ষ-বীজ, সেই অনতিসুন্দর মূল-কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লব সকলই যেমন দেব-দুর্লভ কুসুম-উদ্গ-মের এক মাত্র কারণ, তেমনি সেই আদিম সংকীর্ণ মানব-ব্যূহের কি গৃহ-কার্য্য, কি সামাজিক ব্যবহার, কি ধর্ম্ম-পদ্ধতি আমার-দের সম্মুখে এখন যতই কেন অপ্রশস্ত ও অপরিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না, ঈশ্বরের স্বহস্ত রোপিত, মানব-হৃদয়-নিহিত সেই সকল অব্যর্থ কল্যাণ-প্রসূ বীজ রাজি হইতে কাল-ক্রমে পৃথিবীর এই বিশাল জন-সমাজ রূপ মহাবৃক্ষের উন্নততম শাখায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-রূপ শোভাময় বিজ্ঞানময় অমৃত-ময় বিচিত্র কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া জগদরণ্য আলোকিত ও আমোদিত করিয়া তুলি-য়াছে। মানব-আত্মা তাহার সৌন্দর্য্য সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ মনে উচ্চরবে "সত্যমেব জয়তে" এই সুধাময় সংগীত গান করিতেছে। এক কালে যে মনুষ্য কেবল উদরান্নের জন্যই পর্ব্বত-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে, পশু-রুধির-লালসায় আকুল হইয়া মৃগ-বরাহের অনুসরণে দুর্লভ জীবন-কাল অতিবাহিত করিয়াছে, যৎসামান্য পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণে অপটুতা-নিবন্ধন যে মনুষ্য-জাতি এক সময়ে রৌদ্র-জলে উৎ-পীড়িত হইয়া অসহ্য কষ্ট-ক্লেশ সম্ভোগ করিয়াছে, সেই মানব-জাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এখন পৃথিবী কম্পমান, সাগর-সিন্ধু দোলায়মান হইতেছে। সেই আদিম-অজেয় শত্রু সিংহ শার্দ্দূল কুরঙ্গ মাতঙ্গ সকল এখন সেই মনুষ্যের প্রমোদ-কাননে শৃঙ্খল-বদ্ধ থাকিয়া চিত্ত বিনোদন করি-তেছে। সেই মনুষ্যের বাহু-বলে, বুদ্ধি প্রভাবে নিবিড়-অরণ্য সুশোভন নগর-রাজধানী রূপে পরিণত হইতেছে, দুশ্ছেদ্য আরণ্য-তরু, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-পাষাণস্তূপ, খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া এখন সেই মনুষ্যের সুরম্য হর্ম্ম্য, সমুন্নত প্রাসাদ অট্টালিকায় সংযোজিত হইতেছে। অপ্রতিবিধেয় নদ নদী প্রবাহ সেই মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশলে এখন তাহার পদতলে—প্রাচীর ছাদোপরি সঞ্চরণ করিতেছে। সেই রাক্ষস-সদৃশ মনুষ্য ঈশ্বর ইচ্ছায় কালে জ্ঞান-ধর্ম্ম সমুন্নত হইয়া এই মহান্ উৎসব-ক্ষেত্রে আজি অপূর্ব্ব দেব-ভাবে শোভমান হইয়া, উচ্চরবে কেমন

সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়, "বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্ম-নামের জয়" ঘোষণা করিতেছে। যে মনুষ্য এক কালে যৎসামান্য বৈষয়িক সুখের অভাবে কষ্ট-ক্লেশে ব্যথিত হইয়া, জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র এবং সংসারকে দুঃখের আগার বলিয়া বিলাপ করিত, সেই মনুষ্যই আত্ম-প্রভাবে দেব-প্রসাদে তত্তাবৎ সুখ হস্তগত—পদানত করিয়া সেই "বিদ্যা-সম্পদ্-বুদ্ধি-বিধাতা" পরব্রহ্মকে লাভ করত প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া "এষ ব্রহ্মলোকঃ" এই আনন্দ-পূর্ণ ব্রহ্ম-লোক বলিয়া পৃথিবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। সমুদায় পৃথিবী—সমগ্র মনুষ্য-জাতির কথা দূরে থাকুক, এখনই আমরা যে সুপ্রসারিত সমাজ-গৃহের ভিত্তি-ভূমির উপরে আসীন হইয়া সত্যের জয়-ঘোষণা করিতেছি, ইহার উন্নতির ব্যাপার আলোচনা করিলেই সত্যের প্রতাপ, ধর্ম্মের প্রভাব অতি সহজেই আমারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ঈশ্বরের মঙ্গল-সঙ্কল্প যে কেমন বিচিত্র কৌশলে সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে। যখন ভারতে সমাজ-বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মোপাসনার কোন সূত্র-পাতই হয় নাই, শুদ্ধ ভারতে কেন, পৃথিবী-মধ্যে কোন স্থানে অসাম্প্রদায়িক ও অপৌত্তলিক-ভাবে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনার জন্য যখন কোন সাধারণ উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সংশয় স্থল, তৎকালে সেই গম্ভীর-বুদ্ধি ঈশ্বর-প্রাণ মহাত্মা রাম-মোহন রায় ঈশ্বর-প্রীতি-সুধা-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া লোক-সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্ম-পূজা ও ব্রহ্ম-জ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে এই অবধারিত-দ্বার আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন ইহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত সমান বাধা-বিঘ্ন, সমুদ্র সমান প্রতিবন্ধক। ঈশ্বর জগতের অধিপতি, তিনি প্রতি আত্মার ইষ্ট-দেবতা হইলেও, এই পবিত্র-গৃহে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি উপচার লইয়া যে সেই আদি দেবের অর্চ্চনা করে, এমন দুই চারি জন মনুষ্যও প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। প্রজ্বলিত অনল যেমন আপনার বলেই চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়, তেমনি এই ব্রহ্ম-জ্ঞান রূপ স্বর্গীয়-অগ্নি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমাগতই প্রজ্বলিত হইতেছে, ভারতের সহস্র সহস্র আত্মাকে সংস্কৃত ও পরিতৃপ্ত করিয়া পর্ব্বত-অরণ্য, সিন্ধু-প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করত ক্রমে জগদ্ব্যাপ্ত হইতেছে। প্রথমে যে গৃহে দ্বাদশ ব্যক্তির সমাগম হওয়া সুকঠিন হইত, সেই এই সুদীর্ঘ সমুন্নত আদি-সমাজের ভিত্তি-ভূমি আজি দেশ-বিদেশস্থ শত শত সাধকের সমাবেশ-ভারে বিকম্পিত হইতেছে। এই অসামান্য লোকারণ্য—এই সকল জ্ঞান-প্রেম-শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্ন অনন্যপরায়ণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্ম-নিষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া কোন্ আত্মা না আজি "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিতেছেন। দ্বাচত্বারিংশ বৎসরের উন্নতির ক্রম অবলোকন করিয়া কোন্ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই না আশা করিতেছেন, যে কালেতে সমুদায় পৃথিবী বিশাল-উৎসব-ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, কালেতে সকল আত্মাই ঈশ্বর-লাভে কৃত-কার্য্য হইয়া পৃথিবীকে পুণ্যবতী করিয়া "এষ ব্রহ্মলোকঃ" এই ব্রহ্ম-লোক, এই সুধাময় বাক্য একতানে উচ্চারণ করত ইহার যাথার্থ্য সম্পাদন করিবে। হে সত্যকাম মঙ্গল সঙ্কল্প ধৃত-ব্রত মহান্ ঈশ্বর! এই বিবাদ-বিসম্বাদ-নিন্দা-অসূয়া-দ্বন্দ্ব-কলহ-পূর্ণ মর্ত্ত্য-লোকে সেই শুভ দিন শীঘ্র প্রেরণ কর। তুমি প্রীতি-সদ্ভাবে, সুখ-শান্তিতে সকল আত্মাকে সম্মিলিত কর, তোমার

নিকটে আর কি যাচ্ঞা করিব, প্রাণের সহিত এই প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, সত্যেরই জয় হউক, তোমার মঙ্গল-সঙ্কল্প সংসিদ্ধ হউক। তোমার স্নেহের ধন জীবাত্মা সকল, তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর.

বলিলেন।

অদ্য আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া নববর্ষে প্রবিষ্ট হইতেছে, এ উৎসবের দিন বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। যাঁহারা অদ্য এখানে কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছেন—যাঁহারা আলোক জন-কোলাহল দেখিয়া, গীত বাদ্যধ্বনি শুনিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহারা এ দিনের যথার্থ মর্ম্ম অবগত নহেন। অদ্য এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস—সেই ব্রাহ্মসমাজ যাহা অজ্ঞান-অন্ধকার কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকার মধ্যে সহস্ররশ্মি-ভানু সদৃশ এই বঙ্গদেশে উত্থিত হইয়াছে; যাহার নামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নানাবিধ কুরীতির নির্ব্বাসন, পৌত্তলিকতার পরিহার, জাতিভেদের উচ্ছেদ, স্ত্রী-জাতির স্বাধীনতা, সত্যের জয়, একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা অনুস্যূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার দিনের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ কর। যে ব্রহ্মের আহ্বানে তোমরা এই উৎসবে সমাগত হইয়াছ, সর্ব্বাগ্রে এই মন্দিরের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর। দেখ তাঁর সত্তাতে—তাঁর শক্তিতে জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা দীপ্যমান, তাই জগৎ সংসার চলিতেছে, সেই ইচ্ছার নিমেষ মাত্র বিরাম হইলে—তাঁহার এক কটাক্ষপাত হইলে, সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায়। সে শক্তির মাহাত্ম্য অনুভব কর। আমি যদি ধবলাগিরি আরোহণ করিয়া তাহার শিখর-দেশে দণ্ডায়মান হই, যেখানে আমার শরীর শীতে পাষাণবৎ হইয়া যায়, যেখানে স্বর্গ-দ্বার-মুক্ত তীব্র হিমার্দ্র বায়ু আমাকে সজোরে আক্রমণ করে, সৃষ্টির মহা ভূত সকল ভীমবলে আমার নয়ন মনকে একান্ত অভিভূত করে, সেখানে আমাকে কি ক্ষুদ্র দেখায়। বিশাল সাগরের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে আমার এই দেহতরি কি ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়! আবার যে পৃথিবীতে আমি বাস করিতেছি—যাহার জল কি স্থল কিছুরই অন্ত পাই না, তাহার তুলনায় একটি সাগর কি একটী পর্ব্বত কেমন ক্ষুদ্র! এই পৃথিবী আবার সূর্য্যের তুলনায় কি ক্ষুদ্র! উপরের অনন্ত কোটি লোকের তুলনায় ইহা কি?—কোন্ বালুকণা, কোন্ ধূলিরেণু, কোন্ কীটানু? তাহা অপেক্ষাও অল্প! তবে যিনি আমার এই ক্ষুদ্র দেহের অধীশ্বর—সাগর পর্ব্বত সমেত এই পৃথিবী—এই সূর্য্য—এই কোটি কোটি লোক মণ্ডল যাঁহার অঙ্গুলীর এক ইঙ্গিতে আকাশ পথে ভ্রাম্যমান হইতেছে, তিনি কি মহান্! মহতো মহীয়ান্! তাঁহার মহিমা কি বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারা যায়? জ্যোতির জ্যোতি, তিনি নিজে কি উজ্জ্বল! প্রাণের প্রাণ, তিনি নিজে কি মহান্! সকল রূপ-কারণ, সকল সত্তার সত্তা, সকল সত্যের সত্য। তিনি কেবল অন্ধ শক্তির বাহন মাত্র নহেন। তিনি কেবল জড় জগতের অধিপতি নহেন। তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা রূপে প্রত্যক্ষ কর। তাঁহাকে পিতা রূপে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান দেখ, যাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্বভাবোক্তিতে বলিয়া গিয়াছেন, "ত্বং হি নঃ পিতাহসি"। তিনি পিতা আমরা তাঁহার পুত্র, তাঁহার নিকট কি

প্রার্থনা করিব। প্রার্থনা কর যেন তাঁহার পিতৃভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। তাঁহাকে ছাড়িলে আমাদের পরিত্রাণ নাই, শান্তি নাই। ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ হইতেই সকল বল। তাঁহা হইতে যত দূরে যাই, ততই আমাদের দুর্ব্বলতা দুর্দ্দশা। সেই জীবনের প্রস্রবণের যতই আমরা সন্নিকট হই, ততই বলবান হই। সেই মূল প্রস্রবণ হইতে আমাদের জীবন স্রোত যত দূরে যায়, ততই আমরা দীন হীন দুর্ব্বল। সংসারে কেহই আমরা সম্পূর্ণ সুখী নহি। এখানে নানা দুঃখ, নানা বিপত্তি, রোগ শোক দারিদ্র্য দুর্দ্দশা। মনুষ্যের আশ্রয়ে সকল দুঃখের নিবারণ হয় না, ঔষধদ্বারা সকল রোগের শান্তি হয় না। ধনে ঐশ্বর্য্যে সকল দুর্দ্দশার নিরাকরণ হয় না। কোন্ রাজা এমন বলিতে পারেন—আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁর শাসনে তাঁর সকল প্রজা কম্পিত হইতে পারে কিন্তু তিনি নিজে হয়ত কোন আন্তরিক রিপুর একান্ত পরাধীন। অন্যে তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করিয়া অর্চ্চনা করিতেছে—আপনার চক্ষে তিনি কেমন হীন। কোন্ সাধু এমন বলিতে পারেন—আমার প্রত্যেক সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে?—কোন্ বলী আপনার বলের স্পর্দ্ধা করিতে পারে? অদ্য সুস্থ সবল প্রফুল্ল—কল্য রোগ শয্যায় শয়ান। কোন্ ধনী আপনার ধনের গৌরব করিতে পারেন? "অদ্য রাজা কল্য দরিদ্র—অদ্য মহোল্লাস কল্য হাহাকার।" দেখ আমাদের সকলি দুর্গতি—সকলি দুর্দ্দশা—পদে পদে হীনত্ব। সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, যিনি আমাদের সকল রোগের ঔষধ—সকল যন্ত্রণার প্রশমন। যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর করে, তাহাদের কি ভুল?—যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করে না—তাঁহার নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে না—তাঁহার উপদেশ বাক্য শুনিয়াও অবহেলা করে—আপনার মন্দ বুদ্ধিই জীবনের নেতা—আপনার অল্প প্রাণের উপরেই সকল নির্ভর,—তাহারা সে বলে বঞ্চিত, যাহা কেবল ঈশ্বরের দান,—সে ধনে বঞ্চিত, যাহা নিত্য অক্ষয় ধন; যে বল সত্যেতে ধর্ম্মেতে পুণ্য পবিত্রতাতে উপার্জ্জিত হয়—যে ধন পার্থিব সুখ দুঃখ হরণ করিতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট হইতে বল চাও তিনি বল দিবেন। যে সকল ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারদিগকে অক্ষয় বলে কে বলীয়ান্ করিলেন? যিনি আমাদের দন্ত হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিলেন—যিনি অন্ন দিয়া আমাদের শরীর পোষণ করিতেছেন—যিনি বীজের পুষ্টি সাধন জন্য রৌদ্রের উত্তাপ, বৃষ্টির জল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি কি আত্মাকে নিরাশ্রিত রাখিবেন—কখনই না। তাঁহার দ্বারে আঘাত করিলেই তিনি সাড়া দিবেন,—ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দিবেন—বর চাহিলে অভয় বর প্রদান করিবেন। তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য বল চাও। যুদ্ধ-ক্ষেত্র প্রশস্ত বিঘ্ন সকল দুরতিক্রমণীয়—রিপুদলও বলবান্। আমাদের সমাজে নানা প্রকার কুরীতি কুসংস্কার আছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। জাতি ভেদ প্রথা যাহা সমাজে সমাজে দলে দলে মনুষ্যে মনুষ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ সূত্র বিস্তার করিতেছে, তাহার উন্মূলন করিতে হইবে। পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে এক ঈশ্বরের উপাসনা স্থাপিত করিতে হইবে। অনেক জঞ্জাল দূর ও কলঙ্ক প্রক্ষালন করিতে হইবে। লোকের নিন্দা ও গ্লানি ও অত্যাচার মস্তকে বহন করিয়া তাহারদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম্ম, কাল-জনিত যে ঘোর

কুজ্ঝটিকাতে আবৃত হইয়া অদৃশ্য প্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উদার স্বরূপ লোকের চক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। যাহা ন্যায়—যাহা সত্য—যাহা ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের নিকটে ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর। যাহাতে আপনার দোষ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া পরিহার করিতে পারি—অন্যের দোষ ক্ষমা দৃষ্টিতে মার্জ্জনা করিতে পারি—এই বর প্রার্থনা কর। এই ভিক্ষা চাও যেন সম্পদে স্ফীত না হই—বিপদে বিষাদগ্রস্থ না হই—রোগ শোকে মুহ্যমান হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ বিস্মৃত না হই। যখন যে অবস্থায় থাকি, কখনও সুখ—কখনো দুঃখ—কখনো সম্পদ, কখনো বিপদ—কখনো মেঘ বজ্র বিদ্যুতের মধ্য দিয়া ঈশ্বর দেখা দিতেছেন—কখনো বা মধুময় শীতল জ্যোৎস্নাতে আত্মাকে অভিষিক্ত করিতেছেন—কিন্তু সকল অবস্থার জন্য যেন দুর্জ্জয় বলের সহিত প্রস্তুত থাকি—ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাবের উপর যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে—এই প্রকার ভগবদনুগ্রহ কায়মনে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরকে বল—অসৎ হইতে সত্যেতে লইয়া যাও—অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও। জ্যোতি দুই প্রকার—জ্ঞানের জ্যোতি—পুণ্যের জ্যোতি। মনের আলোক জ্ঞান, আত্মার আলোক পুণ্য। যখন যে অবস্থায় থাকি—তাহার কর্ত্তব্য সাধন জন্য প্রথম জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞান না থাকিলে এখনি আমরা জড় জগতের চক্রান্তে অভিভূত হই। জ্ঞান আমারদের সংসার পথের আলোক। সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রথম ঈশ্বরকে জানা আবশ্যক, তাঁহার ধর্ম্ম নিয়ম জানা আবশ্যক—বাহ্য প্রকৃতি মানব প্রকৃতির জ্ঞান লাভ আবশ্যক। আমাদের শিক্ষার জন্য ঈশ্বর প্রকৃতি রূপ গ্রন্থ আবিষ্কৃত করিয়াছেন,—মনুষ্যের আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে তাঁহার উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছেন, আমরা যেন এই দুই দিকেই লক্ষ্য দিয়া থাকি; এই দুই গ্রন্থ সম্যক রূপে পাঠ ও অধ্যয়ন করি। কিন্তু কেবল জ্ঞানেতেই মনুষ্যত্ব হয় না। যেমন অজ্ঞান তিমির—তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক অন্ধকার পাপ। জানিলাম কি ধর্ম্ম—কি ন্যায়—কি কর্ত্তব্য কিন্তু ইচ্ছাকে সে দিকে নিয়োগ করিতে পারিলাম না, তবে সে জ্ঞানের ফল কি?—আমরা অতি ক্ষুদ্র জানিয়া শুনিয়া কতবার অপথে পদার্পণ করি। জানিলাম কি মঙ্গল কি শুভ কি কল্যাণ, স্থির করিলাম কি কর্ত্তব্য, তবুও কার্য্য কালে হয়ত মন তাহার বিপরীত পথে ধাবিত হয়। অতএব কেবল জ্ঞানের আলোক নহে—পুণ্যের আলোক পবিত্রতা উপার্জ্জন করিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপ—সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইতে হইবে। তাহার জন্য আত্মার সমুদয় বল সমুদয় শক্তি সমুদয় উদ্যম যোজনা না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসাধ্য। যেমন অজ্ঞান তিমির জীবন পথকে অন্ধীভূত করে—পাপ তিমিরও আমাদিগকে অন্ধ করিয়া ধন প্রাণে বিনাশ করে। সেই জন্য ধর্ম্মের আলোকে পুণ্য জ্যোতিঃ প্রার্থনা কর। ঈশ্বরকে বল অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—জ্ঞানালোক প্রকাশ কর—পুণ্যের আলোক প্রকাশ কর। এই দুই আলোক একত্রিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রূপ স্বর্গীয় আলোক, আমাদের প্রতি জনের আত্মাকে আলোকিত করুক।

ব্রাহ্মগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি আমরা হৃদয়ের ধর্ম্ম করিতে পারিয়াছি? যদি করিয়া থাকি, তবে কেন আমরা

দীন হীন ভাবে মুহ্যমান রহিয়াছি? কেন আমাদের জীবনে সে ধর্ম্ম প্রতিভাত হয় না? কেন আমরা ঈশ্বরের নাম করিয়া দেশে দেশে তাহা প্রচার করিতে উদ্যত নহি। যদি সে ধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ের অধিস্বামী হয়, তবে কি আমরা মৌন থাকিতে পারি? যদি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক হয়, তবে কি বাক্যের অভাব থাকে—না সাধনের অভাব থাকে? রসনা আপনা হইতেই সে নাম দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেন আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে বিমুখ? কেন সত্য প্রচারে অক্ষম? তাহার কারণ এই, আমাদের যত্ন নাই, উৎসাহ নাই। যে উৎসাহ সম্বল করিয়া আদিম বৌদ্ধগণ আপনাদের ধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিলেন, মুসলমানেরা ইউরোপ খণ্ডে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মুসলমান ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন, সে উৎসাহের লক্ষাংশের একাংশও আমাদের নাই। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল মুখের ধর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছি। অন্য কথা দূরে থাকুক, আমরা অনেকে সেই পবিত্র ধর্ম্ম আপনার পরিবারের মধ্যে আনিতেও বিমুখ। স্ত্রী যে সুখ দুঃখ ভাগিনী চির সঙ্গিনী, তাহাকেও কি প্রতি ব্রাহ্ম এই উচ্চ ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী করিতে যত্নবান্? ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কোন কঠোর আদেশ নাই, নিষ্ঠুর নিয়ম নাই, যে স্ত্রীলোকেরা সে ধর্ম্মের অধিকারী নহে। ঈশ্বরের ধর্ম্ম—ঈশ্বরের শাস্ত্র স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য। নর নারী তাঁহার পুত্র কন্যা, উভয়েই সেই অমৃতের অধিকারী। আক্ষেপের বিষয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেকাংশে কেবল মৌখিক ধর্ম্ম—লৌকিক ধর্ম্ম হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! এ কলঙ্ক তোমরা অপনোদন কর। তোমাদের জীবন ও চরিত্রে যেন এ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। ইহা দেশে দেশে প্রচার করিতে বাহির হও। এক ঈশ্বরের নাম সর্ব্বত্র ঘোষণা কর। এই মহান্ কার্য্যে যেন তোমাদের শরীর মন, অভেদ্য সঙ্কল্প, অটল উৎসাহ নিয়োজিত হয়। সত্যের জন্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার কর, ধর্ম্ম ও ভক্তি মার্গে আত্ম সমর্পণ কর। মনে রেখ যে ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিত্র শোধন, কথাতে দৃষ্টান্তে বিপথগামীদিগকে পুণ্য পথে আকর্ষণ কর। সাধু দৃষ্টান্ত ভিন্ন অধর্ম্ম ও কুসংস্কারকে পরাস্ত করা যায় না। রসনা অপেক্ষা তোমাদের জীবন যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করে। যে ধর্ম্ম তোমাদের জীবন পথের নেতা, তাহা যেন তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অর্দ্ধ অঙ্গ অবশ—অর্দ্ধ অঙ্গ কর্ম্মক্ষম থাকিলে কি সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যায়? ভর্ত্তা ব্রাহ্ম, স্ত্রী পৌত্তলিক, পুত্র ব্রাহ্ম, কন্যা পৌত্তলিক, পরিবারের এক অঙ্গ জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত, অপর ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অজ্ঞান তিমিরে আবৃত, এ কি বিষম কথা! এরূপ হইলে মত ও আচরণে, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে মিল থাকিবার কি সম্ভাবনা? মুখে এক, কার্য্যে এক, এরূপ হইলে কোন্ মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিবে? কি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট আপনাকে নিরপরাধী রাখিবে? অতএব আমার নিবেদন এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল মুখের ধর্ম্ম নহে, হৃদয়ের ধর্ম্ম কর। ধর্ম্ম সাধনের জন্য আপনাকে অসহায় মনে করিও না, ঈশ্বর নিজে আমাদের সহায়। তাঁর প্রসাদে যে দুর্ব্বল সে সবল, যে ভীরু সে অভয় হয়। "দুর্ব্বল সবল ভীরু অভয় অনাথ গতিহীন হয় সনাথ, সেই প্রেমশশী যবে মধুবরষে সাধুর হৃদয়াধারে"।

সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর। এই পুষ্পমালা-দীপমালার মধ্যে সেই নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি স্বক-

পকে হৃদয়ে স্থান দাও। হিন্দুজাতির বিশেষ গৌরব এই যে সকল কর্ম্মের আদি অন্ত মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরকে স্থাপন করেন—সকল কর্ম্ম তাঁহাতেই সমর্পণ করেন। তবে যাঁহার আরাধনার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহার দর্শন বিনা শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের উচিত? যদি এখানে কেহ এমন ভাগ্যবান্ থাকেন, যিনি প্রিয়তম ঈশ্বরকে হৃদয়াসনে আসীন করিতে পারিয়াছেন, তিনি যেন এই ক্ষণিক দর্শনেই পরিতৃপ্ত না থাকেন। প্রতিদিন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিবে।—দিন দিন ধর্ম্মেতে পুণ্যেতে পবিত্রতাতে আত্মাকে পোষণ করিতে হইবে। মন যেন নিরন্তর সত্যের পিপাসু থাকে। ইচ্ছার গতি যেন নিরন্তর ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হয়। আত্মা যেন নিরন্তর ঈশ্বরের অভিমুখীন হয়। এই তৃষ্ণা, এই গতি, এই ভাব, যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, প্রাণপণে সেই প্রকার যত্ন কর। জীবনস্রোত পুণ্য-ক্ষেত্রে সহজে স্বাভাবিক ভাবে বহমান হয়, চরিত্র পবিত্র হয়, বিসদ আত্মপ্রসাদ আত্মাকে উজ্জ্বল রাখে—সম্পদ বিপদ সকল সময়ে হৃদয় মন ঈশ্বরে নিহিত থাকে, তাহার জন্য যত্ন কর, চেষ্টা কর, প্রার্থনা কর। ঈশ্বর হইতে অহরহ বল চাও, জ্ঞান চাও, জীবন চাও। তিনি কৃপা করিয়া যে সুধা প্রেরণ করিবেন, তাহা পান কর। অহর্নিশি ত তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত ত তিনি তাঁহার করুণামৃত বর্ষণ করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা সকল সময়ে ধারণ করিতে পারে না। সে অমৃত যখন হৃদয়ে উপলব্ধি হয়, তাহা যেন এত প্রচুররূপে পান করি যে, আজীবন তাহা আমাদিগকে পুষ্ট ও উন্নত রাখিতে পারে। নীচ চিন্তা, মলিন ভাব, বিষয় কামনা পরিহার করিয়া এস আজ আমরা সেই ভূমানন্দে—সেই প্রেমানন্দে মগ্ন হই। সেই প্রেমামৃত এত প্রচুররূপে পান করি যে সম্বৎসর কাল তাহা আমাদিগকে জীবিত রাখে। উত্থান কর, জাগ্রত হও, হৃদয় দ্বার খুলিয়া দেও, মানস-পদ্ম বিকশিত কর। তাঁহার করুণাবাত সেবন করিয়া সুস্থ ও সবল হও। অদ্য যে সাধু সঙ্কল্প করিতেছ, কল্য তাহা উল্লঙ্ঘন করিওনা। অদ্য যে উন্নত ভাবের আবির্ভাব হইয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে, কল্য তাহার অভাবে বিপথগামী হইও না। অদ্য যে সাধু ইচ্ছা আত্মাকে পুণ্য ক্ষেত্রে উপনীত করিতেছে, কল্য তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিও না। ঈশ্বর করুণ আজ যে বীজ আমাদের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা তাঁহার প্রসাদে কালেতে সারবান্ বৃক্ষ হইয়া ফল ফুল পুষ্পে আমাদের জীবন উদ্যানকে সুশোভিত করে।

ঈশ্বর আমাদের দেবতা। আমরা সেই একের উপাসক। সেই দেশ কালের অতীতকে আমরা সীমাবদ্ধ করিয়া পূজা করি না। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ভিন্ন কোন পরিমিত দেবতার নিকট আমরা নতশির হই না। তিনি ভিন্ন আর কেহ আমাদের আরাধনার পাত্র নহে, পূজার যোগ্য নহে। যেমন কাষ্ঠ পাষাণ পুত্তলিকা আমরা পূজা করি না, তেমনি আর এক প্রকার যে ভয়ানক পৌত্তলিকতা আছে, তাহা হইতেও যেন আমরা বিরত হই; কোন মনুষ্যকে দেবরূপে কল্পিত করিয়া যেন পূজা না করি। যে ধর্ম্মের লোকেরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ভজন পূজনে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া কোন মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশ্বরের স্থানে অথবা ঈশ্বরের ব্যবধানে মনুষ্যকে দণ্ডায়মান করে, মনুষ্যকে পাপীর গতি ত্রাণকর্ত্তা রূপে আরাধনা করে, আমরা সে ধর্ম্মের বিরোধী। কাজ নাই সে গুরুর আশ্রয়ে, যিনি ঈশ্বরের নামচ্ছলে আমাদের হৃদয়

মন কাড়িয়া লন, যাঁহার উপদেশ বাক্য সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশের প্রতি আমাদের কর্ণ বধির করিয়া রাখে, যাঁহাকে ভ্রান্ত অনুচরবর্গ ঈশ্বরের পদে আরূঢ় করিয়া ঐশিক মান অর্পণ করে। যে কোন গুরু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হইতে আমাদের নয়ন আকর্ষণ করেন, যে কোন ধর্ম্মভানকারী উপদেষ্টা আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ হইতে শ্রবণকে আকর্ষণ করেন; তিনি প্রকৃত গুরু---প্রকৃত উপদেষ্টা নহেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিতেছি, ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছি, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের হৃদয়কে এক প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত করিয়া অন্যবিধ ঘোর পৌত্তলিকতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন। পাষাণ পুত্তলীকে গৃহ হইতে সহজে দূর করা যায়, কিন্তু অন্য প্রকার পৌত্তলিকতার অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। অতএব সাবধান যেন ঈশ্বরের স্থানে মনুষ্যকে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে হীন ও কলঙ্কিত না করি। আবার ইহা অপেক্ষা তৃতীয় প্রকার আরো ভয়ঙ্কর পৌত্তলিকতা আছে। সে কি না আপনাকে পূজা করা, আপনার হৃদয়ের কোন ক্ষুদ্র ভাবের নিকট মস্তক অবনত করা। কেহ স্বার্থপরতার নিকট সর্ব্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত। কেহ ধন লালসা, কেহ লোক প্রিয়তা, কেহ মান, কেহ যশ, কেহ নাম, কেহ কাম, এই রূপ এক এক পুত্তলী সাজাইয়া হৃদয়ে স্থান দেয়, তাহার নিতান্ত অধীন একান্ত ক্রীত দাস। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যেন বাহ্যিক আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকি। সৃষ্ট পদার্থকে স্রষ্টার যোগ্য পূজা অর্চ্চনার পাত্র না করি; মনুষ্যকে ঈশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় না করি; ঈশ্বর ভিন্ন কোন পরিমিত পদার্থ যেন আমাদের হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে। সেই স্বর্গীয় ভাবের নিকট সকল মর্ত্ত্য পার্থিব ভাব যেন ভস্মীভূত হয়। আমাদের ভক্তি প্রীতি হৃদয় মন সেই একের প্রতি সমর্পিত হয়। সেই স্বর্গীয় প্রসাদ যেন জীবনের অন্ন হয়। সেই স্বর্গীয় বারি যেন আমাদের পানীয় হয়, পৃথিবীর মলিন পঙ্কিল জলে যেন আমরা তৃষ্ণা নিবারণ না করি। আমরা যেন মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো-বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" সেই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়। আমরা যেন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর ন্যায় অমৃতের প্রার্থী হই, ও যেন হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহাতে অমৃত না হই তাহা লইয়া কি করিব? "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী," মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যান্নহং তেনামৃতাহহো" যদি এই সমুদায় বিত্তপূর্ণ পৃথিবী আমার হয়, তাহাতে কি আমি অমৃত হই? "নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ," যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না না, "যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্যতু নাশাস্তি বিত্তেনেতি" যেমন সাধারণ উপকরণ বিশিষ্ট দিগের জীবিত তোমারও সেই রূপ হইবে কিন্তু বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী," মৈত্রেয়ী বলিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহাতে আমি অমৃত না হই, তাহা লইয়া কি করিব? আমাদের চিত্ত বিহঙ্গ যেন এই মধুময় গীত গান করে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেনকুর্য্যাং।" এই পৃথিবীর ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্য কি? আমরা তাহাতে মুগ্ধ হই সত্য বটে, কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখ, নির্জ্জনে আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐহিক সুখে সার আছে কি না? তবে এখনি আত্মা হইতে সায় পাইবে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" সংসার ত অসার, দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে কাল নাই, পৃথিবীর ধূলি পৃথিবীতেই মিশ্রিত হইবে। ধন মান লইয়া—ঐহিক সুখ লইয়া কি করিব? আমাদের আশালতা কি এই সংসারকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? আমরা সেই অমৃত নিকেতনের যাত্রী। আমরা সংসার হইতে অবসৃত হইয়া কোথায় যাইব, তাহা জানি না। স্বর্গের কোন্ রাজ্য, অমৃত ধামের কোন্ গৃহ আমাদের জন্য সজ্জিত হইবে তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে আমরা ঈশ্বরের নিকটেই গমন করিব—আমাদের আত্মা উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে। ইহা জানি যে আমরা তাঁহারই রাজ্যের প্রজা, সেই পরম পিতার পুত্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তাঁহার দয়া ও বাৎসল্য, স্নেহ ও প্রেমের পাত্র চির কালই থাকিব।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের জীবন সহায়, সকল সুখ কারণ, সকল দুঃখ নিবারণ। পর্ব্বত সমান বিঘ্ন রাশির মধ্যে তুমি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা। দুঃখ দুর্গতি পাপ প্রলোভনের মধ্য দিয়া তুমি আমাদিগকে তোমার পুণ্য পথে লইয়া যাও। যে কোন অবস্থায় থাকি, যে কোন ঘটনার মধ্যে পড়ি, সকল সময়ে উন্নত মস্তক হইয়া যেন তোমার প্রতি অচল মতি—অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের ত্রাণ নাই, শান্তি নাই। তুমি এক ধ্রুব নায়ক, তুমি আমাদের পিতা। যেন পাপে মলিন হইয়া তোমার কৃপার অযোগ্য না হই। আমরা কখনই তোমার যোগ্য পুত্র নহি, তাহা জানি; পদে পদে তোমার নিকট অপরাধী হই, তোমার উপদেশ শুনিয়াও শুনি না, তোমার ধর্ম্ম নিয়ম অতিক্রম করিয়া অপথে পদার্পণ করি। কি সাহসে তোমার সম্মুখীন হইব?—কি সাহসে সেই অটল বিমল জ্যোতির প্রতি এই দুর্ব্বল মন-আঁখি উন্মীলন করিব? আমার আপনার ত কিছুই বল নাই, সার নাই। সকলি হীন মলিন ম্লান দুর্দ্দশাপন্ন। তোমার কৃপা—তোমার করুণার উপরেই সকল নির্ভর। তুমি যদি নিজ গুণে পাপীকে পরিত্রাণ কর, তবে তরিয়া যাইবে। তুমি আমাদের সহায় সম্পত্তি, চিরকালের সম্বল। আমারদিগকে রক্ষা কর। "অসৎ হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও।" হে সুহৃৎ! তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। তোমাতেই আমাদের হৃদয় মন সকলি সমর্পণ করিতেছি। তোমার চরণ ছায়াতে আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে শান্তি আরামে বাস করিব। যদি-ও দুঃখ ক্লেশ পাপ তাপ ঘোর অন্ধকারে আমরা আবৃত, তবু তোমাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেছি। তোমার ভুবন বিজয়ী নাম লইয়া আমরা সত্যধর্ম্ম প্রচার করিব। তোমার অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া সংসারের বিভীষিকা অতিক্রম করিব। তোমার কৃপা গুণে পরমার্থ লাভ করিয়া অমৃত হইব।

পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে।
তব করুণা তরি করি অবলম্বন যাব ভবার্ণব পারে।
জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু নির্ভয় হইব সখা হে।
মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে, সহজে ত্যজিব এই দেহে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং
পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।

এক সেই পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রূপে মহিমান্বিত আকাশে স্থিতি করিতেছেন, আর সমস্তই সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। বৃক্ষের মস্তকে স্কন্ধে হস্তে বাহুতে রাশি রাশি ভার সকল সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে নিয়ত দোদুল্যমান হইতেছে, তথাপি বৃক্ষ স্বয়ং স্তব্ধ রূপে দণ্ডায়মান রহিয়া সমস্ত ভার একাকী বহন করিতেছে। আমরা যদি কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখি, তবে কি শাখা কি প্রশাখা, কি পল্লব কি পুষ্প, বৃক্ষের যে কোন অবয়ব আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হয়, তাহাতেই আমরা বৃক্ষকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই। প্রশাখা যুক্ত শাখা দেখিলে, পল্লব যুক্ত প্রশাখা দেখিলে, শাখায়মান শিরা সংযুক্ত শল্লব দেখিলে, দল পরিচ্ছদ সংযুক্ত পুষ্প দেখিলে, মহাশাখা সংযুক্ত সেই এক বৃক্ষেরই ভাব আমাদের মনে জাগরূক হয়;—শাখাতে প্রশাখাতে পল্লবে পুষ্পে সকলেতেই আমরা বৃক্ষের অভিজ্ঞান চিহ্ন সুস্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাই। নানা শাখা যেমন একই বৃক্ষের সাক্ষ্য প্রদান করে; সেই রূপ সমস্ত সৃষ্টি সেই একই পরমেশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক সূর্য্য মধ্যস্থলে বর্ত্তমান থাকিয়া নানা গ্রহ উপগ্রহকে যথা নিয়মে চক্রিত করিতেছে, ইহাতে আমরা একই ঈশ্বরের আধিপত্য মূর্ত্তিমান দেখিতেছি; তেমনি আবার এক বৃক্ষ স্থির রূপে দণ্ডায়সান থাকিয়া নানা শাখা প্রশাখা পল্লব পুষ্পকে প্রাণ ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিতেছে, ইহা হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা একই অচ্যুত পুরুষের অক্ষয় ভাণ্ডার সর্ব্ব জগতে অবারিত দেখিতেছি। তিনি স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকাতেই চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্ত হইতেছে, জীব জন্তু সঞ্চরণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এবং মনুষ্য অমৃতের পুত্র হইয়া সর্ব্বোপরি উত্থান করত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অমৃত ধামের দিকে মিলিয়া চলিতেছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এই বিশাল জগতের সর্ব্বত্রই যখন পরিবর্ত্তন আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছে, তখন জগতের কর্ত্তা যিনি তিনিও পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী; কিন্তু এ বৃথা আশঙ্কা, না পরীক্ষাতে না যুক্তিতে না জ্ঞানেতে কিছুতেই পোষকতা পায় না—এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। পরীক্ষাতে দেখা যায় যে সেনাপতি অটল না থাকিলে সেনা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, সূর্য্য একটুকু স্থান ভ্রষ্ট হইলে গ্রহ উপগ্রহে মহোৎপাত উপস্থিত হয়, বৃক্ষ স্থান চ্যুত হইলে শাখা পত্র শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হয়। যুক্তিতে দেখা যায় যে, যখন একটি সামান্য কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে কত ধৈর্য্য, কত সহিষ্ণুতা, কত অটল ভাব আবশ্যক হয়, তখন যিনি অসীম জগতের কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার তুল্য অটল আর কে হইতে পারে? তিনি একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয়। জ্ঞানেতে দেখা যায় যে, যিনি মূলাধার তাঁহাতে লেশ মাত্রও পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। মন প্রতি-নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, শরীর প্রতি-নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি যে আমি কল্য ছিলাম, সেই আমি অদ্য আছি, এই রূপ জ্ঞানেতে এক দিকে উপলব্ধি হইতেছে যে পরিমিত আত্মা যে জীবাত্মা তাহা পরিমিত সময়ের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়; অন্য দিকে উপলব্ধি হইতেছে যে, অপরিমিত আত্মা যে

পরমাত্মা তিনি অপরিমিত অনাদ্যনন্ত সময়ের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু পরমাত্মা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া তিনি উদাসীন নহেন, সমুদায় জগৎকে তিনি প্রাণ ধন জীবন সুখে এবং আত্মাকে অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের ভরষাতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

তিনি আপনার অমৃত জ্যোতি দ্বারা আমাদের আত্মার সকল অন্ধকার অপহরণ করত, তাহাকে দুঃখের মধ্যে সুখে, বিপদের মধ্যে সম্পদে, ভূলোকের মধ্যে দ্যুলোকে অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন। "বৃক্ষইব স্তব্ধো" এই বাক্য বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায় না, পরক্ষণেই রসনাতে আসিয়া উদিত হয় যে "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।" তিনি অটল স্তব্ধ থাকিয়া যে কোথাও কোন যত্নের বা তত্ত্বাবধানের বা অভাব পূরণের অবশিষ্ট রাখিয়াছেন এমন নহে, তিনি সমুদয়ের মধ্যে আপনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় কার্য্যের মধ্যে হৃদয় প্রদান করত সমুদায়কেই সজীব করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ হীন প্রান্তরকেও তৃণাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন, একটি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকাকেও অস্ত্র শস্ত্র আবাস পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার বিরচিত পুষ্পের রচনা-পারিপাট্য দেখিলে যত্ন যে কাহাকে বলে, তাহা আমরা নয়ন দ্বারা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতে পারি। শ্রীসৌন্দর্য্য দ্বারা, অন্ন পান দ্বারা, জ্ঞান ধর্ম্ম দ্বারা, এবং আপনার প্রেম-পূর্ণ অধিষ্ঠান দ্বারা তিনি জগৎ সংসার পূর্ণ করিয়াছেন। এক কথা এই যে, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র অন্তরে বাহ্যে সকল স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেবল বর্ত্তমান নহেন, তিনি দীপ্যমান রহিয়াছেন, দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহার দ্বারা আলোকিত রহিয়াছে। তিনি কেবল দীপ্যমান নহেন, তিনি প্রেমামৃতে পরিস্ফীত হইয়া সর্ব্ব জগতে উচ্ছ্বসিত হইতেছেন; সেই অটল প্রেম-সাগর শতধা সহস্রধা হইয়া সকল দেশের সকল কালের সকল ব্যক্তির সকল অভাব একাকী পূরণ করিতেছেন কিন্তু তথাপি তিনি আপনার লোকাতীত অচ্যুত পদবী হইতে একটুকুও বিচলিত হইতেছেন না, তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রূপে আপন মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন।

হে পরমাত্মন্! আমারদের অন্তরে ধৈর্য্য যখন বিষয়-বাতাঘাতে প্রকম্পিত হয়, তখন তুমি তোমার অপ্রতিহত আদর্শ দেখাইয়া আমাদের ধৈর্য্যকে অটল করিও। আমরা সম্পদের সময়ে সুখে অধৈর্য্য হই, বিপদের সময় ভয় শোকে অধৈর্য্য হই, কত সময়ে আমরা পথ হারা পথিকের ন্যায় বিভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করি, সে সময়ে তুমিই এক মাত্র অটল কাণ্ডারী। সংসারের তুমুল সাগরে দেহ মনের উপর দিয়া কত শত ভীষণ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু তোমার করুণা কখনই চলিয়া যায় না। তোমার স্নেহময় অঙ্গুলি দিক্ শলাকার ন্যায় অটল রহিয়া আমারদিগকে নিয়ত পথ প্রদর্শন করিতেছে, তোমার হস্ত আমাদিগকে নিয়ত অভয় দান করিতেছে, তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি ধ্রুব তারার ন্যায় আমাদের নয়ন মনে নিয়তই আশা রশ্মির সঞ্চার করিতেছে। আমারদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন তোমার প্রতি অবাত-কম্পিত দীপ শিখার ন্যায় অটল থাকে, এই মাত্র আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

PROFESSOR MAX MUELLER'S OPINION.

"I have no hesitation in saying that the Brahmo Marriage such as I know it would be a valid marriage according to the spirit of ancient law of India, nor have I any doubt that modern Legislation can regard marriage only in the light of a civil contract leaving the religious ceremonies if any to be settled by the contracting parties.

YOURS FAITHFULLY
MAX MULLER.

OXFORD
December 10. 1871."

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

মঙ্গল নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান, অন্য কেবা। সংসার দুর্দ্দিন, শান্তি-সূর্য্য হীন, কাটি দেয় দিন, অন্য কেবা।

দুঃখ ক্লেশ ভার, পর্ব্বত আকার, করে পরিহার অন্য কেবা। কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার, সহায় আমার অন্য কেবা।

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

ইচ্ছা হয় সর্ব্ব ভুলে ছাড়ি মোহ কোলাহলে, পূজি নিত্য শান্ত মনে হৃদয়েশ হৃদাসনে।

ফেলি তব প্রেমনীরে স্নিগ্ধ করি দীপ্ত শিরে, ঢালি অশ্রু পূত পদে তৃপ্ত করি তপ্ত হৃদে।

তব প্রীতিকর জেনে সাধি কার্য্য প্রাণপণে, তব হস্ত সমর্পণে সফল করি জীবনে।

জগৎ পাল জগদ্গুরু ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু, রাখি তব পুণ্য পথে পূর ভক্ত মনোরথে।

রাগিণী ভৈরব—তাল চৌতাল।

(মোর) দুখ-নিশা প্রভাত কর হে দুরিত-নাশন, তার এ অকুল পাথার।

বিরাজি হৃদয় মাঝে, মলিনতা পাপ তাপ হর, হে দয়াল, হে কৃপার আধার।

এসেছি প্রভু হে তোমার অভয় দ্বার, ফিরায়োনা দীনে না দিয়ে দরশশন,—পূর ভক্ত-মনস্কাম।

নাহি সহায় লোকে তোমা বিনা; তুমি এক মাত্র-সহায় সম্বল মোর—সঙ্গী সুখে দুখে, আঁধার-মিহির দারিদ্র্য-ভঞ্জন, অন্ন ধন সুখ সম্পদ কারণ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বোধিনী সভা নামে এক সভা আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আগামী ২৮ ফাল্গুন রবিবার দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ঐ সভার অধিবেশন হইবে, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী নবগোপাল মিত্র।
সম্পাদক।

আগামী ১৩ ফাল্গুন শনিবার লেবুতলা একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা সমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন ইতি।

শ্রী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ ফাল্গুন সোমবার।

Registered No 2

৩৪০ সংখ্যা

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প
প্রথম ভাগ
চৈত্র ১৭৯৩ শক

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বনিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মই সুখের মূল।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

করুণাময় পরমেশ্বর সুখী করিবার নিমিত্তই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আমাদিগের মঙ্গল সাধনই তাঁহার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীতে কেনা সুখী হইতে বাসনা করে? মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর এই বাসনাটী আমাদের অন্তরের গভীর প্রদেশে দৃঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই বাসনাটী আমাদের মন হইতে যাইবার নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে আমরা এই বাসনাটী দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট প্রকৃত সুখের পথ অন্বেষণ করি।—মঙ্গলের পথ অনুসরণ করি। মঙ্গলের পথই, প্রকৃত সুখের পথ। আমাদের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বর যে সকল শুভ সঙ্কল্প নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই আমরা প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারি। তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক বা বিপদেই হউক, যে কোন অবস্থায় তিনি আমাদিগকে সংস্থাপিত করিবেন, সকল অবস্থাতেই, তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত দেখিয়া, আমাদিগকে সন্তোষ অবলম্বন করিতে হইবে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্যটন করিতেছে।

সুখের জন্য সকল মনুষ্যই লালায়িত; কিন্তু হায়! প্রকৃত সুখের কে পরিচয় পাইয়াছে? সকল ব্যক্তিই সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত রূপে সুখী হইতে সমর্থ হয়? কত লোকে সুখান্বেষণে সমস্ত জীবন ক্ষয় করে, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হয়তো প্রকৃত সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা বিষয় সুখকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন, তাঁহারা প্রকৃত সুখ লাভে যে বঞ্চিত হইবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই অস্থায়ী, ক্ষণ-ভঙ্গুর, অনিত্য, বিষয় রাশিকে, চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া; তাহাতেই হৃদয় মন সমর্পণ করেন, তাঁহারা যে প্রতারিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মন যখন অবাধে, কেবলি সুখ জনক ভাব সকল অনুভব করে, যখন তাহাতে

দুঃখ ক্লেশের লেশ মাত্র স্থান পায় না, মনের সেই অবস্থা তখন পূর্ণ সুখের অবস্থা। কিন্তু এই পূর্ণ সুখমরীচিকার প্রতি মনুষ্যগণ বৃথা ধাবিত হয়। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারে কেহই অবিচ্ছেদে বিষয় জনিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না। আমরা এই সংসারে সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী মনে করি, যাহার দুঃখের পরিমাণ অল্প। আমাদিগের যেরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহাতে অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ আমাদিগের সহ্য হয় না। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের যে রূপ প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিলে আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং সুখও ক্রমে দুঃখ রূপে পরিণত হয়, আমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ ও সকল কামনা চরিতার্থ না করিতে পারিলে আমরা পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের সকল অভাব, ও সকল কামনা পূর্ণ করিবার উপায় ও ক্ষমতা নাই। সুতরাং অবিচ্ছেদে আমরা কেবলি সুখ ভোগ করিব, ও দুঃখের তীব্র কশাঘাত আমাদের কখনই সহ্য করিতে হইবে না, এরূপ আমরা কখনই আশা করিতে পারি না। দুর্ব্বল মনুষ্যকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রসাদ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবেক ও দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্ত চিত্তে তাহা বহন করিতে হইবে। কিসে আমরা প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারি, কিসে আমাদিগের যথার্থ মঙ্গল হয়, তাহা মঙ্গলময় পরমেশ্বরই জানেন। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপাত সুখকেই সুখ ও আপাত দুঃখকেই দুঃখ মনে করি। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বর যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্ব্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন, তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। অতএব সুখ ও দুঃখ সম্পদ ও বিপদে তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত দেখিয়া, অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত, ও সন্তুষ্ট থাকাই যথার্থ সুখ— এসুখ-রত্ন আমাদিগের হইতে কেহই অপহরণ করিতে পারে না। কি ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত কি মুর্খ, সন্তোষ রূপ বিমল সুখ-রত্ন অর্জ্জন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, হৃদয়ের শান্তি ও আত্মার আরাম রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু এই রূপ আরাম ও শান্তি ধর্ম্ম সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই অর্জ্জন করা যায় না। পরস্পর বিরোধী, মনের প্রবল বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য একমাত্র ধর্ম্মের দ্বারাই রক্ষিত হয়। ধর্ম্ম যখন হৃদয়ে রাজা হইয়া, আমাদিগের অন্যান্য বৃত্তি সকলকে নিয়মিত করেন, তখনই হৃদয়ে শান্তি ও আরাম বিরাজ করে, তখনই হৃদয় প্রকৃত সুখের আস্বাদ পায়। এই রূপে দেখা যাইতেছে প্রকৃত সুখ অর্জ্জন করা অনেকাংশে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে।

যদি আমারদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদিগের কার্য্যকে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদের স্পৃহা ও ইচ্ছাকে আমাদের স্বীয় স্বীয় অবস্থার অনুযায়ী করি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদিগের মনের লালসা সকল চরিতার্থ না করিয়া পূর্ব্বে আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সংসাধন করি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যাহা কিছু আমাদিগের নিকট হইতে এক কালে বল পূর্ব্বক অপহৃত হইবে, তাহা যেন এখনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন ধর্ম্মের আদেশে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত না হই। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন সংসারের অস্থায়ী বিচিত্র ঘটনা সকলের উপরিভাগে আপনাকে স্থাপন করি; ঘটনা সমূহ হইতে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন রাখি; যেন সংসারের কঠোর ঘটনা সকল আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে না পারে। বিপদে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করি যে আর কখন বিপদে মুহ্যমান হইতে না হয়; কর্ত্তব্য সাধনের সময় হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া রাখি যে আর কখন পাপ জনিত গ্লানি সহ্য করিতে না হয়। এই রূপে অবস্থা আমাদিগের প্রতিকূল হইলেও আমরা সুখী হইতে সমর্থ হই—এই প্রকারে আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর বিষয় রাশির মধ্যে থাকিয়াও এরূপ নির্ম্মল সুখের আস্বাদ পাই, যে সুখ কিছুতেই ধ্বংস হইবার নহে— কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। এই রূপে আমরা বিষয় সকলের মধ্যে থাকিয়া, বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারি অথচ বিষয় রাশি আমাদিগকে অধিকার করিতে পারে না এবং এই রূপে আমরা বুঝিতে পারি। সেই মনুষ্যই বাস্তবিক সুখ ভোগ করে যে অনায়াসে বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার অভীষ্ট কল্যাণকর পথই যে আমাদিগের প্রকৃত সুখের পথ, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেও। তোমার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই আমরা অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও প্রফুল্ল থাকিয়া, শান্ত চিত্তে তোমার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিতে পারি, এরূপ ধর্ম্ম-বল আমাদের হৃদয়ে বিধান কর।

বৈদান্তিক মত।

ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়।

গুরু যে অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ পূর্ব্বক শিষ্যকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিবেন, সেই অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ কি? তাহা এক্ষণে নিরূপিত হইতেছে। অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমত তাহারদিগের মূলীভূত কারণের স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক, অতএব আদৌ কারণের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিতেছি।

সামান্যত কারণ দুই প্রকার; নিমিত্ত কারণ, ও উপাদান কারণ। কুম্ভকার ও দণ্ড চক্র সলিল সূত্র প্রভৃতি ঘটের যে সকল কারণ; অথবা স্বর্ণকার ও ভস্ত্রা সন্দংশ অগ্নি প্রভৃতি অলঙ্কারের যে সকল কারণ, তাহারদিগের নাম নিমিত্ত কারণ। আর যে কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম উপাদান কারণ। এই উপাদান কারণটীও আবার দুই প্রকার; পরিণামী উপাদান কারণ, ও বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। মৃত্তিকা ঘটের যে কারণ, বা স্বর্ণ অলঙ্কারের যে কারণ, অথবা দুগ্ধ দধির যে কারণ; তাহাকে পরিণামি উপাদান কারণ কহে। আর ভ্রান্তি স্থলে অল্প অন্ধকারে সাদৃশ্য সম্ভাবনায় বা চক্ষুরাদির দোষ জন্য রজ্জুতে যে সর্প জ্ঞান হয়,

[illegible]

তাহা হইলে যেন আমাদের স্পৃহা ও ইচ্ছাকে আমাদের স্বীয় স্বীয় অবস্থার অনুযায়ী করি॥ যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদিগের মনের লালসা সকল চরিতার্থ না করিয়া পূর্ব্বে আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সংসাধন করি॥ যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে বাহ্য কিছু আমাদিগের নিকট হইতে এক কালে বল পূর্ব্বক অপহৃত হইবে, তাহা যেন এখনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন ধর্ম্মের আবেশে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত না হই। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন সংসারের অস্থায়ী বিচিত্র ঘটনা সকলের উপরিভাগে আপনাকে স্থাপন করি; ঘটনা সমূহ হইতে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন রাখি; যেন সংসারের কঠোর ঘটনা সকল আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে না পারে। বিপদে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করি যে আর কখন বিপদে মুহ্যমান হইতে না হয়; কর্ত্তব্য সাধনের সময় হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া রাখি যে আর কখন পাপ জনিত গ্লানি সহ্য করিতে না হয়। এই রূপে অবস্থা আমাদিগের প্রতিকূল হইলেও আমরা সুখী হইতে সমর্থ হই—এই প্রকারে আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর বিষয় রাশির মধ্যে থাকিয়াও এরূপ নির্ম্মল সুখের আস্বাদ পাই, যে সুখ কিছুতেই ধ্বংস হইবার নহে—কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। এই রূপে আমরা বিষয় সকলের মধ্যে থাকিয়া, বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারি অথচ বিষয় রাশি আমাদিগকে অধিকার করিতে পারে না এবং এই রূপে আমরা বুঝিতে পারি। সেই মনুষ্যই বাস্তবিক সুখ ভোগ করে যে অনায়াসে বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়॥

হে পরমাত্মন্॥ তোমার প্রতিই কল্যাণকর পথই যে আমাদিগের প্রকৃত সুখের পথ, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেও॥ তোমার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই আমরা অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও প্রফুল্ল থাকিয়া, শান্ত চিত্তে তোমার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিতে পারি, এরূপ ধর্ম্ম-বল আমাদের হৃদয়ে বিধান কর॥

বৈদান্তিক মত।

ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়॥

গুরু যে অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ পূর্ব্বক শিষ্যকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিবেন, সেই অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ কি? তাহা এক্ষণে নিরূপিত হইতেছে। অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমত তাহারদিগের মূলীভূত কারণের স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক, অতএব আদৌ কারণের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিতেছি।

সামান্যত কারণ দুই প্রকার, নিমিত্ত কারণ, ও উপাদান কারণ। কুম্ভকার ও দণ্ড চক্র সলিল সূত্র প্রভৃতি ঘটের যে সকল কারণ; অথবা স্বর্ণকার ও তস্ত্রা সন্দংশ অগ্নি প্রভৃতি অলঙ্কারের যে সকল কারণ, তাহারদিগের নাম নিমিত্ত কারণ। আর যে কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম উপাদান কারণ। এই উপাদান কারণটীও আবার দুই প্রকার; পরিণামী উপাদান কারণ, ও বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। মৃত্তিকা ঘটের যে কারণ, বা স্বর্ণ অলঙ্কারের যে কারণ, অথবা দুগ্ধ দধির যে কারণ; তাহাকে পরিণামি উপাদান কারণ কহে। আর ভ্রান্তি স্থলে অর্থাৎ অন্ধকারে সাদৃশ্য সম্ভাবনায় বা চক্ষুরাদির দোষ জন্য রজ্জুতে যে সর্প জ্ঞান হয়,

সেই রজ্জু সর্পের যে কারণ; কিম্বা শুক্তিতে যে রজত জ্ঞান হয়, সেই শুক্তি রজতের যে কারণ; তাহাকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ কহা যায়; যথা "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।" যে বস্তু স্বরূপের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে কার্য্যের কারণ হয়, সে বস্তু সেই কার্য্যের পরিণামি উপাদান কারণ। যেমন মৃত্তিকা, স্বর্ণ ও দুগ্ধ, ইহারা ঘট, অলঙ্কার ও দধির কারণ হয়। আর যে বস্তু স্বরূপের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত না হইয়া যে কার্য্যের কারণ হয়, সে বস্তু সেই কার্য্যের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জু ও শুক্তি, ইহারা সর্প ও রজত জ্ঞানের কারণ হয়।

কারণের স্বরূপ নিরূপিত হইল, এক্ষণে অধ্যারোপ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত রূপ বিবর্ত্ত উপাদান কারণের উদাহরণ স্থলে ভ্রম প্রযুক্ত এক বস্তুতে যে অন্য বস্তু জ্ঞান হয়, তাহার নাম অধ্যাস, তাহাকেই আরোপ ও অধ্যারোপ কহে। "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসোঽধ্যাস ইতি, বস্তন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপ ইতি চ"। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে অবভাস, তাহার নাম অধ্যাস, সুতরাং বস্তুতে যে অবস্তুর আরোপ, তাহাই অধ্যারোপ শব্দের বাচ্য হয়। বর্ত্তমান রজ্জুতে অবিদ্যমান সর্প ভ্রমের ন্যায় নিত্য বিদ্যমান সত্য বস্তুতে অজ্ঞান বশত যে অসত্য বস্তুর অধ্যাস, তাহারই নাম অধ্যারোপ ইহা সিদ্ধ হইল।

বৈদান্তিক মতে এই প্রকার রজ্জুতে অধ্যারোপিত সর্পের ন্যায় অজ্ঞান বশত অনাদি-সিদ্ধ সংস্কারাধীন সত্য বস্তুতে এই অসত্য জগৎ প্রপঞ্চ অধ্যারোপিত হইয়া সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে সত্য বস্তুইবা কি, ও অসত্য বস্তুইবা কি এবং তাহার অধ্যারোপইবা কি প্রকারে হইল, এক্ষণে সেই সকল বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক স্থলে কথিত হইয়াছে যে নিত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই সত্য বস্তু, আর অজ্ঞান প্রভৃতি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জড় প্রপঞ্চই অসত্য বস্তু। বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের মতে অজ্ঞান অভাব পদার্থ নহে; সৎ বা অসৎ হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের বিরোধী, সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণময়, ভাব রূপ পদার্থ বিশেষের নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞান একটী অভিপ্রায় করিয়া বলিলে এক, ও বহু অভিপ্রায় করিয়া বলিলে অনেকও হইয়া থাকে। যেমন এক-স্থানস্থিত নানা জাতীয় সমুদায় বৃক্ষকে এক কথায় বলিবার জন্য বন শব্দ ব্যবহার করা যায়, অথবা একাধারস্থ সমুদায় জলকে এক কথায় বলিবার জন্য জলাশয় শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, সেই রূপ বৈদান্তিক আচার্য্যেরা, নানা জীবে বিভিন্ন প্রকারে বিরাজমান, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, এই অজ্ঞানকে যখন একটী অভিপ্রায়ে এক বলিয়া ব্যবহার করেন; তখন এই একমাত্র অভিপ্রেত বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান যে অজ্ঞান, ব্রহ্ম চৈতন্য সেই অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব নিয়ন্তা, অন্তর্যামী, জগৎ কারণ, ও ঈশ্বর, ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়েন; এবং এই একাভিপ্রেত অজ্ঞানাবরণ, অখিল কারণ, কারণ শরীর, আনন্দময় কোষ, সুষুপ্তি স্থান, ও সমুদায় প্রপঞ্চের লয় স্থান শব্দে কথিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই অজ্ঞানে অধ্যারোপিত মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার বশীভূত নহেন।

আর যেমন বনের প্রত্যেক বৃক্ষকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার জন্য তাহার প্রত্যেকটীকে বৃক্ষ শব্দে ব্যবহার করা যায়, কিম্বা জলাশয়ের প্রত্যেক বিন্দু জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার জন্য তাহার

প্রত্যেকটিকে জল শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, সেই রূপ আচার্য্যেরা যখন নানা জীবে বিভিন্ন রূপে এই অজ্ঞানকে বহু অভিপ্রায়ে অনেক বলিয়া ব্যবহার করেন, তখন এই বহু অভিপ্রেত বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান যে অজ্ঞান, ব্রহ্মচৈতন্য তদাবরণে আবৃত হইয়া, অল্পজ্ঞ, অনীশ্বর ও প্রাজ্ঞ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়েন; এবং এই বহু অভিপ্রেত অজ্ঞানাবরণকেও, অহঙ্কারাদির কারণ, কারণ শরীর, আনন্দময় কোষ, সুষুপ্তি স্থান, ও স্থূল, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের লয়স্থান কহিয়া থাকেন। এই প্রাজ্ঞও মায়ার বশীভূত নহেন। উক্ত উভয় প্রকার অজ্ঞানই, মূলাজ্ঞান, প্রকৃতি, মায়া, ও অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটী বাদ প্রচলিত আছে, অবচ্ছিন্ন বাদ ও প্রতিবিম্ব বাদ। যাঁহারা অবচ্ছিন্ন বাদী, তাঁহারা বলেন; যেমন বন ও বৃক্ষ অভিন্ন এবং বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ভেদ নাই, সেই রূপ এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান অভিন্ন এবং সমষ্টি অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রাজ্ঞও অভিন্ন হয়েন। আর যাঁহারা প্রতিবিম্ব বাদী তাঁহারা বলেন, যেমন জলাশয় ও জল অভিন্ন এবং জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জল প্রতিবিম্বিত আকাশের ভেদ নাই, সেই রূপ সমষ্টি অজ্ঞান ও ব্যষ্টি অজ্ঞান অভিন্ন এবং সমষ্টি অজ্ঞান প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞান প্রতিবিম্বিত চৈতন্য প্রাজ্ঞও অভিন্ন হয়েন। ফলতঃ এই দুইটী বাদই তুল্যার্থ। এই দুইটী বাদকে অভিপ্রায় করিয়াই বন ও বৃক্ষ এবং জলাশয় ও জল, এই দুই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অজ্ঞানাবরণ, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের উপাধি। উক্ত প্রকার অধ্যারোপের পর এই ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়ে চৈতন্য প্রকাশিত অতি সূক্ষ্ম রূপ অজ্ঞান বৃত্তি দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন। এই যে উভয় প্রকার অজ্ঞানাবরণ এবং তদাবরণে আবৃত ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ, এ সমুদায়ের আধার স্বরূপ যে অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম চৈতন্য, তাহাকেই তুরীয় চৈতন্য কহে। "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে সআত্মা সবিজ্ঞেয়ঃ"। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অজ্ঞান দ্বারা বস্তুতে যে অবস্তুর আরোপ হয়, তাহার নাম অধ্যারোপ, এবং ব্রহ্মই বস্তু, ও অজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায়ই অবস্তু। এস্থলে সেই ব্রহ্মমাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ নাম আরোপিত হইয়াছে। বস্তুত তাহা সত্য নহে, ভ্রম মাত্র। ইহাকেই সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায়।

অজ্ঞান দ্বারা না হয় এমত কিছুই বলা যায় না, "দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং ময়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ" দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী মায়ার কার্য্য কিছুই চমৎকার নহে। যদিও অজ্ঞানের সকল শক্তিই সম্ভব, তথাপি এস্থলে সামান্যত তাহার দুইটী মাত্র শক্তি নিরূপিত হইতেছে। আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রম কালে অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা রজ্জু আবৃত হয়—দেখা যায় না, তাহার নাম আবরণ শক্তি; আর যে শক্তি দ্বারা তাহাতে সর্প দেখা দেয়, তাহাই বিক্ষেপ শক্তি। যেমন অল্প পরিমাণ মেঘ বহু বিস্তৃত সূর্য্য মণ্ডলকে আচ্ছাদন করিতে না পারিলেও অবলোকয়িতার নয়ন পথ আচ্ছাদন করাতেই তাহাকে সূর্য্য মণ্ডলের আচ্ছাদক বলে, সেই রূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও আবরণ শক্তি দ্বারা অবলোকয়িতার বুদ্ধি বৃত্তিকে আচ্ছাদন করাতেই তাহাকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের আবরক বলিয়া থাকে। এই রূপ আবরণ শক্তি দ্বারা আবৃত ব্রহ্ম চৈতন্যেতে বিক্ষেপ শক্তি

দ্বারা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি সংসার সম্ভাবনা পূর্ব্বক সূক্ষ্ম শরীরাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

যেমন লূতা কীট তন্তু নির্ম্মাণ করিবার সময়ে স্বীয় চৈতন্যই নিমিত্ত কারণ হইয়া কার্পাসাদি কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়াও আপনার শরীরকেই পরিণামি উপাদন কারণ করিয়া তন্তু নির্ম্মাণ করে, সেই রূপ চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং নিমিত্ত কারণ হইয়া অন্য কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়াও স্বকীয় উপাধি-ভূত অজ্ঞানকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। অতএব যেমন ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম বলা যায়, সেই রূপ তন্তুকেও লূতার পরিণাম বলিতে হয়. এবং যেমন সর্পকে রজ্জুর বিবর্ত্ত বলা যায়, সেই রূপ এই জগৎকে সুতরাং অজ্ঞানের বিবর্ত্ত বলিতে হয়। অধিষ্ঠান-ভূত ব্রহ্মচৈতন্য পূর্ব্বোক্ত আবরণ শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে পর ভাবি জীবদি-গের ভোগের নিমিত্তে তমোগুণ প্রধান বি-ক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য রূপ ঈশ্বর হইতে তাঁহারই আজ্ঞা-ক্রমে প্রথমত আকাশ, পরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী, ক্রমে এই সকল জড় পদার্থ উৎপন্ন হইল। এই পাঁচটী জড় পদার্থকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ও অপঞ্চীকৃত ভূত কহে। এই সকল সূক্ষ্ম ভূত হইতে পরে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হয়।

সূক্ষ্ম শরীরকে সতেরটী অবয়বে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, বুদ্ধি ও মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং বায়ু পাঁচ। ইহা লিঙ্গ শরীর শব্দেরও বাচ্য হয়। ইহাকে পুনর্ব্বার তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানময় কোষ, মনোময় কোষ, ও প্রাণময় কোষ। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা, এই পাঁচটীর নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহারা ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী, ইহারদিগের সত্ত্ব গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃক-রণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, আর সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন। অনুসন্ধানা-ত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ যে চিত্ত, ও অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ যে অহঙ্কার; এ দুইটী উক্ত বুদ্ধি ও মনের অন্তর্ভূত বলিয়া ইহারদিগকে আর পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহাতে এই প্রতিপাদিত হইল যে বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহ-ঙ্কার, ইহারা অন্তঃকরণের এক একটী বৃত্তি মাত্র; ইহারদিগের সমষ্টির নামই অন্তঃক-রণ; এবং নিশ্চয়, সংশয়, স্মরণ, ও গর্ব্ব, এই চারি প্রকার ভাব ঐ চারিটীর বিষয়।

বৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। "যথা তড়াগোদকং ছিদ্রা-ন্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য চতু-স্কোণাদ্যাকারং ভবতি, তথা তৈজসমন্তঃকর-ণমপি চক্ষুরাদিনা ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদ্যাকারেণ পরিণমতে, সএব পরিণামো বৃত্তিরুচ্যতে।" যেমন পুষ্করিণীর জল প্রণালী হইতে নির্গত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষেত্রাকারে ব্যাপ্ত হয়, সেই রূপ তে-জোময় অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘটাদির আকারে পরিণ হয়; সেই পরিণামকে বৃত্তি কহে।

উক্ত বুদ্ধি, মন, চিত্ত, ও অহঙ্কার, ইহারা আকাশাদি সকল ভূতের এক-ত্রিত সত্ত্ব গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধি উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ শব্দের বাচ্য হয়। ব্রহ্ম চৈতন্য অজ্ঞানে আবৃত হইয়া এই

বিজ্ঞানময় কোষে অভিমান বশত পুণ্য পাপের ফল-ভোক্তা, ইহ পরলোকগামী, জ্ঞান শক্তিমান্, কর্ত্তৃরূপ ব্যাবহারিক জীব শব্দে অভিহিত হয়েন। এবং এই মন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত একত্রিত হইয়া ইচ্ছা শক্তিমান্ করণ রূপ মনোময় কোষ শব্দে ব্যবহৃত হয়। বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহারা ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী, ইহার দিগের রজো গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটী শারীরিক বায়ু; ইহারা আকা-শাদি সকল ভূতের একত্রিত রজো গুণের অংশ হইতে উদ্ভূত হয়; এবং ইহারা কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের সহিত মিশ্রিত হইলে ক্রিয়া শক্তি-মান্ কার্য্য রূপ প্রাণময় কোষ বলিয়া উক্ত হয়। এই কোষত্রয়কে একত্র মিলিত করিয়া সূক্ষ্ম শরীর ও লিঙ্গ শরীর কহা যায়।

কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ।

ঈশ্বর, যিনি সকল জীবের এক মাত্র প্রভু, তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ হউক!

করুণাময়! তোমাকেই আমরা ভজনা করি এবং তোমার নিকটেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদিগকে প্রকৃত পথে লইয়া যাও। যাহারা বিপথগামী হইয়াছে, তাহাদিগের পথ নহে, কিন্তু যাঁহাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়াছ, তাঁহাদিগের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন কর।

সেই তোমার প্রভু, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবীকে তোমার শয্যা ও আকাশকে তোমার বিতান রূপে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি আকাশ হইতে জল বর্ষণ করিয়া তোমার জীবন ধারণের নিমিত্ত নানাবিধ ফল উৎপাদন করিতেছেন, তুমি তাঁহার সেবা কর।

ধন্য তোমাকে! তুমি যাহা আমা-দিগকে শিক্ষা দাও, তাহাই আমরা জানিতে পারি—তদ্ভিন্ন আমরা আর কিছুই জানিতে পারি না, কারণ তুমি জ্ঞান স্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ।

ইহা কি তুমি জান না, যে পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান? ইহা কি তুমি জান না, যে দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই তাঁহার রাজ্য? সেই ঈশ্বর ভিন্ন আর তোমার অন্য কোন সহায় ও আশ্রয় নাই।

তোমাদিগের আত্মার সম্বল, তোমরা মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহা কিছু প্রেরণ করিবে, তাহা সকলই ঈশ্বরের নিকট দেখিতে পাইবে; ইহা নিশ্চয়, যে কোন কর্ম্ম তোমরা কর, ঈশ্বর তাহা দেখিতে পান।

যিনি ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ, ও যাহা শুভ তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কৃত হইবেন; তাঁহার কোন ভয় থাকিবে না, তিনি কোন দুঃখ পাইবেন না।

কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম, উভয়ই ঈশ্বরের অধিকার; অতএব তাঁহার উপাসনার জন্য যে দিকে ফিরিবে, সেই দিকেই তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবে, কেন না তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ।

যাহা কিছু দ্যুলোকে, ও যাহা কিছু ভূলোকে অবস্থিতি করিতেছে, সকলই সেই ঈশ্বরের। সেই দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি কর্ত্তা যে তিনি, তাঁহার দ্বারা সকলই অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে; এবং তিনি যখন যে কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শুদ্ধ বলেন ইহা হউক, আর তাহাই হয়।

একমাত্র সত্য সেই তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে।

আমরা ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করিতেছি এবং নিশ্চয় আবার তাঁহাতেই গমন করিব।

তোমার যিনি ঈশ্বর, তিনি এক ঈশ্বর;

সেই করুণাময় পুরুষ ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।

দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি মধ্যে, দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে, মনুষ্য জাতির উপকারী নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ—সমুদ্র-বিহারী অর্ণবপোত মধ্যে ঈশ্বর যে বৃষ্টি-সলিল আকাশ হইতে প্রেরণ করিতেছেন এবং যদ্দ্বারা মৃতপ্রায় বসুন্ধরাকে জীবন দান ও গো মহিষাদি নানা জন্তুর দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করিতেছেন, সেই বৃষ্টি-সলিলের মধ্যে, বায়ুর পরিবর্ত্তনে, এবং দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে যে মেঘের কর্ম্ম করিতে হইতেছে, সেই মেঘের মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোকেরা ইহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হয়েন।

যাঁহারা যথার্থ ভক্ত, ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রীতি আছে।

সৎকর্ম্ম কর, যে হেতু যাঁহারা সৎকর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন।

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন "হে প্রভু! এই লোকে আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য দেও;" কিন্তু পরলোকে তাঁহারা কিছুই পাইবেন না; আবার কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন "ইহ লোকেও আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য ও পর লোকেও আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য প্রেরণ কর" তাঁহারা, ইহ লোকে যে সুখ সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ পর লোকেও প্রাপ্ত হইবেন।

ঈশ্বরকে ভয় কর এবং ইহা নিশ্চয় জান যে তাঁহার নিকট উপনীত হইতে হইবে।

ঈশ্বর! সেই জীবন্ত স্বপ্রকাশ পুরুষ ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই। তিনি না নিদ্রা না তন্দ্রা দ্বারা শুষ্ক হয়েন; দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার। ঐ উভয় লোকের সম্বন্ধে যাহা অতীত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন ও যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন, তাহাই দ্যুলোক ও ভূলোক বাসীরা বুঝিতে পারিবে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তাঁহার সিংহাসন ভূলোকে ও দ্যুলোকে প্রসারিত রহিয়াছে, এবং এই উভয় লোককে রক্ষণ ও পালন করিবার নিমিত্ত তিনি কিছু মাত্র ভারগ্রস্ত হয়েন না। তিনি উচ্চ, তিনি শক্তিমান্।

হে ঈশ্বর! আমরা তোমার কৃপার ভিখারী; কেন না, তোমার নিকটেই আবার আমাদের গমন করিতে হইবে।

দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বরের নিকটে কিছুই প্রচ্ছন্ন নাই। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুরূপ তোমাকে মাতৃ গর্ভে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সেই শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।

তোমার হস্তেই মঙ্গল, কেন না তুমি সর্ব্বশক্তিমান্—তুমিই দিনের পর রাত্রিকে আনিতেছ।

নিশ্চয়, শ্রেষ্ঠতা ঈশ্বরের হস্তে রহিয়াছে, যাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছা তাহাকেই তিনি তাহা বিধান করিতেছেন।

যিনি পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর করেন, তিনি তো প্রকৃত পথ আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু অবস্থিতি করিতেছে, সকলই সেই ঈশ্বরের; এবং সেই ঈশ্বরেতেই সকল পদার্থ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার সহিত যুক্ত থাকেন, তাঁহারদিগকে পরমেশ্বর আপনার কৃপা ও প্রাচুর্য্যের দিকে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহার নিকট গমন করিবার যথার্থ পথ তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করিবেন।

হে অকপট বিশ্বাসীগণ! মনের সহিত

তাঁহার সহিত নৈকট্য যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা কর, যে তোমরা সুখী হইতে পারিবে। যে কেহ পাপ করিয়া অনুতাপ করে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন, কারণ পরমেশ্বর যিনি, তিনি করুণাময় এবং ক্ষমা করিবার নিমিত্ত উন্মুখ রহিয়াছেন।

যাঁহারা ন্যায্য ব্যবহার করেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন।

আমাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই তুমি জান, কিন্তু তোমাতে কি আছে, আমি তাহা জানি না; কারণ তুমি রহস্য-বেত্তা।

সেই দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আমি কি অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব? অবিদিত বস্তু সকলের চাবি একমাত্র তাঁহার নিকটে আছে, তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা জানে না। যাহা কিছু শুষ্ক ভূমিতে, যাহা কিছু সমুদ্রে আছে, তাহা সকলি তিনি জানেন। এমন একটী পত্রও বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হয় না, যাহা তিনি জ্ঞাত নহেন, সেই সকল পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই, অতএব তাঁহাকেই সেবা কর, কারণ তিনি সকল পদার্থই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন—দৃষ্টি তাঁহাকে বুঝিতে পারে না—তিনি দৃষ্টিকে বুঝিতে পারেন।

তোমার সেই প্রভুর বাক্য, সত্যেতে, ন্যায়েতে পরিপূর্ণ; এমন কেহই নাই যে তাঁহার বাক্যকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

নিশ্চয় আমার সকল প্রার্থনা, উপাসনা আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু ঈশ্বরেতে সমর্পিত রহিয়াছে; তাঁহার কোন সঙ্গী নাই!

নম্র-চিত্তে এবং গোপনে তোমার প্রভুকে ডাকিবে।

আমাদিগের প্রভু জ্ঞান দ্বারা সকলি বুঝিতে পারেন—ঈশ্বরেতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি।

তুমি যে আমাদের আশ্রয়, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগের প্রতি কৃপাবান হও।

ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ তিনিই সকল শুনিতেছেন ও জানিতেছেন।

সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেবভট্ট প্রণীত।

চূড়াকরণ।

১৫। অনন্তর আচার্য্য কুমারের শিরোদেশ দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক জপ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো যমদগ্নিকশ্য-পাগস্ত্যাদযো দেবতা চূড়াকরণে বিনিযোগঃ।

ওঁ ত্র্যায়ুষং যমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষমগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তেহস্তু ত্র্যায়ুষং।

'যমদগ্নেঃ' মহর্ষেঃ 'কশ্যপস্য' 'অগস্ত্যস্য' 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'যৎ' 'ত্র্যায়ুষং' ত্রীণি আয়ূংষি বাল্যযুবস্থবিরত্বানি 'তৎ' 'ত্র্যায়ুষং' হেতুত্রক 'তে' 'অস্তু' ভবতু।

যমদগ্নি, কশ্যপ, অগস্ত্য এবং দেবতাদিগের যে তিন আয়ু অর্থাৎ বাল্য, যৌবন ও স্থবিরত্ব, সেই তিন আয়ু তোমার হউক।

১৬। পরে অগ্নির উত্তর দেশে কুমারকে লইয়া গিয়া পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নাপিত তাহার মস্তক মুণ্ডন করিবেক এবং সেই সমুদায় কেশ গোময়ের উপরে লইয়া অরণ্যে বাঁশ বৃক্ষে স্থাপন করিবেক।

১৭। অনন্তর পূর্ব্ববদ্ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সামিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোম অবধি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্তি পূর্ব্বক কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক এবং কুষর, যব, ধান্য ও তিল শবাব নাপিতকে দান করিবেক।

চূড়াকরণ সমাপ্ত।

উপনয়ন।

১। গর্ভাষ্টমে বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য, তদসম্ভবে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের অধিকার থাকে, তাহার পর সাবিত্রী পতিত ব্রাহ্মণ উপনেতব্য নহে।

২। উপনয়ন দিবস প্রাতঃকালে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনানন্তর মানবককে প্রাতর্ভোজন করাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে লইয়া গিয়া সশিখ মুণ্ডন, স্নান, কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও ক্ষৌমাদি বস্ত্রাবৃত করিয়া অগ্নির দক্ষিণে আনয়ন পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সামিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক।

৩। অনন্তর আচার্য্য পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা পাঁচ বার আজ্যাহুতি হোম করিবেন, যথা

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে 'অগ্নে' 'ব্রতপতে' শাস্ত্রীয়নিয়মস্য পালক যদিদং 'ব্রতং' উপনয়নাখ্যং 'চরিষ্যামি' অনুষ্ঠাস্যামি 'তৎ' ব্রতং 'তে' তুভ্যং 'প্রব্রবীমি' কথয়ামি নিবেদয়ামীতি যাবৎ, যেন 'তৎ' ব্রতং অহং ত্বৎপ্রসাদাৎ চরিতুং সুখেন 'শকেয়ং' শক্নোমি। ব্রতকরণস্য ফলমাহ, 'তেন' উপনয়নব্রতেন করণভূতেন অহং 'ঋদ্ধ্যা' সমৃদ্ধিং অধ্যয়নলক্ষণাং প্রাপ্নুয়ামিতি শেষঃ। তথাহং 'অনৃতাৎ' অলীকবচনাৎ পৃথক্ ভূত্বা 'ইদং' ব্রতং 'সত্যং সত্যবচনস্বরূপং 'সংউপৈমি' অয়মর্থঃ যোঽহং প্রাগুপনয়নাৎ যথেষ্টাচার আসং সোঽহমধুনা পরিত্যক্তানৃতবাদঃ সত্যভূতমিদং ব্রতং চরিষ্যামি।

হে ব্রতপতি অগ্নি! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে ব্রতপতি বায়ু! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেইব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে ব্রতপতি সূর্য্য! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা

হে ব্রতপতি চন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

'ব্রতানাং' 'যজ্ঞানাং' ব্রতস্য নিয়মস্য পতিঃ ইন্দ্রঃ।

হে ব্রতপতি ইন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

৪। এই প্রকারে আজ্যাহুতি হোম করিয়া আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশের উপর পূর্ব্ব মুখ হইয়া দাঁড়াইবেন,এবং অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যস্থলে কৃতাঞ্জলি

মানবক উত্তরাগ্র কুশের উপর আচার্য্যাভি মুখ হইয়া দাঁড়াইবেন এবং মানবকের দক্ষিণে দণ্ডায়মান মন্ত্রবাচয়িতা ব্রাহ্মণ জল দ্বারা আচার্য্য ও মানবকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন।

৫। অনন্তর গৃহীতোদকাঞ্জলি আচার্য্য গৃহীতোদকাঞ্জলি মানবককে দেখিয়া জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে মানবকং প্রেক্ষমাণস্যাচার্য্যস্য জপে বিনিযোগঃ।

ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্র সুমর্ত্ত্যং যুজোতন অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং।

অগ্ন্যাদয় এব দেবতাঃ যূয়ং এনং উপনীয়মানং 'সুমর্ত্ত্যং' শোভনমনুষ্যং 'প্রযুজোতন' প্রকর্ষেণ মিশ্রয়ত অস্মাভিঃ সহেত্যেতৎ প্রার্থ্যতে, তথা প্রযুজোতন যথা অনেন ব্রহ্মচারিণা 'আগন্ত্রা' আগমনশীলেন বয়ং 'সনগন্মহি' সঙ্গচ্ছেমহি কিঞ্চ 'অরিষ্টাঃ' অবিঘ্নাঃ 'সঞ্চরেমহি' অনেন ব্রহ্মচারিণা সহ, তথাস্মাভিঃ সহ 'স্বস্তি' কল্যাণেন 'অয়ং ব্রহ্মচারী 'চরতাৎ'।

হে অগ্ন্যাদি দেবতা সকল! তোমরা এই শোভমান মনুষ্য ব্রহ্মচারিকে আমারদিগের সহিত সংযুক্ত কর, আমারাও এই আগমন শীল ব্রহ্মচারির সহিত সঙ্গত হই, এবং বিঘ্ন রহিত হইয়া ইহাঁর সহিত সঞ্চরণ করি, ইঁনিও কল্যাণের সহিত বিচরণ করুন।

৬। অনন্তর আচার্য্য মানবককে পাঠ করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মানবকপাঠনে বিনিযোগঃ।

ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপ মা নয়স্ব।

হে গুরো! 'ব্রহ্মচর্য্যং' মৈথুননিবৃত্তিং অহং 'আগাং' গতবানস্মি যতোঽতঃ 'মা' মাং 'উপনয়স্ব'।

হে গুরো! যে হেতু আমি ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছি, অতএব আমাকে উপনীত কর।

৭। তাহার পর আচার্য্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্মানবকো দেবতা উপনয়নে মানবকনামপ্রশ্নে বিনিযোগঃ।

ওঁ কোনামাসি।

কিংনামা ত্বমসি।

তোমার নাম কি?

৮। অনন্তর মানবক আচার্য্য কর্ত্তৃক পূর্ব্বপরিকল্পিত দেবতাশ্রিত বা গোত্রাশ্রিত অথবা নক্ষত্রাশ্রিত নাম বলিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্মানবকো দেবতা উপনয়নে মানবকনামকথনে বিনিযোগঃ।

ওঁ অমুকদেবশর্ম্মা নামাস্মি।

অমুকনামাহমিত্যর্থঃ।

আমার নাম অমুক দেবশর্ম্মা।

৯। অনন্তর আচার্য্য ও মানক উভয়ে গৃহীত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন।

১০। পরে আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবার নিমিত্তে জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিত্রশ্বিপূষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মানবকহস্তগ্রহণে বিনিযোগঃ।

ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্লামি অমুকদেবশর্ম্মন্।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন্' 'তে' তব 'হস্তং' 'সবিতুঃ দেবস্য' 'প্রসবে' অভ্যনুজ্ঞানে সতি 'অশ্বিনোঃ' দেববৈদ্যয়োঃ 'বাহুভ্যাং' 'পূষ্ণঃ' চ দেবস্য অহমাচার্য্যঃ পানিনা 'গৃহ্লামি'।

হে অমুক দেবশর্ম্মা! সবিতৃ দেবের অনুজ্ঞাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হস্ত দ্বারা এবং পূষার হস্ত দ্বারা আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করি।

১১। তৎপরে আচার্য্য মানবকের হস্ত ধারণ করিয়া জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে গৃহীতমানবকহস্তাচার্য্যজপে বিনিযোগঃ।

ওঁ অগ্নিস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব।

হে ব্রহ্মচারিন্! যোঽয়ং 'তে' তব হস্তঃ ময়াগৃহীতঃ তং 'হস্তং' পূর্ব্বং 'অগ্নিঃ' 'সবিতা' 'অর্যমা' চ 'অগ্রহীৎ'। অতঃ 'কর্ম্মণা' গুরুশুশ্রূষাদিনা 'মিত্রঃ' প্রিয়হিতকারী মম 'ত্বমসি' 'অগ্নিঃ' চ ভগবান্ 'তব' গুরুঃ।

হে ব্রহ্মচারি! পূর্ব্বে অগ্নি, সবিতা ও অর্য্যমা

তোমার হস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য গুরু শুশ্রূষাদি কর্ম্ম দ্বারা তুমি আমার মিত্র, অগ্নি তোমার গুরুঃ।

১২। পরে আচার্য্য মানবককে প্রদক্ষিণ ভ্রমণ করতঃ পূর্ব্ব মুখ করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মানবকস্যাবর্ত্তনে বিনিযোগঃ।

ওঁ সূর্য্যস্যাবৃত্তমন্বাবর্ত্তস্বামুকদেবশর্ম্মন্।

হে অমুকদেবশর্ম্মন্! 'সূর্য্যস্য' 'আবৃত্তং' আবর্ত্তনং 'অন্বাবর্ত্তস্ব' যাবৎ ভানোরাবর্ত্তনং তাবত্তিষ্ঠ।

হে অমুক দেবশর্ম্মা! তুমি সূর্য্যের আবর্ত্তনের অনুবর্ত্তমান হও।

১৩। অনন্তর আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের দক্ষিণ-স্কন্ধ অবধি নাভিদেশ পর্য্যন্ত অব্যবধানে স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্নাভ্যন্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিদেশস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

হে নাভে! অস্য ব্রহ্মচারিণঃ ত্বং 'মা বিস্রসঃ' ন বিস্রংসিষ্যসি স্বস্থানাৎ বিচলিষ্যসি যতস্ত্বং 'প্রাণানাং' দেহধারণানাং 'গ্রন্থিঃ' প্রবন্ধঃ 'অসি' ভবসি। তথা হে 'অন্তক' যম 'ইদং' অস্য ব্রহ্মচারিণঃ শরীরং অমুং চ ব্রহ্মচারিণং 'তে' তব 'পরিদদামি' অর্পযামি, ত্বয্যর্পিত এষ রোগজরামরণাদিকং ন প্রাপ্নুযাদিতি।

হে নাভি! তুমি বিচলিত হইও না, যেহেতু তুমি প্রাণ সকলের গ্রন্থি। হে যম! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি*।

১৪। পরে আচার্য্য মানবকের নাভিদেশের ঊর্দ্ধভাগ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দেবতা উপনযনে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ অহুব ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

আহুবো নাম বায়ুঃ তস্য মন্ত্রঃ হে 'অহুব' শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে বায়ু বিশেষ! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

* তোমাকে সমর্পণ করিলে ইনি আর রোগ জরাদি প্রাপ্ত হইবেন না।

১৫। তৎপরে আচার্য্য মানবকের হৃদয় দেশ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ কৃশানুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিহৃদযস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ কৃশান ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

হে 'কৃশানো' অগ্নে শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নি! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

১৬। পরে আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিদক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ প্রজাপতযে ত্বা পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মন্।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন্' ব্রহ্মচারিন্! 'প্রজাপতযে' ত্বষ্ট্রে 'ত্বা' ত্বাং 'পরিদদামি।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি! তোমায় প্রজাপতিকে দান করিতেছি।

১৭। পরে বাম হস্ত দ্বারা বাম স্কন্ধ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনযনে ব্রহ্মচারিবামস্কন্ধস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ দেবায ত্বা সবিত্রে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মন্।

'সবিত্রে' 'দেবায' শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি! তোমায় সবিতা দেবকে দান করিতেছি।

১৮। অনন্তর আচার্য্য মানবককে সম্বোধন করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনিযোগঃ।

ওঁ ব্রহ্মচারি অমুকদেবশর্ম্মন্।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন্' 'ব্রহ্মচারি'।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি!

১৯। পরে আচার্য্য সম্বোধিত মানবককে প্রেরণ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিপ্রৈষ্যে বিনিযোগঃ।

ওঁ সমিধমাধেহি আপোশানং কর্ম্ম করু মা দিবা স্বাপ্সীঃ।

হে ব্রহ্মচারিন্! অগ্নৌ 'সমিধং' 'আধেহি' অগ্নিকার্য্যং করু প্রাগ্ভোজনাৎ 'আপোশানং' মন্ত্রমর্জং মা ভক্ষয 'কর্ম্ম' গুরুশুশ্রূষণাদিকং 'করু' 'দিবা' 'মা স্বাপ্সীঃ' ন স্বপিহি।

হে ব্রহ্মচারি! অগ্নিতে সমিধ আধান করিবে, মন্ত্র বর্জ্জিত ভোজন করিবে না, ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিবে এবং দিবাতে নিদ্রিত হইবে না।

২০। ব্রহ্মচারি কহিবেন।

ওঁ বাঢ়ং।

২১। অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উত্তরাগ্রকুশের উপর পূর্ব্ব মুখ হইয়া উপবেশন করিবেন এবং মানবকও উত্তরাগ্র কুশের উপর দক্ষিণ জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আচার্য্যাভিমুখে উপবেশন করিবেন।

২২। পরে আচার্য্য মানবককে তিনবার প্রদক্ষিণ করত ত্রিবৃত মুঞ্জমেখলা পরাইয়া দুইটী মন্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মেখলা দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাহরন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং।

'ইয়ং' প্রত্যক্ষা 'মেখলা' মৌঞ্জী 'নো' অস্মান্ 'আগাৎ' কিং কুর্ব্বাণা 'দুরুক্তাৎ' অসম্বদ্ধপ্রলাপাদিতো 'পরিবাধমানা' নিবারযন্তী 'বর্ণং' ব্রাহ্মণাদিকং পবিত্রমপি 'পুনতী' পাবযন্তী, পুনঃ কিং কুর্ব্বতী 'প্রাণাপানাভ্যাং' প্রাণস্যাপানস্য চ বাযোঃ 'বলং' বীর্য্যং 'আহরন্তী' আনযন্তী তথা 'স্বসা' ভগিনীব 'দেবী' পূজ্যা 'সুভগা' সর্ব্বলোক কাম্যা।

এই সুভগা মেখলা দেবী অসম্বদ্ধ প্রলাপাদি নিবারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদিবর্ণ এযকে পবিত্র করত এবং প্রাণাপানাদির বল বিধান করতঃ ভগিনীর ন্যায় আমারদিগের নিকট আগমন করুন।

ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পবস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সমা সমন্তমভিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মারিষাম।

হে 'ভদ্রে' শোভনে 'মেখলে' যা ত্বং ব্রহ্মচারিসম্বন্ধিনঃ 'ঋতস্য' সত্যস্য 'গোপ্ত্রী' পালয়িত্রী 'তপসঃ' ব্রহ্মচর্য্যস্য 'পবস্বী' সর্ব্বস্বভূতা 'ঘ্নতী রক্ষঃ' রক্ষাংসি বিনাশয়ন্তী 'অরাতীঃ' শত্রূন 'সহমানা' অভিভবন্তী এবম্ভূতা ত্বং 'মা' মাং 'সমন্তং' সমন্তাৎ 'অভিপর্য্যেহি' আভিমুখ্যেন সর্ব্বত আগচ্ছ বেষ্টয় ইত্যর্থঃ, যথা তে তব 'ধর্ত্তারঃ' বয়ং কেনচিৎ 'মারিষাম' মাহিংসীমহি।

হে শোভন মেখলা! তুমি সত্যের পালয়িত্রী, ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বস্বভূতা, রাক্ষসের বিনাশ কারিণী, ও শত্রুদিগের পরাভব কারিণী, অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে আমাকে বেষ্টন কর, যেহেতু তোমা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে আমরা আর হিংসিত হইব না।

২৩। অনন্তর আচার্য্য কৃষ্ণাজিন সহিত যজ্ঞোপবীত মানবককে পরিধান করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রী ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিযোগঃ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যাসি*।

তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত রূপ তোমা দ্বারা উপনীত করি।

প্রজাপতির্ঋষিঃ শর্করী ছন্দোঽজিনং দেবতা অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ব্বরুণং বলীয়স্তেজোযশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহতস্য বসনং যবিষ্ণুং পরীতবাহ্যজিনং দধেয়ং।*

২৪। পরে আচার্য্য মানবকের নিকটে যাইয়া বলিবেন।

ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং, যে ভবান্ অনুব্রবীতু।

ভোঃ ব্রহ্মচারি! আমার নিকট সাবিত্রী অধ্যয়ন কর, এবং আমার পশ্চাৎ তুমি তাহা উচ্চারণ কর।

২৫। পরে মানবক অবহিত হইলে আচার্য্য প্রথমত পাদপাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ তৎপরে সমুদায় সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইবেন। যথা

বিশ্বামিত্রর্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিযোযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

'তৎ' ভগবতঃ 'সবিতুঃ' 'দেবস্য' দানাদিগুণযুক্তস্য 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'ভর্গঃ' ভজনীয়ং সবিত্রাপি সেব্যং 'ধীমহি' চিন্তয়েম। কিম্ভূতঃ সবিতা 'যঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' বুদ্ধীঃ 'প্রচদয়াৎ' প্রবর্ত্তয়েৎ।

সেই সবিতা দেবের বরণীয় দীপ্তি আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিকে প্রবৃত্ত করিতেছেন!

২৬। অনন্তর আচার্য্য মানবককে ব্যাহৃতি ত্রয় পৃথক পৃথক করিয়া ওঁকার পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইবেন।

* গুণবিষ্ণু এই দুইটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, অতএব বোধ হয় এই মন্ত্রদ্বয় পরে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে, এবং শেষ মন্ত্রটীর পাঠ সকল পুস্তকেই অশুদ্ধ ও অসঙ্গত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূঃ।

প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভুবঃ।

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বঃ।

২৭। অনন্তর আচার্য্য মানবক পরিমাণ বিল্ব দণ্ড বা পলাশ দণ্ড মানবককে দিয়া তাহাকে পাঠ করাইবেন।

প্রজাপতিঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দো দণ্ডাগ্নীদেবতে উপনয়নে মানবকদণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সুশ্রুব সুশ্রুবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সুশ্রুব সুশ্রুবা দেবেষ্বেবমহং সুশ্রুব সুশ্রুবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং।

হে 'সুশ্রুব' শোভন কীর্ত্তে দণ্ড! 'যথা ত্বং' বেদধারণানুজ্ঞাদিনা লোকে প্রখ্যাতঃ এবং 'মা' মামপি 'সুশ্রবসং' 'কুরু'। হে 'সুশ্রুব অগ্নে' যথা ত্বং 'দেবেষু' মধ্যে 'সুশ্রুবা' হে 'সুশ্রুব' এবং 'অহং' 'ব্রাহ্মণেষু' মনুষ্যেষু 'সুশ্রুব' 'ভূয়াসং'।

হে শোভন কীর্ত্তি দণ্ড! তুমি যেমন লোকে প্রখ্যাত, সেই রূপ আমাকে প্রখ্যাত কর। হে বিখ্যাত অগ্নি! তুমি যেমন দেবতাদিগের মধ্যে খ্যাত, সেই রূপ আমি ব্রাহ্মণের মধ্যে বিখ্যাত হই।

২৮। অনন্তর গৃহীত দণ্ড ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। প্রথম মাতার নিকটে

ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বলিবেন।

ওঁ স্বস্তি।

২৯। পরে মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট, তাহার পর পিতার নিকট, তাহার পর অন্যের নিকট ভিক্ষা করিবেন। পুরুষের নিকট ভিক্ষায় এই মাত্র প্রভেদ যে

ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

৩০। এই রূপ ভিক্ষা করিয়া সমুদায় লব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান করিবেক।

৩১। পরে আচার্য্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কর্ম্ম যজ্ঞোপবীত পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি কামদেব্য পর্য্যন্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেক এবং কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক। ব্রহ্মচারী ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাগ্‌যত হইয়া অবস্থান করিবেক।

৩২। অনন্তর সন্ধ্যা কালে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কুশণ্ডিকার বিধানানুসারে সমুদ্ভব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণ জানু ভূমিতে স্পর্শ করত উপবেশন করিয়া উদকাঞ্জলি সেক ও অগ্নি পর্য্যুক্ষণ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত সমিধত্রয় গ্রহণ করত হোম করিবেক।

প্রজাপতিঋষির্বিরগ্নির্দেবতা অগ্নৌ সমিদাধানে বিনিযোগঃ।

ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্হং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্যেবমায়ুষা মেধয়া প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিসীয় স্বাহা।

অহং 'অগ্নয়ে' 'সমিধমহার্হং' আবৃতবান্ কিম্ভূতায় 'বৃহতে' 'জাতবেদসে' জাতজ্ঞানায়, হে 'অগ্নে' 'যথা ত্বং' অনয়া 'সমিধা' 'সমিধ্যসি' দীপ্যসে 'এবং' অনেন প্রকারেণ অহং আয়ুরাদিনা 'সমিধ্যসীয়' বৃদ্ধিমাপ্নুয়ং।

আমি বৃহৎ ও জ্ঞানবান্ অগ্নিতে হোম করিলাম। হে অগ্নি! তুমি যেমন সমিধ দ্বারা প্রদীপ্ত হও, সেই রূপ আমি আয়ু, বুদ্ধি, তেজ, পুত্রপৌত্রাদি, গবাদি পশু, ব্রাহ্মতেজ, ধন, ও অন্নাদি দ্বারা সম্পন্ন হই।

৩৩। অনন্তর কর্ম্ম শেষ উপলক্ষে পুনর্ব্বার অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও উদকাঞ্জলি সেক করিয়া অগ্নিকে অভিবাদন করিবেক।

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে।

অমুক গোত্র অমুকদেবশর্ম্মা আমি তোমাকে প্রণাম করি।

৩৪। পরে "ক্ষমস্ব" বলিয়া অগ্নিকে বিসর্জন করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ভিক্ষা লব্ধ, ক্ষার লবণ বর্জ্জিত, সংযত অন্ন জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া

ওঁ অমৃতাপস্তরণমসি স্বাহা।

অমৃত রূপ জল, তুমি আস্তরণ হও।

ইহা বলিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের ত্রিপর্ব্ব দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া

ওঁ প্রাণায় স্বাহা ওঁ অপানায় স্বাহা ওঁ সমানায় স্বাহা ওঁ উদানায় স্বাহা ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

এই রূপে পঞ্চাহুতি অভ্যবহার করিয়া ভোজন পাত্র বাম হস্তে ধারণ করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবেক। এবং ভোজনাবসানে

ওঁ অমৃতাপঃ পিধানমসি স্বাহা।

অমৃত রূপ জল, তুমি আচ্ছাদন হও।

পূর্ব্বোক্ত রূপ অগ্নিকার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রতি দিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করিবেক কিন্তু ভোজন এই রূপ যাবজ্জীবন করিবেক।

উপনয়ন সমাপ্ত।